হরিলীলা

হরিলীলা

লালা জয়নারায়ণ সেন

প্রণীত

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন

ও

বিদ্বদ্বল্লভ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়

সম্পাদিত
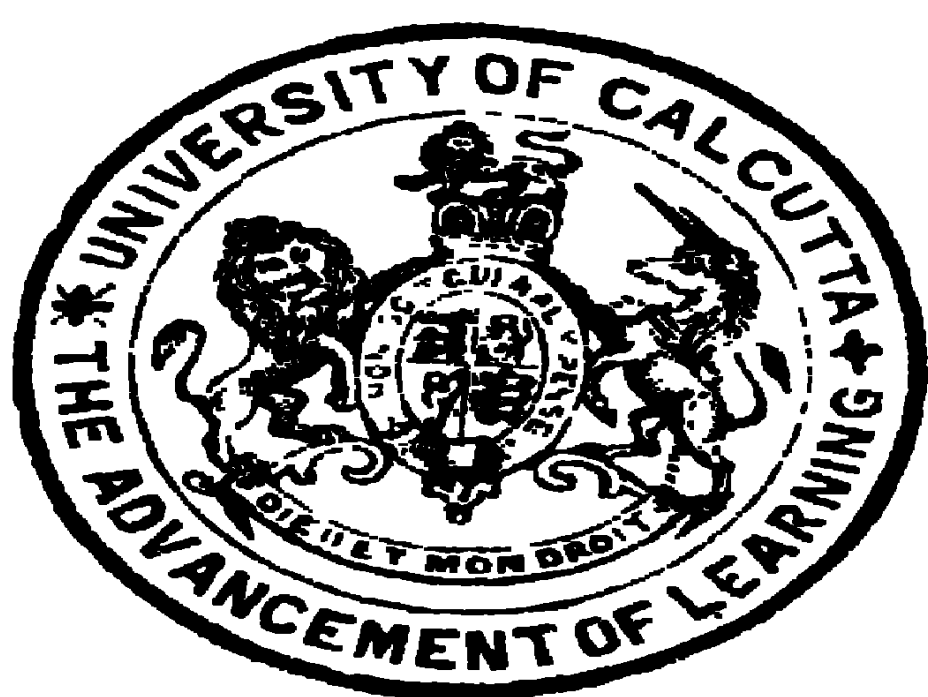
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে
প্রকাশিত

ভূমিকা

কবি জয়নারায়ণ সেন বিক্রমপুরের বৈদ্যকুলের আভি-জাত্যাভিমানী লালা রামপ্রসাদ সেনের পুত্র। রামপ্রসাদ সেনের পিতা কৃষ্ণরাম দেওয়ান অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার খুল্লতাত রামমোহনের উপাধি ছিল "ক্রোড়ী"। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ফিপ্‌থ রিপোর্টে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ গোপীরমণ ও হরনাথ রায়ের নাম বেভারিজ সাহেব-কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে।

ইঁহাদের আদিপুরুষ বেদগর্ভ সেন যশোর ইতনা গ্রাম হইতে আসিয়া বিক্রমপুরে বাস করেন। বেদগর্ভের বংশধরগণের এক শাখায় রাজা রাজবল্লভ ও অপর শাখায় জয়নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা নিকট জ্ঞাতি ছিলেন।

এই সমৃদ্ধ বৈদ্য-পরিবার সর্ব্ববিষয়ে তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গ-সমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। রাজবল্লভের ন্যায় প্রতাপশালী লোক তখন বঙ্গদেশে ছিলেন না, স্বয়ং মুরসিদাবাদের নবাব তাঁহার মুষ্টির ভিতর ছিলেন এবং নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রতি পদে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন. রাজবল্লভের রাজ-নগর এখন কীর্ত্তিনাশার গর্ভস্থ। বঙ্গদেশের হিন্দু-ঐশ্বর্য্যের চরম শোভা ও সৌন্দর্য্য গ্রাস করিয়া কীর্ত্তিনাশা এখন একান্ত ভাল মানুষটির ন্যায় হাসিয়া-খেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর প্রাণে তিনি যে কত বড় আঘাত দিয়াছেন, তাহা বহুসংখ্যক ভাট ও পল্লী-সঙ্গীতে মর্ম্মান্তিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বিক্রমপুরে এমন ব্রাহ্মণ-পরিবার নাই যাহা একসময়ে রাজবল্লভের বৃত্তিভোগী হয় নাই। রাজবল্লভ আদিজন্মে কে ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সভায় যখন "হাত চালিয়া" এই প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হইয়াছিল, তখন উত্তর হইয়াছিল—"পূর্ব্বে রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লভঃ।"

এই প্রসিদ্ধ পরিবারে জয়নারায়ণ অতুল প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত, আরবি, পারশি ও হিন্দুস্থানী বিশেষরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই পাণ্ডিত্যের পরিচয় হরিলীলায় যথেষ্ট আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যে পুঁথি দেখিয়া বহিখানি ছাপা হইল, তাহাতে নকলকারীর অজ্ঞতানিবন্ধন এত ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, যে বসন্তবাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ করিতে পারেন নাই। যেখানে কবি বেশী পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, সেইখানেই নকলকারীর বুদ্ধি ঘোলাইয়া গিয়াছে এবং তিনি হ, য, ব, র, ল করিয়া রাখিয়াছেন; দৃষ্টান্তস্থলে ভাটের পাত্রান্বেষণের বৃত্তান্তটি [১৪-২৬ পৃষ্ঠা] দেখুন।

জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি যোগসম্বন্ধে "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা"নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহা বাঙ্গলায় রচিত হইলেও পুস্তকখানির উত্তরার্দ্ধে যোগসম্বন্ধে এত জটিলতত্ত্বের সমাবেশ আছে যে তাহা অনেক পাঠকেরই দুরধিগম্য। পুস্তকখানি বানিয়ানের "Pilgrim's Progress"-এর ন্যায় অধ্যাত্মরাজ্যের অভিযান বর্ণনা করিয়া ক্রমশঃ গুরুতর যোগসম্বন্ধীয় বিষয়ের অবতারণাপূর্ব্বক জটিল হইয়াছে। ইহা একসময়ে মুদ্রিত হইয়াছিল, অধুনা দুষ্প্রাপ্য। রামগতি সেনের অপর গ্রন্থ "যোগকল্পলতিকা" সংস্কৃতে লিখিত। ইনি লালাবাবুর

ন্যায় সংসার ত্যাগ করিয়া যোগী হইয়াছিলেন, এবং একাদিক্রমে ৪০ বৎসর কাল কাশীতে যোগাভ্যাস করিয়া ৯০ বৎসর বয়সে স্বর্গীয় হন। লালা জয়নারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লালা রাজনারায়ণ সংস্কৃতে "পার্ব্বতীপরিণয়"নামক কাব্য রচনা করেন, তাহা এখন পাওয়া যায় না। লালা জয়নারায়ণ-রচিত আর একখানি বাঙ্গলা কাব্য আছে, তাহা "চণ্ডীকাব্য"। এই পুস্তকেও তাঁহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে; পুঁথি সুদুর্ল্লভ, কোনকালে প্রকাশিত হইবে কিনা জানি না। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় (ঢাকা, বায়রা-নিবাসী) আমাকে একখানি প্রাচীন পুঁথি দেখিতে দিয়াছিলেন।

জয়নারায়ণ ১৬৯৪ শকে (১৭৭২ খৃঃ অব্দে) "হরিলীলা" রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ("বেদ লৈয়া ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেইকালে এই গীত ভারত রচিলা" অর্থাৎ ১৬৭৪ শক) ১৭৫২ খৃঃ অব্দে রচিত হয়, সুতরাং হরিলীলা অন্নদামঙ্গলের ২০ বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। এই যুগে বাঙ্গালা কবিগণ যেমন একদিকে সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য, বিশেষ অলঙ্কার-শাস্ত্রের উপর অধিকারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, তেমনই অপর দিকে সেই পাণ্ডিত্যের প্রভা ম্লান করিয়া কুরুচির আবহাওয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবাধভাবে বহিতেছিল। আলওয়াল হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র এবং পরবর্ত্তী বহু কবি বঙ্গের আসরে দেবী ভারতীকে দিয়া লজ্জাহীনা নর্ত্তকীর অভিনয় করাইয়া লইয়াছেন। তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি গুরুগম্ভীর সংস্কৃত ছন্দ—যাহার ধ্বনি আমাদের স্মৃতিতে উদাত্ত সংস্কৃত স্তোত্রের মহিমার সঙ্গে জড়িত,

সেই সমস্ত ছন্দ নির্লজ্জ আদিরসকে অসংযত নগ্নতার মধ্যে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই যুগের দোষ হইতে জয়নারায়ণ অব্যাহতি পান নাই। বিশেষ এই সময়ে—মোগলরাজ্যের ধ্বংসের প্রাক্কালে—রাজসভাগুলি তরল আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। মাগন ঠাকুরের সভায় আলওয়াল যেরূপ প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য বিলাসিতার প্রসঙ্গ লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র যেরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা-দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের রাজসভাও তদ্রূপ সেই বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন; তবে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র অপেক্ষা জয়নারায়ণ আদিরসঘটিত প্রসঙ্গগুলি যথাসাধ্য ভাষার আড়ালে রাখিয়াছেন; তাঁহাকে দোষবিমুক্ত প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা না করিলেও তাঁহার সমর্থনে এইটুকুমাত্র বলা যাইতে পারে।

"হরিলালা" পুস্তকে অপর একজনের রচনা কতক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। এই বিশিষ্ট পরিবারের অন্যতম রত্ন ছিলেন আনন্দময়ী দেবী, ইনি জয়নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী, রামগতি সেনের কন্যা। আমরা বাঙ্গলা বহু কাব্যে এবং পল্লীগাথায় পূর্ব্ববঙ্গের রমণীগণের বিদ্যাবত্তার প্রমাণ পাইয়াছি। লং সাহেবের ক্যাটালোগে ব্রাহ্মণরমণী 'সুন্দরী'র অসামান্য পাণ্ডিত্যের উল্লেখ আছে, ইনি আনন্দময়ীর সময়ের লোক এবং এক স্থানের অধিবাসী। আনন্দময়ী সংস্কৃতে এতদূর পারদর্শিনী ছিলেন যে মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিবার সময়ে ঐ যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক কতকগুলি তত্ত্ব এবং যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাইয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লেখেন, তিনি পূজায় ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার কন্যা

আনন্দময়ী শাস্ত্র ঘাঁটিয়া তাহা উদ্ধার করিয়া দেন। ইঁহার রচিত অংশগুলিতে কোন পৃথক্ ভণিতা নাই; লজ্জাশীলা কুলললনা পিতৃব্যের গ্রন্থে স্বীয় ভণিতা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত কবিতাগুলির কথা একসময়ে পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষিতমহলে সকলেই জানিতেন। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও কংগ্রেস-পাণ্ডা অম্বিকাচরণ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরুচরণ মজুমদার মহাশয় আমার নিকটে যে সকল অংশ আনন্দময়ীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, ভিন্ন সময়ে অপরাপর লোকেরাও আমাকে সেইগুলিই আনন্দময়ীর রচিত বলিয়া দেখাইয়াছেন; কবির বংশধর আনন্দনাথ রায় মহাশয়ও পরে সেই অংশগুলিই উক্ত বিদুষী মহিলার লেখা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। জয়নারায়ণের রচনা অপেক্ষা আনন্দময়ীর রচনা সংস্কৃত শব্দে অধিকতর ভারাক্রান্ত, বিদ্যাবত্তার অধিকতর পরিচায়ক এবং রচনায় বাহাদুরী-প্রদর্শনে বেশী লালায়িত। ৩ পৃষ্ঠায় "জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম। খর্ব্বরূপী বুদ্ধ হৈয়া কল্কি সে বিরাম।"—এই দুইটি ছত্র আনন্দময়ীর। জলজ অবতার দুটি—মৎস্য ও কূর্ম্ম, বনজ অবতার দুটি—বরাহ ও (নর)সিংহ, তিনটি রাম—রামচন্দ্র, বলরাম ও পরশুরাম; খর্ব্বাকৃতি অবতার—বামন এবং কল্কি হইয়া শেষ (বিরাম)। এই দুইটি ছত্রে পাণ্ডিত্যের সহিত দশ অবতারের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

আনন্দময়ীর দ্বিতীয় অংশটি পাথরে গাঁথা কীর্ত্তিস্তম্ভের মত বাঙ্গলা ভাষার ইষ্টকমন্দিরের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপন করিতেছে। ৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৬০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দের নাম দিয়া যে বাসি-বিবাহের বর্ণনা চলিয়াছে—ইহা সেই অংশ। ইহার শব্দযোজনা কতকটা উৎকট,

কিন্তু এইরূপ সংস্কৃতাত্মক শব্দের যোজনা, গাণ্ডীব ধনুতে শর-যোজনার ন্যায়; তাহা যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়। এক-সময়ে এইরূপ পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন-দ্বারা বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠালাভ হইত, এখন ইহা লুপ্ত-গৌরব হইলেও কবির বাহাদুরী আমাদিগকে কতকটা স্বীকার করিতে হইবে। ৯৮ হইতে ১০১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে বিরহ-বর্ণন দেওয়া হইয়াছে, তাহা আনন্দময়ীর লেখা; ইহাতে সংস্কৃতের গুরুগম্ভীর ধ্বনি নাই, সরল কবিত্ব আছে। আনন্দময়ী যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দী পরে সেই বংশে গঙ্গামণি দেবীর আবির্ভাব হয়। গঙ্গামণিও বিদুষী ছিলেন; হরিলীলার তৎকৃত একখানি পাণ্ডুলিপি ছিল, তাহার কয়েকটি পত্র আমার নিকট আছে। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"পুস্তকে সেই হস্তলিপির নমুনা দেওয়া আছে—তাহা মুক্তাপংক্তির ন্যায়।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি পদ ছাড়া হরিলীলার সমস্তই জয়-নারায়ণের লেখা। যিনি ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক আদ্যন্ত কাব্যখানি পাঠ করিবেন, তিনি অনেক স্থলেই কবির শক্তির পরিচয় পাইবেন। তিনি যে পরম পণ্ডিত, স্বাভাবিক কবি এবং ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত, তাহার পরিচয় অনেক স্থলেই আছে। নায়িকাবর্ণনায় তাঁহার অলঙ্কার-শাস্ত্রের উপর বিশেষ অধিকার প্রতীয়মান হইবে (৬৫-৭১ পৃষ্ঠা)। ৯২ পৃষ্ঠায় যে সভা-বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতিপংক্তিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ-মহিমা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সত্য বটে, ভারতচন্দ্রের "ববম্ভম্ ববম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে" প্রভৃতি পদে ধ্বন্যাত্মক শব্দ-দ্বারা অন্নদামঙ্গলে এক গরীয়ান্ কীর্ত্তিস্তম্ভ গঠিত হইয়াছে; জয়-নারায়ণের চেষ্টা ভারতচন্দ্রের ২০ বৎসর পরের, তাঁহারও এই

ধ্বন্যাত্মক কবিতার মধ্যে যে সহজ-পটুত্ব, শ্রুতিমধুরতা ও স্বচ্ছন্দ গতি আছে—তাহা প্রশংসনীয়।

আজকাল আমাদের দেশে ফুরফুরে হাওয়ার মত—মন-মাতানো, অনায়াসলব্ধ পুষ্পবাসের মত—সময়ে সময়ে হৈমন্তিক তরুণ কুজ্ঝটিকার মত—স্বপ্নাচ্ছন্ন প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়া রাশি রাশি কবিতা চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহারা বঙ্গ-সাহিত্যের বাগানে অজস্র সিউলী ফুলের দান—পরমায়ু, একটি শারদীয় প্রভাতমাত্র; ইহারা মুহূর্ত্তের জন্য মনোরঞ্জন করিতেছে ও আদর পাইতেছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এখনকার দিনে কবি বলিতেই লম্বা কোঁকড়ানো চুলওয়ালা, উর্দ্ধচক্ষু, শ্রম-বিমুখ, স্বপ্নাবিষ্ট, তরুণ একশ্রেণীর লোকের কথা মনে পড়ে—ইহাদের মিহিসুর যাঁহাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে সারবান্ কোন লেখা বুঝিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি উভয়ই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কবিদিগের বিশ্বাস বাগ্দেবীর আরাধনার জন্য জানালাটা খুলিয়া দখিনা হাওয়া উপভোগ ও সাঁঝের তারা দেখাই যথেষ্ট, তাঁহারা কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া ফুলপল্লবের ন্যায় প্রকৃতির গায়ে আপনাআপনি ফুটিয়া উঠিবেন। শিক্ষার প্রতি ইহারা শুধু বিমুখ নহেন—দস্তুর মত প্রতিকূল, ইহাদের কেহ কেহ উচ্চশিক্ষার প্রসঙ্গে রবিবাবুর 'হিং টিং ছট্' আবৃত্তি করেন। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে দুই একজন স্বভাবানুগৃহীত ইন্দ্র-চন্দ্র সাহিত্যাকাশে উদিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশই দুর্গ্রহের ন্যায় অসহ্য স্পর্দ্ধার সহিত জগতের সমস্ত গুরুতর বিষয় তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। কেবল খেয়ালী জীবনের প্রশংসা করিয়া ইঁহারা তরুণদিগকে একেবারে অকেজো ও নিষ্কর্ম্মা

করিয়া তৈরী করিতেছেন। প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যে সুপ্রচুর কাব্যরস আছে, কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাতে মাঝে মাঝে এরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য, নিবিড় ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের নিদর্শন আছে, যাহা পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু যাঁহারা পড়িবেন না, দূর হইতে নমস্কার করিয়া বিদায় লইবেন, এবং হাওয়া হইতে কবিতার রেণু কুড়াইয়া লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইবেন, তাঁহাদিগকে আমি আর কি বলিব? বঙ্গীয় গ্রন্থসমূহ আগেকার দিনে যে কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রম-সহকারে লিখিত হইত তাহা চৈতন্যচরিতামৃতের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভক্তি-রত্নাকর প্রভৃতি পুস্তকের দ্বারা প্রতীয়মান হইবে। এ যুগের এমন কোন বিশেষজ্ঞ নাই যিনি ঐ পুস্তকের সঙ্গীতসম্বন্ধীয় অধ্যায়টি লিখিতে পারিতেন।

জয়নারায়ণ যেখানে রাজসভা এবং রাষ্ট্রীয় শাসনের কথা লিখিয়াছেন, সেখানে তদানীন্তন কালের নিখুঁত চিত্রপট আছে— সেগুলিতে বঙ্গীয় সাময়িক ইতিহাস প্রতিবিম্বিত। বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গের আলোচনাকালে তাহাদের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। ৮৩ পৃষ্ঠা হইতে ৯২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পুলিসের কার্য্যাবলীর যে বিবরণী দেওয়া হইয়াছে, তাহা এত তথ্যপূর্ণ যে বর্ত্তমান পুলিসের গুপ্তচরবিভাগের সঙ্গে তাহাদের তুলনায় সমালোচনা চলে। বঙ্গের বাণিজ্য তখন অস্তোন্মুখ হইলেও এই কাব্যে তাহার যে প্রচুর ইঙ্গিত আছে তাহাতে সেই যুগের সমৃদ্ধির কথা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। সদাগর বলিতেছেন—আমি বণিক্,—হস্তিনা, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পঞ্চাল, কম্বোজ, ভোজ, সৌরাষ্ট্র, জয়ন্তী, দ্রাবিড়, নেপাল, কাঞ্চী, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, কাম্পিল্য,

মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন, কামরূপ প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা সফর করিতে যাতায়াত করিয়া থাকি (১০ঃ পৃঃ)। এই সমস্ত দেশের বাণিজ্যকথা সমস্তই কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গলাদেশের বণিকের জাবা, বালী, জাপান প্রভৃতি স্থানে যাওয়া বন্ধ হইলেও স্থলপথে তাঁহাদের অবাধ গতিবিধি ছিল। তখনও সমুদ্র-যাত্রা একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই, রঘুনন্দনের নিষেধবিধি দেশে বদ্ধমূল হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। হরিলীলা ঠিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তখনও সমুদ্র-যাত্রার কথা—অন্ততঃ সমুদ্র-যাত্রার নিকট-স্মৃতি শুধু একটা স্বপ্নে পর্য্যবসিত হয় নাই। সদাগর-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "সাত ডিঙ্গা বায়ান্ন জাহাজ সঙ্গে করি।" এবং "গৌড় রাজ্যে বাস গিয়াছিল মহাচীনে।" (২৭ পৃষ্ঠা)।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিবার সময় নানা দিক্ হইতে বাঙ্গলা-দেশের প্রাচীন সমৃদ্ধির কথা আমাদিগকে আকর্ষণ করিবে। এই সকল পুঁথির হারানো পৃষ্ঠা খুঁজিয়া কোন্ উদ্যমশীল পাঠক উপকরণ উদ্ধার করিয়া বঙ্গমাতার মহিমা উজ্জ্বল করিবেন?

কাব্যখানি ক্ষুদ্র, এবং প্রাচীন কালের জটিল ভাব ও ভাষা দ্বারা ইহার প্রাঞ্জলতা স্থানে স্থানে নষ্টশ্রী হইলেও এক-সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে এই পুস্তক বিশেষ সমাদৃত ছিল। এখনও এই পুস্তকের কবিতা বিক্রমপুর-বাসিনীগণের মুখে মুখে শোনা যায়। বহুলপ্রচারসত্ত্বেও এখন ইহার প্রাচীন পুঁথি দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে, পশ্চিমবঙ্গে বটতলার প্রকাশকগণের চেষ্টায় বহু প্রাচীন পুঁথি ছাপা হওয়াতে তাহাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণবগণের শত শত গ্রন্থ, কৃত্তিবাসী

রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত, মুকুন্দের চণ্ডী, ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন এবং সহজিয়াদের কৃত অসংখ্য গ্রন্থ বটতলার ছাপাখানায় প্রকাশিত হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থকার ও কবিগণের প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের একমাত্র কবি নারায়ণকৃত "মনসাদেবীর ভাসান" বংশীদাসের পরিশুদ্ধ পাঠসম্বলিত হইয়া বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের আদিকবি সঞ্জয়কৃত ভারত, পরাগলী মহাভারত, ছুটি খাঁর মহাভারত, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি প্রায় একশত কবির মনসা-ভাসান, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসকৃত বৈষ্ণবগ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ, আলওয়ালের পদ্মাবৎ, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী, জয়-নারায়ণের এই হরিলীলা, ভবানী দাসের লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসরচিত বহু গ্রন্থ পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ আদৃত হওয়াসত্ত্বেও বটতলার কৃপাদৃষ্টিলাভে বঞ্চিত হইয়া বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যাইবার মধ্যে হইয়াছে। শুধু বটতলায় এই সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত না হওয়ায় যে ইহাদের প্রচার বন্ধ হইয়াছে তাহা নহে, অনিষ্ট আরও অনেক দূর গড়াইয়াছে—সুলভ বটতলার পুস্তক হাতে পাইয়া সেই সেই বিষয়ের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পড়িবার সখ বা শ্রম কেহ করিতে চান নাই; ফলে অনেক প্রাচীন পুঁথির স্বত্বাধিকারী তাঁহাদের জরাজীর্ণ তুলট কাগজের আবর্জ্জনা পদ্মা বা ধলেশ্বরীর গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এজন্য বটতলার প্রতি আমাদের কোন শ্রদ্ধার অভাব হয় নাই, তাঁহারা যাহা হাতের কাছে পাছ সহজে পাইয়াছেন তাহাই ছাপিয়াছেন; বটতলা বঙ্গ-প্রাচীনসাহিত্যের রক্ষাকবচ, তাঁহাদের কাছে

প্রত্যেক বাঙ্গালী অপরিচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ। যাহা বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া যাইতেছিল, বটতলা তাহা মায়ের মত স্নেহে স্বীয় জীর্ণশীর্ণ অঞ্চলে বাঁধিয়া বাঁধিয়া রক্ষা করিয়াছেন। কোন দিন যদি বাঙ্গালীর চক্ষুর্লাভ হয়, তবে তাঁহারা এই ঋণের পরিমাণ বুঝিবেন। এখনও বিদেশী শিক্ষার ঠুলি চোখে পরিয়া তাঁহারা যাহা খুঁজিতেছেন তাহা তাঁহাদের ঘরেই আছে। বঙ্গলক্ষ্মী যে তাহা হাতে করিয়া কবে প্রিয় উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার শ্রীকরদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া বাড়ীতে ফিরিবে, তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

জয়নারায়ণ যে ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে লালিত, হীরা, মণি, মুক্তা, জহরৎ যে তাঁহার ঘরের কোণে থাকিত এবং জহরীর মত যে তিনি তাহার দর জানিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

"শুনি ধনপতি হেরি জামাতা ডাকিয়া।
বলিল দেখিতে মূল্য হারের আসিয়া॥
রাণীর গলার মণিময়ানন্দ হার।
তিন হারে ছয় লহরে মুক্তা বিশ হাজার॥
বিশ বিশ রত্তি প্রতি মুক্তার ওজন।
তাথে মাণিকের বন্ধ অরুণ-কিরণ॥
পঞ্চবিশ পঞ্চবিশ বন্ধ প্রতি হারে।
দেড়শত হৈল বন্ধ লিখিতে শুমারে॥
বন্ধহ ওজনে বিশ বিশ রত্তি হয়।
মধ্য-হারে ধুক্‌ধুকি সেহ মণিময়॥
লঘুতরা বিশ রত্তি লটকনের মতি।
অন্ধকারে দীপ-প্রায় প্রকাশিল জ্যোতি॥

মধ্যেতে জ্বলিছে অতি শ্বেত হীরা খান।
বিশ মাষা আভা পূর্ণচন্দ্রের সমান॥
মাষা যার বিশ হাজার আর জবা যার।
মালার মেরুতে তিন ঘুণ্টিহ মুক্তার॥
সেই তিন বিশ রত্তি হইল ওজনে।
চন্দ্রভান দেখি তাহে আঁকে হর্ষ মনে॥
আঁকিলেন মূল্য সেই হার মনোহরে।
চন্দ্রভান তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজারে॥" ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা।

হরিলীলার একখানি পুঁথি আমার নিকট ছিল, বিশ বৎসর হইল তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ঐ পুস্তক গঙ্গামণি দেবীর হাতের লেখা, তাহার কয়েকটি মাত্র পত্র আমার নিকট এখনও আছে। এই কাব্যখানির প্রাচীন আর একখানি পুঁথির জন্য আমি বহু চেষ্টা করিয়াছি; যে পুস্তক একসময়ে বিক্রমপুরে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার একখানি পুঁথিও না পাওয়াতে আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। গঙ্গামণি দেবীর লিখিত, প্রায় সোয়া শত বৎসর পূর্ব্বের, পুঁথিখানি আমার নিকট হইতে নষ্ট হওয়াতে আমার পরিতাপের কারণ বেশী হইয়াছিল। অবশেষে জানিলাম ফরিদপুর জপসা-গ্রামনিবাসী কবির বংশধর "বারভূঞার ইতিহাস"লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হরিলীলার একখানি পুঁথি আছে। আমি তাঁহাকে ঐ পুস্তকখানি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করি। তাঁহার নিকট থাকিলে তাঁহার মৃত্যুর পর (তাঁহার বয়স অশীতিবর্ষ) ঐ পুস্তক নষ্ট হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিলে চিরকাল যত্নে রক্ষিত হইবে—এই যুক্তি দেখাইয়া বহুকষ্টে তাঁহাকে পুঁথিখানি বিক্রয় করিতে

কবুল করাইয়াছিলাম। পুঁথিখানি হরিমোহন গুপ্ত নামক একব্যক্তি ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে নকল করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় দুইশত টাকা আনন্দনাথ রায়কে দিয়া এই পুস্তক ক্রয় করেন। কিন্তু তাহার অল্প সময় পরে পুঁথিখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী হইতে খোয়া যায়, বহু অনুসন্ধানেও তাহার কোন হদিস্ পাওয়া গেল না; এই দুর্ঘটনায় যে আমি কিরূপ মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলাম তাহা বলা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যের এক প্রাচীন গৌরব লুপ্ত হইল, আমার স্বাস্থ্য এরূপ নহে যে আমি বিক্রমপুর স্বয়ং যাইয়া তরুণ বয়সে যেরূপ একবার ঘরে ঘরে পুঁথি খোঁজ করিয়াছিলাম, আবার সেইরূপ পরিশ্রম করিয়া পুঁথির অন্য একখানি পাণ্ডুলিপি বাহির করিবার চেষ্টা করিব; সুতরাং হয়ত যাহা গেল তাহা চিরতরে লোপ পাইল।

এক বৎসর কাল এইরূপ মনঃকষ্টে কাটাইবার পর আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি তাঁহাকে দুর্ঘটনার কথা বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন,—"দুঃখ করিবেন না; বাগ্দেবী যাঁহার মাথায় নিজে টীকা আঁকিয়া দিয়াছেন, কালের কি সাধ্য যে তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারে? আমি আমার বংশের কীর্ত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দেওয়ার পূর্ব্বে তাহার একখানি নকল নিজের কাছে না রাখিয়া তাহা ছাড়িয়া দেই নাই; আপনি যদি নকল করিবার পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত থাকেন, তবে আমি সেই নকল হইতে আর একখানি প্রতিলিপি দিতে পারি।" তদনুসারে সামান্য পারিশ্রমিক দিয়া আমরা পুনরায় একখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু সেই পাণ্ডুলিপি-লেখক প্রাচীন লিপি পড়িতে একেবারে অনভ্যস্ত, সুতরাং জয়নারায়ণের

অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এই পুস্তকখানি নকল করিতে যাইয়া তিনি অনেক ভ্রমপ্রমাদ করিয়াছেন। বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও এই সংস্করণ নির্ভুল করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুস্তকখানি যে প্রকাশিত হইল ইহাই আমার যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। ভবিষ্যতে যদি অন্য কোন পুঁথি পাওয়া যায়, তখন দোষ ও ত্রুটির সম্পূর্ণ সংশোধন হইতে পারিবে। বসন্তরঞ্জনবাবু এই পুস্তকের টীকা, টীপ্পনী ও অনুক্রমণিকা লেখায় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তৎকৃত শব্দসূচী দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। প্রাচীন পুস্তকের সম্পাদনে তাঁহার যে দক্ষতা ও প্রযত্ন, তাহা য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের অনুরূপ। তাঁহাকে আমি এই পুস্তকের জন্য বিশেষ শ্রমস্বীকারের উপলক্ষে প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

হরিলীলা কাব্যের বিষয়—সত্যনারায়ণের পূজাপ্রচার-উপলক্ষে একটি উপাখ্যানের বিবৃতি। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ একই দেবতা ছিলেন; সম্রাট্ হুসেন সাহের কোন কন্যার গর্ভে এই পীর জন্মগ্রহণ করেন—এরূপ একটা কিংবদন্তী আছে; বিশ্বকোষ অভিধানে এই ইতিহাস বা উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপাস্য এই দেবতা। অনেক মুসলমান লেখক এই পীরের বৃত্তান্ত কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের হাতে এই শ্রেণীর কাব্য মুসলমানী ভাষা ও ভাবঘেষা হইয়াছে। হিন্দুর হস্তে ইনি বিষ্ণুর অবতার, কিন্তু তথাপি ইঁহার পূজায় অর্পিত খাদ্যদ্রব্যাদিকে প্রসাদ না বলিয়া হিন্দুরাও সিন্নি বলিয়া থাকেন।

এই শ্রেণীর কাব্যের সর্ব্বপ্রথম লেখক কবিকঙ্ক চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী। "পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা"র প্রথম খণ্ডে এতৎসম্বন্ধে

অনেক জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কবিকঙ্ক মৈমনসিংহের প্রখ্যাতনামা কোন পীরের আদেশে সত্যপীরের কথা বাঙ্গলা কবিতায় লিপিবদ্ধ করেন। এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে তদ্রচিত এই সত্যপীর কাব্যের বহুল প্রচার হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্রফলে শীঘ্রই কবিকঙ্কের কাব্য হিন্দুরা ঘরে ঘরে দগ্ধ করিয়া তাহার ছাই ঝাঁটা দিয়া গৃহ হইতে উড়াইয়া ফেলেন এবং গোময় ও জল-দ্বারা ধুইয়া সেই স্থান শোধনপূর্ব্বক পবিত্র করেন (ময়মনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ)। কবিকঙ্কের পরে বহুসংখ্যক কবি সত্যনারায়ণের কথা লিখিয়াছেন। প্রতিপল্লীতেই সত্যনারায়ণের পালা শনিবারে পাঠ হইয়া থাকে, সুতরাং বহু পল্লীতে এই বিষয় লইয়া কবিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ফকিররাম কবিভূষণ, কৃষ্ণরাম প্রভৃতি কবির রচিত সত্যপীরের কথা উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং ভারতচন্দ্র কিশোর বয়সে (সনে রুদ্র চৌগুণা, ১১৭৩ সনে) ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে একখানি সত্যনারায়ণের কাব্য রচনা করেন, কিন্তু বিষয়গৌরবে, কবিত্ব-মহিমায়, পাণ্ডিত্যে ও শব্দবৈভবে জয়নারায়ণের "হরিলীলা" এই শ্রেণীর সমস্ত পুস্তক হইতে শ্রেষ্ঠ।

২৯শে ডিসেম্বর
১৯২৭

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

হরিলীলা

গণেশ-বন্দনা

নমো নমো গণপতি বিঘ্নবিনাশক।
ত্রিলোক জনের কর্ম্মে সুফলদায়ক॥
স্থূলকায় লম্বোদর গজেন্দ্রবদন।
ত্রিনেত্র অরুণ আভা মুষিকবাহন॥
কিবা সুকুম্ভের শোভা মত্ত মদধারে।

*   *   *   *

তাহাতে রঞ্জিত মত্ত ভ্রমরের মেলা।
অর্চ্চিত চর্চ্চিত গন্ধ কুঙ্কুমে উজ্জ্বলা॥
শোভিছে সিন্দূর শিরে কিবা মনোহর।
রাজে যেন দিবাকর সুমেরু শিখর॥
জিনিয়া বীরের ভুজ করের বলন।
যে করে করিলা পরশুরামের দমন॥
চতুর্ভুজ একদন্ত রত্ন আভরণ।
নাশহ সকল বিঘ্ন হে বিঘ্নমোচন॥

গুরু-বন্দনা

অরে কল্পতরু গুরু ভজার
ভবসেতু মুক্তিহেতু পদাম্বু যার ॥ ধুয়া ॥
নমঃ শ্রীনাথের পায় করিয়া প্রণাম।
বাক্য অবিদিত গুণানন্দময় ধাম ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়েতে আপনি কারণ।
স্ফটিক-সঙ্কাশ বর্ণ বদ্ধ পদ্মাসন ॥
শুদ্ধ বাস সুগন্ধ-লেপিত শান্ত অতি।
বরাভয় ভকতেতে যার অনুমতি ॥
পূর্ণানন্দময় শোভে পঙ্কজলোচন।
বাম উরে শক্তি রক্ত বসনভূষণ ॥
সুরক্ত শোভন বাম করেতে উৎপল।
শত শশী জিনি শোভা বদনমণ্ডল ॥
বামে হাত রাখা নিজ নাথ ফল ধরে।
স্থাস্থির চপলা যেন শুভ্র জলধরে ॥
পূর্ণ ভকতের কাম নিরখি বদন।
মন ধন পণ করি কহে নারায়ণ ॥
অজ্ঞান তিমির অন্ধ জনের নয়নে।
জ্ঞানাঞ্জন শলাকা হয়েছে নিজগুণে ॥
ভকতবৎসল দয়াময় ভগবান্।
বিষ্ণুরূপে সৃষ্টি যিনি করিলা সংস্থান ॥

কহিব তাহান গুণ সিন্ধুর লহরী।
পূর্ব্বাচার্য্য ইতিহাস বিস্তারিত করি॥

সঞ্চারিত পূর্ব্বাহ্লেতে নাহিক শ্রবণ।
কে জানে দেখিছে কেবা অনন্তশ্রবণ॥
দেশেতে ঘোষণা হইল মানয়ে সুবুদ্ধি।
কভু নাহি হয় কথা অমূলপ্রসিদ্ধি॥
ভক্তিরস অধিক বাড়য়ে যাহা শুনি।
ধীরে বলে পুরাণপ্রসঙ্গ হেন মানি॥
শ্রবণেতে ভক্তি মুক্তি উভয় কারণ।
আশা সিদ্ধি বৃদ্ধি হয় পুত্র ধন জন॥
নারায়ণ প্রভু সত্য কলিতে হইয়া।
নিস্তারিবে লোক সব অনাথ জানিয়া॥
সত্য অনুযাই সত্যনারায়ণ তেঁই।
বেদে বলে গোলকের নাথ বটে সেই॥
দ্বাপরেতে অবতীর্ণ বিবিধ কারণে।
লভিছিলা পৃথিবীর ভার বিমোচনে॥
কহিব সে সব কথা গুণের মহিমা।
ভারত-পুরাণ-বেদে দিতে নারে সীমা॥
জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম।
খর্ব্বরূপী বুদ্ধ হৈয়া কল্কি সে বিরাম॥
দয়াল প্রথমে হৈয়া মীন অবতার।
লোকের হিতার্থ কৈলা বেদের উদ্ধার॥
দ্বিতীয়েতে কূর্ম্মরূপ ধরিয়া আপনি।
কৃপাতে কুসুম হেন বহিছে মেদিনী॥

তৃতীয়ে বরাহরূপ ধরণী উদ্ধারে।
নিষ্কামী সকাম হয় প্রজা পালিবারে ॥
চতুর্থে নৃসিংহরূপে হিরণ্য হানিলা।
ঊর্দ্ধ অধঃ অঙ্গ সিংহ নরের ধরিলা ॥
পঞ্চমে বামন হৈয়া ছলিলা বলিরে।
যে বান্ধিয়াছিলে ভেড়ারূপেতে কলিরে ॥
ষষ্ঠেতে পরশুরাম হৈয়াজনার্দ্দন।
পুনঃ পুনঃ করিলা কত ক্ষত্রিয় মর্দ্দন ॥
সপ্তমেতে রামরূপ ধরি নারায়ণ।
করিলা অমর ত্রাণ বধিয়া রাবণ ॥
অষ্টমেতে হলধর বীর অবতারে।
ইন্দুকুন্দ জিনি রূপ ধরিলা সংসারে ॥
নবমে করুণাসিন্ধু অহিংসক গুণে।
ধরিছিলা বুদ্ধ বেশ আপনি ভুবনে ॥
দশমে ম্লেচ্ছের নাশহেতু ভগবান্।
হইবে কল্কিস্বরূপ বেদের বাখান ॥
এ সকল অবতার হইয়া দয়াময়।
কতবার অবনীর করিছ নির্ভয় ॥
পরে যুগান্তীতে প্রভু মনেতে ভাবিয়া।
মোচন করিলা কলি আপনি যাইয়া ॥
অসত্য কালেতে হৈল সত্যময় হরি।
হরি দয়াময়ের বালাই লইয়া মরি ॥

দয়াময় নিজ নাম প্রকাশ করিতে।
কলি ছাড়াইতে চলে বলির পুরেতে ॥

ভেড়ারূপে বদ্ধ ছিলা কলি বলিপুরী।
মোচন করিতে মনে করিলা মুরারি॥
সঙ্গে করি রঙ্গে লৈয়া রাজা যুধিষ্ঠির।
ছলে চলে কুতূহলে বলির মন্দির॥
দ্বারে যাইয়া শ্রান্ত হৈয়া বসে বৃক্ষমূলে
কৌতুক দেখিছে তথা মনোকুতূহলে॥

ত্রিপদী

ব্রাহ্মণের খেত ছিল চষিতে অন্যেরে দিল
দিয়া দ্বিজ ঘরে চলি যায়।
স্বর্ণোদরী ভূমি তায় হাল্যা স্বর্ণপাত্র পায়
উচ্চ রায় দ্বিজেরে ফিরায়॥
ফির প্রভু হের আসি তব ভাগ্যে পুণ্য রাশি
ভাসি আমি আনন্দসাগরে।
ভূমেতে চষণমাত্র পাইয়াছি স্বর্ণপাত্র
ক্ষেত্র হৈতে নিয়া যাও ঘরে॥
ব্রাহ্মণ নিকটে আস্যা পাত্র দেখ্যা হাস্যা হাস্যা
বলে তখন কৃষাণর তরে।
আপনা অর্জ্জিত ধন পরে কর সমর্পণ
নিতে ইহা উচিত তোমারে॥
হাপা দিয়া কর্ণে হাত ঘন স্মরে বিশ্বনাথ
বলে চৈল বিচারের তরা।

তোমার ভূমেতে পায়্যা আমি ইহা নিয়া জায়্যা
কেনে হব নিজ ধর্ম্মহারা ॥
ভূম যার বিত্ত তার ধর্ম্মমতে এই সার
আর কথা শুনিছি শ্রবণে।
যজ্ঞভূমে চাষ দিয়া সীতাতে সীতারে পাইয়া
নিয়া দিল জনক রাজনে ॥
দ্বিজেতে কৃষাণে দ্বন্দ্ব শুনি দোঁহে হৈয়া ধন্দ
মন্দ মন্দ গমনে চলিল।
আসিয়া কতেক দূর পাইয়া বলির পুর
সুরপুর অভিন্ন মানিল ॥
ভেড়ারূপে কাল দ্বারে বান্ধা আছে কারাগারে
তারে দেখি রাজা জিজ্ঞাসিলা।
কলি দিখি যুধিষ্ঠির ভূমেতে রাখিয়া শির
মিনতিতে প্রণাম করিলা ॥
যোড় করি করদ্বয় কলি যুধিষ্ঠিরে কয়
শোন রাজা ধর্ম্ম অবতার।
বান্ধা আছি বহুকাল তবু নাহি হয় কাল
তুমি কর মোচন আমার॥
দাঁড়াইয়া শমন পথে ইষ্ট নাহি ছিল তাথে
সাথে নাহি ছিলেক দোসর।
অন্ত সানুকূল বিধি অযাচিত অমূল্য নিধি
উত্তরিলা দয়ার সাগর ॥
স্তবে তুষ্ট হইয়া অতি তারে দিলা অনুমতি
বন্ধনেতে করিতে মোচন।

হরিষে হরির সঙ্গে বলি সম্ভাসিয়া রঙ্গে
অন্তে কহি কলিবিবরণ ॥
ভেড়া একটা বান্ধা দ্বারে অঙ্গীকার কর তারে
মোচন করিতে মহাশয় ।
তারে বান্ধি কিবা ফল সে নহে সমান বল
নীচে রোষ দোষ অতিশয় ॥
কলিবৃত্ত শুনি বলি চক্রপাণি চক্রে ভুলি
আজ্ঞা আগে করিলা মোচনে ।
পাছে কহে রাজা তরে ভেড়া করি মান কারে
এই দুষ্ট কলি বিদ্যমানে ॥
ফলিল কৃষ্ণের যুক্তি কলি হৈল বন্ধে মুক্তি
শক্তি কার বাঁধা করে তারে ।
পুনঃ যুধিষ্ঠির হরি রথ আরোহণ করি
ঘরে চলে কহিয়া বলিরে ॥
দুই জনে এক রথে চলে হস্তিনার পথে
উপনীত পূর্ব্ব বৃক্ষমূলে ।
সেই স্থানে সে ব্রাহ্মণে সেই কৃষাণের সনে
সেই কথা বিপরীত বলে ॥
দ্বিজ বলে আমি নিব তোরে কেন ইহা দিব
পাইছিস আমার ভূমেতে ।
হাল্যা বলে পাইয়া আমি হইয়াছি ধনের স্বামী
তুমি কেটা হও ইহা নিতে ॥
রাজা শুনি একমনে জিজ্ঞাসে হরির স্থানে
কহ প্রভু বিচার ইহার ।

পূর্ব্বাপরে কেনে হেন নারায়ণে বলে শোন
এ সকলি কারণ তোমার ॥
তুমি ছাড়াইলা কলি তখনি বলিল বলি
এ সকলি তার অনুভব।
এবে ধর্ম্ম দূরে যাবে অধর্ম্মে সকল পাবে
দূর হবে পুণ্য কর্ম্ম সব ॥
ঘোর কলি জোর হৈয়া আপনার রাজত্ব লইয়া
অবিচার মজাবে সকল।
পাতকে পূরিবে ক্ষিতি লোক হবে দুষ্ট মতি
কুরীতে হইবে চলাচল ॥
বিপ্র হবে বিদ্যাহীন বেদ হবে অতি ক্ষীণ
হীন হবে পৃথিবী যজ্ঞেতে।
বাড়িবে নারীতে ভক্তি লইবে তাহার যুক্তি
অবিশ্বাস জন্মিবে মায়েতে ॥
মন্ত্রে অল্প অনুভব দুষ্ফলা পৃথিবী সব
অচৈতন্য হবে দেবগণ।
গাভী অল্প দুগ্ধবতী রবে কি না রবে সতী
ভ্রাতৃ ভিন্ন হবে ত্রিভুবন ॥
দ্বিজ সবে যত্ন করি কন্যা বর্দ্ধমানা করি
যত্নেতে রাখিবে নিজ ঘরে।
পতিরে দুর্ব্বাচ্য নানা বলিবেক নারী জনা
কটু ভাসি পাঠাইবে দূরে ॥
শুনিয়া হরির বাণী রাজা নিজ মনে গণি
সম্মুখেতে প্রত্যক্ষ দেখয়।

দ্বিজেরে কৃষাণ ধরি প্রচুর প্রহার করি
নিজ পুরে লইয়া চলয় ॥
দ্বিজ বলে কৃষাণেরে এহ তারে বারে বারে
দ্বন্দ্ব করি ঘরে যায় দোঁহে ।
পাপ চয় অতিশয় দেখি রাজা দয়াময়
মুমূর্ষু হইয়া চলে গৃহে ॥
কি করিবে কিবা হবে মনে সদা এই ভাবে
কথদূরে দেখে আগুইয়া ।
গৃহস্থে বিরোধ করি জননীরে কেশে ধরি
স্ত্রীকে তোষে আবেশে মজিয়া ॥
নয়ন আরক্ত করি জননীর কেশ ধরি
অলক্ষ্মিণী বলি দূর করে ।
বনিতা বিনীতা মানি পুরের লক্ষ্মী বাখানি
হস্তে ধরি ব্যস্তে নেয় ঘরে ॥
দেখি বিপরীত কাণ্ড স্ফুরিত লোচন গণ্ড
পাণ্ডব প্রধান চমকিয়া ।
আপনা কুকৃতি কার্য্য মনেতে করিয়া ধার্য্য
ভূমে পড়ে অপার্য্য মানিয়া ॥
গোবিন্দচরণে পড়ি রাজা যায় গড়াগড়ি
কেন হেন কৈলা ভগবান্ ।
জগতে কুরব হইল আমার অখ্যাতি রৈল
ইহা হতে মোরে কর ত্রাণ ॥
এ বলিয়া স্তব করে নয়ান ভরিছে নীরে
ধীরে ধীরে গদ গদ রবে ।
সুমতি সত্তের বাক্য শোনহ পুণ্ডরীকাক্ষ
লক্ষ্য নাহি তুমি পরে ভবে ॥

স্তব

নমঃ প্রভু নারায়ণ নিরাকার নিরঞ্জন
ভবভয় বিভঞ্জন হরি।
ভকতের শমন দমন ভয় নিবারণ
খণ্ডন শমন যমপুরী॥
সর্ব্বাঙ্গ সকল বিশ্ব ময় প্রভু জগদীশ
নিতান্ত ভকতবৎসল।
যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র নরেন্দ্র নগেন্দ্র চন্দ্র
আদি দেবতার মন্ত্রমাল॥
অচলা কমলাপতি রাখ তব পদে মতি
তুমি হে দিবসরাতিনাথ।
তুমি সত্য দ্বাপর ত্রেতা কলি নাম ধর
স্থল জল ধরাধর পথ॥
তুমি বিধি অবিদিত বায়ু দিগ্ কালাতীত
অসংখ্য অপরিমিত অংশ।
উৎপন্ন যাদবকুল আপনি নাশের মূল
ভাঙ্গিলা ভারতখল কংস॥
তুমি প্রভু বিশ্বম্ভর নারদাদি অগোচর
ব্যাস শুক পরাশর বেদ।
সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বহর্ত্তা ত্রিলোক জনের ভর্ত্তা
শুভাশুভ বার্ত্তাময় ভেদ॥
ভাবি এই শ্রীচরণ জয়ী সব ত্রিভুবন
নাহি আর কোন গুণ মোর।
তুমি হে অনাথনাথ সতত ভকত সাথ
বারিবাস মন হাত জোড়॥

তোমারে করিয়া স্তব পার নাহি পায় ভব
ষড় দরশন বেদ যত।
অপার গুণের লীলা তুমি বিশ্বময় শিলা
তুমি কালা রূপ হৈলা কত॥
তুমি যারে সমুকূল সেই ভবে পায় কূল
রিপু তার অনুকূল হয়।
আপনি যাহারে রোষ কর নাথ পায়্যা দোষ
জগভরি তারে তোষ নয়॥

আরে সদয় হৈলা কালা যারে।
পলাইল পাপ তাপ দূরে গেল জ্বালারে॥ ধুয়া॥

স্তবে তুষ্ট হৈয়া অতি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি
নিজমূর্ত্তি তখনি ধরিলা।
রূপে দশদিগ আলো নবীন নীরদ কালো
যে রূপেতে জগৎ পালিলা॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কটী পীতাম্বরে বদ্ধ
চারু চারি ভুজ মনোহব।
শ্রীবৎস কৌস্তুভধর বনমালা শোভাকর
দীপ্তি জিনি কোটী নিশাকর॥
প্রফুল্ল কমলে স্থিতি কিরীট মাণিক্যজ্যোতি
হিরণ্ময় অঙ্গ আভরণ।
কনককুণ্ডল কানে বামে লক্ষ্মী হৃষ্ট মনে
সরস্বতী করিছে স্তবন॥

জিনি রক্ত শতদল শোভা করে পদতল
ধ্বজাঙ্কুশ বজ্র বিরাজিতে।
নখ জিনি পূর্ণবিধু পালক সভার প্রভু
শুভ গুণ কি পারি কহিতে॥

সাবিত্রী গায়ত্রী সাথে চারি বেদ মনোরথে
ছন্দ সব সঙ্গেতে করিয়া।
সবে নিজমূর্ত্তি ধরি চারি পাশে সারি সারি
অধোমুখ মহিমা ভাবিয়া॥

দেখি চমকিয়া রাজা মানসেতে করে পূজা
হৃৎপদ্মে মণ্ডল করিয়া।
ভাবি বিশ্বময় হরি নয়ন মুদ্রিত করি
পূজে রাঙ্গা চরণ ভাবিয়া॥

পারিজাত প্রস্ফুটিত সুকদম্ববন কত
বসন্তের মন্দ বায়ু লভিয়া।
ব্রহ্মা আদি * * * * * *
* * * *॥

* * রত্নময় পবনে সুগন্ধ বয়
একে কালে সব ঋতু মিলিয়া।
কত কল্পতরু ছায় নানা পক্ষী গুণ গায়
শুনি কত কাম চলে ভুলিয়া॥

ললিত মালতী জ্যোতি কুহরে কুকিল মাতি
লবঙ্গ কস্তুরী ভালে সাজিয়া।
চারি ধাত্রী তরুবর বৃন্দাবৃক্ষ মনোহর
সুশ্বেত করবী শ্রেণী রাজিয়া॥

নত লতা মাধবীর সলিলে ললিত শির
বায়ু বেগে উঠে পড়ে হেলিয়া।
মধুকর মত্ত তায় পুষ্প ছাড়ি নাহি যায়
রৌপ্য যেন নীলমণি মিলিয়া॥

জলে পুণ্ডরীক গণ হেলে পায়্যা সমীরণ
গন্ধ দশ দিক্ আমোদিয়া।
তাহে কত ইন্দিবর কোকনদ শোভাকর
কুমদ কল্‌হার সরে ফুটিয়া॥

রতনমণ্ডপ মাঝে অতি মনোহর সাজে
চতুর্দ্বারে সুতরু রুপিয়া।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব সনে দেববধূ মধুপানে
নানা সুযন্ত্রেতে মন মোহিয়া॥

মণ্ডপে ত্রিলোকপতি নিন্দি কোটী রতিপতি
দ্বিভুজ মুরলী করে ধরিয়া।
শিখিপাখে চূড়া বান্ধা কুটিল কুন্তল ছান্দা
স্বকটীতে পীত ধটী পরিয়া॥

নব জলধরকায় দোলে বনমালা তায়
সুনীল কমলমুখে হাসিয়া।
ইন্দিবর সুনয়নে কাম মোহে ভুরু বাণে
রসদেব অঙ্গবনে বসিয়া॥

পদ করতল রক্ত নব রবি মেঘে ব্যক্ত
নখশশী তিমির আলো করিয়া।
দয়াতে ত্রিলোক ত্রাতা চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা
প্রিয় দয়াময় নাম স্মরিয়া॥

বামেতে শ্রীমতী শোভা তাহে কত মনোলোভা
গুণময়ী গুণাতীতে মিশিয়া।
ইন্দ্র আদি দেব সবে স্তুতি করে মৃদুরবে
ধনী পুলকিত গুণী বাসিয়া॥

রসময় কোলে পড়ি লক্ষ্মী দিয়া গড়াগড়ি
হাসি হাসি যায় প্রেমে খসিয়া।
বলে প্রভু কর গান সেই তাল সেই তান
যাথে প্রেমজলে যাই ভাসিয়া॥

দ্বারপাল দিগ্‌পাল দেখি দুহা স্তব গান
কর জোড়ে অধোমুখে থাকিয়া।
সঘনে রোমাঞ্চ কায় আনন্দে পুলক তায়
হরি স্মরি গুণ গায় ডাকিয়া॥

এইরূপে মনোমতে ভাবি রাজা হৃদয়েতে
নবরন্ধ্রে বায়ু বন্ধ করিয়া।
নানামত ব্যবহারে আদ্য পঞ্চ উপচারে
পুজে নিজ বাঞ্ছা পূরি ভরিয়া॥

জীব পরম এক হৈয়া কামনা রহিত হৈয়া
নিস্পন্দে সুকুম্ভ পূরিয়া।
নিজ মন-মধুকরে পড়ি পাদপদ্ম তলে
মূরছিত বাহ্য জ্ঞান ছাড়িয়া॥

আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী আদ্য
মধুপর্ক সমুখে ভরিয়া।
সুজলে করাইয়া স্নান বস্ত্র আভরণ দান
প্রতি অঙ্গে মনোমত পরাইয়া॥

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে গীত বাদ্য রত্নদীপে
আশা ভরি হরিপূজা করিয়া।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নয়ানে নীরের ধারে
মন করে পদযুগ ধরিয়া॥

সুপ্রত্যক্ষ বিশ্বময় তখনি রাজারে হয়
নারায়ণ কয় লীলা রচিয়া।
শূন্য হৈতে হৈল বাণী বরং গৃহু গৃহু শুনি
আঁখি মেলি ধর্ম্ম ওঠে নাচিয়া॥

নিবেদেন ধর্ম্মরাজ আর বরে নাহি কাজ
তোমার দর্শনে দয়াময়।
পাতকে পূরিল ক্ষিতি কলি হৈল দুষ্টমতি
নরলোকের কি হবে উপায়॥

কহে তখন ভগবান্ শুন রাজা পুণ্যবান্
এক রূপে কলি ধন্য হবে।
এই লীলা সম্বরিয়া সত্যনারায়ণ হৈয়া
আমি জীব নিস্তারিব ভবে॥

অনায়াসে মনস্কাম পূরাইব নিজ নাম
দয়াময় করিয়া প্রচার।
বিধিমতে যেবা নরে আমার অর্চ্চনা করে
সেই হবে ভবেতে নিস্তার॥

আশা পূর্ণ হবে তার দারা সুখ পারাবার
ধন পুত্র বাড়িবে সম্পদ।
রাজ্য ভূমি দোলা ঘোড়া শাল পট্টু খাসা জোড়া
দূরে যাবে সকল আপদ॥

আমি হব তার বন্ধু তরিবেক ভবসিন্ধু
মহৈশ্বর্য্য ভারতে লভিয়া।
পরিণামে আমা পাবে কহিল তোমাতে এবে
দৃঢ় মনে রাখহ স্থনিয়া॥

পয়ার

প্রশ্ন কৈল পুনঃ ধর্ম্মরাজ প্রভুতরে।
কম্পিত অধর অঙ্গ রোমাঞ্চ শরীরে॥
ত্রিলোকের নাথ প্রভু ভকতবৎসল।
কিরূপে তারিবা কলিকালেতে সকল॥
কি মতে কি পথে পূজা কর অঙ্গীকার।
কোন বেদোস্তব কোন মুনিতে প্রচার॥
আগম পুরাণ কিবা নিগমের মত।
কহ পীতবাস প্রভু ব্যাপক জগৎ॥
আজ্ঞা হৈল হইবেক সত্বরে প্রকাশ।
সঞ্চরিত বলি কলি চল স্বর্গ বাস॥
রাজারে প্রবোধ করি জগতের হরি।
উপনীত জগতেতে গিরিবরধারী॥
নারায়ণ প্রমুখতে হরিলীলা রস।
যে শুনে হইবে দয়াময় তার বশ॥
নিতান্ত দয়াল মনে দয়া করি অতি।
পদব্রজে স্থখে চলে জগতের পতি॥
পদে পদে পবিত্র ধরণী মনে মানে।
বলে এযে ভাগ্য মোর যোগীন্দ্র কি জানে

দেবগণ হাসে শূন্যে কৌতুক দেখিয়া।
কি লীলা করিলা নাথ জীবের লাগিয়া
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মন অগোচর।
ধীরে ধীরে হাটি চলে কৃপার সাগর॥
উপস্থিত আসি প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
হইয়া বৃদ্ধ ব্রহ্মণ তীরে তীরে ফিরে॥
গলিত অঙ্গের চর্ম্ম শশাঙ্কবদনে।
দুকূল করিছে আলো ভাস্করকিরণে॥
মস্তকেতে মনোহর শোভে শুভ্রকেশ।
ভগবান্ বস্ত্র পরা ব্রহ্মচারিবেশ॥
শ্বেত দাড়ি দীর্ঘ নখ বৈষ্ণব আচার।
ভালেতে তিলক শোভে গঙ্গামৃত্তিকার॥
মৃগচর্ম্ম কুশাসন কাখেতে করিয়া।
হরি হরি স্মরে তীরে ফিরিয়া ফিরিয়া॥
হেন কালে আইল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
জীর্ণ তনু অন্ন বিনে কপীন পরণ॥
জরা অতি যষ্টি হাতে কাঁপে ঘনঘন।
ঘনশ্বাস মন্দ গতি কাঁপে অনুক্ষণ॥
দণ্ডধরা মাজাদোলা চক্ষু পিছে তল।
হাঁটিতে হাপাইয়া পড়ে বলে জল জল॥
সঘনে বহিছে শ্বাস ঘন কাঁপে স্বর।
দুহাত কটীতে রাখা কথার নির্ভর॥
কর্ণে তুলা কতগুলা অস্থিচর্ম্মসার।
গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে মোরে কর পার।
ক্ষেণেতে নয়ান মুদি তটে দাঁড়াইয়া।
স্তুতি করে ক্ষীণ স্বরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া

চাহিয়া গঙ্গার পাঁনে ভক্তি করি কয়।
তার তাপ পাপবিমোচিনী ভবভয়॥

স্তব

গঙ্গে ত্রিভুবন-তারিণী।
অলস-কলুষ-তাপ-পাপ-বিমোচিনী॥ ধুয়।
নমো মাতা ব্রহ্মময়ী ত্রিলোকতারিণী।
চতুর্ব্বর্গ ফল জল কলায় দায়িনী॥
শম্ভুমৌলিবিলাসিনী দ্রব ব্রহ্মরূপা।
নাশহ জঠরজ্বালা জীবনস্বরূপা॥
কলির কলহভঙ্গ কলকল শুনি।
তরঙ্গে তরঙ্গ নাশ আসনে অবনী॥
ছলছল জলেতে কালের ছল নাশ।
তীব্রবেগে পাপবেগ সমূলে নৈরাশ॥
ত্রিপথগা তিনলোক পবিত্রকারিণী।
নানাবিধ শোক-রোগ-দুরিত-তারিণী॥
চতুর্বিধ মুক্তি সদা সলিলে ভাসয়।
তীরে বাসে স্বর্গবাস বেদের আশয়॥
শঙ্খ কুন্দ কর্পূর জিনিয়া তব বারি।
কুচ কুঙ্কুমেতে রক্ত করে দেবনারী॥
সগরবংশের কীর্ত্তিপতাকারূপিণী।
কর্পূরের উল্কাবর্ত্তে ত্রিদিবদীপিনী॥
গলিত দেখিয়া যারে তেজে নিজ মাতা।
তুমি গো তারিণী সেসকল লোকত্রাতা

নর পশু পক্ষী কীট মজিয়া তোমায়।
তুচ্ছ করে অমরনগরী রসে বায়॥
ভীষ্মের জননী দয়া কর নারয়ণে।
না হয় গমন যেন শমনভবনে॥
দ্বিজ দেখি নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলা।
কেবা তুমি কোন জাতি কোথায় চলিলা॥
এত ক্ষীণ দীন কেন কি কাজ কোথায়।
স্বরূপে সকল কথা বলহ আমায়॥
দ্বিজ বলে যারে বেটা মরিছি আপনে।
তাথে কেন জ্বালাইয়া ঘৃত দেও আগুনে॥
প্রভু বলে কেন বাছা ভাব বিপরীত।
তোমার দেখিয়া দশা বিগলিত চিত॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণে দিল নিজ পরিচয়।
শোক ধারা নয়নেতে অবিরত বয়॥
সদানন্দ নাম ব্রহ্মকুলেতে উদ্ভব।
ভাগ্যহীন হেন তিন লোকেতে দুর্লভ॥
অতিশয় সুদিন করিলে মোর বিধি।
মুষ্টিভিক্ষা পাই যদি তবে মানি নিধি॥
নিত্য ঘরে একাদশী সহা নাহি যায়।
আপন উদর নাহি ভরয় ভিক্ষায়॥
তাথে আর ব্রাহ্মণী এ লক্ষেতে লক্ষ্য।
দিনান্তে তাহারে নাহি দিতে পারি ভক্ষ্য॥
গিয়াছেন পিত্রালয় না পাইয়া ভিক্ষা।
আছে পাপ আয়ু তেই প্রাণ পায় রক্ষা॥
তাপে ঝাপ দিলে আমি নদী পায় শোষ।
নানা দুষ্কর্ম্মেতে ভগবান্ মোকে রোষ॥

ভরিছে উদর মাত্র এই বয়সেতে।
শ্বশুর আলয়ে বিহা রাত্রির প্রভাতে॥
মূষিক আমার ভাঙ্গা ঘরে মরে পড়ি।
মার্জ্জারে তাহারে না ধরিতে পারে লড়ি
লক্ষপতি কাছে গেলে মুখবেকা তার।
জলনিধি ভূমি হয় কটাক্ষে আমার॥
ব্রাহ্মণীর আইয়স্তের লক্ষণ মাত্র আমি।
কুলে বন্দি করিয়াছি তেই বলে স্বামী॥
সদানন্দ নাম নিরানন্দে গেল কাল।
না সহে শরীরে পীড়া উদর জঞ্জাল॥
ভাবিয়া উপায় কিছু না দেখি ভুবনে।
আসিয়াছি তাপনিবারিণীর চরণে॥
আপন মনেতে আজি করিছি নির্ণয়।
গোবিন্দ উপরে প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়॥
মজিয়া গঙ্গার নীরে জীবন ছাড়িব।
সহিতে বাড়বজ্বালা আর না পারিব॥
আমি মৈলে মরিবেক ব্রাহ্মণী অমনে।
তবু ভাল কিবা লাভ রহিয়া জীবনে॥
দরিদ্রের কথা শুনি দয়া জন্মে মনে।
ভগবান্ কহে কথা ব্রাহ্মণের স্থানে॥
আত্মঘাতী না হইও না মজিও জলে।
ব্রাহ্মণের আত্মহত্যা বেদে নাহি বলে॥
সুশীতল কর প্রভু বিপ্রহৃদে দিয়া।
সান্ত্বাইল ধীরে ধীরে শীতল কহিয়া॥
মধুর বাক্যেতে কহে শুনহে ব্রাহ্মণ।
কহি যে অপূর্ব্ব কথা তাহে দেও মন॥

আমি জানি পরম উপায় এ দশার।
তাহা কর তবে এই দুঃখ হবে পার॥
সত্যময় প্রভু কলিকালেতে প্রচার।
তানে ভাবি পূজ দ্বিজ লভিবা সংসার॥
অসত্য কালেতে তিনি হৈয়াছেন সত্য।
ত্রিলোকের হর্ত্তা কর্ত্তা কথার অকথ্য॥
সত্য আদি যুগে জপ যজ্ঞেতে নিস্তার।
হরি বিনে গতি নাহি কলিতে নিস্তার॥
সব দুঃখ বিমুখ ইহার সত্য এই।
দ্বিজে বলে কোন পূজা কোন দেব সেই॥
কোন মতে কোন পথে কোন বা আচারে।
কোন ফলে কোন ফুলে কোন উপহারে॥
নারায়ণ বলে শোন ফের নাহি বড়।
উপহার পারণা পারত ভক্তি মাত্র দড়॥
বিষ্ণুমন্ত্রে শ্বেত ফুলে তুষ্ট বড় তিনি।
রম্ভা চিনি আটা দুগ্ধ ভোগ দিবে আনি॥
পূর্ণভোগ সোয়া মণ প্রমাণ করিবে।
আটা চিনি দুগ্ধ সোয়া সোয়া মণ দিবে॥
সপাদ সহস্র কলা বিশ্বামিত্র হীন।
নিশিতে করিবে পূজা বর্জ্জিবেক দিন॥
গৌণকল্পে সোয়া সের প্রমাণ করিয়া।
সোয়া কুড়ি রম্ভা দিবে বিধান জানিয়া॥
শক্তি অনুযায়ী পূজা যেবা যেই পারে।
তুল্য তুষ্ট তাথে মূল ভক্তি সদাচারে॥
শর্করা সন্দেশ কিবা মিষ্ট অন্ন দিবে।
সোয়া মণ কিবা তার সাধ্য যত হবে॥

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে ভক্তিতে পূজিবে।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু আদি সকল ডাকিবে॥
যার যেই মনস্কাম মানিয়া তখন।
ভক্তিভাবে আরম্ভিবে প্রসাদ ভক্ষণ॥
প্রণাম করিয়া গুণ গাইয়া যাবে ঘরে।
নিশ্চয় মানসসিদ্ধি হবে হরিবরে॥
মহৈশ্বর্য্য হবে ইথে বলিলাম আমি।
কেনে বাছা প্রাণ দিবা ঘরে যাও তুমি॥
এ বলিয়া নারায়ণ অদর্শ হইলা।
না দেখিয়া পুনঃ দ্বিজ কান্দিতে লাগিলা
দেব অনুভব মানি ভিক্ষা লাগি যায়।
হরির মধুর বাক্য অন্তরে ধেয়ায়॥

ত্রিপদী

ভাবিয়া গোবিন্দ পায় ভিক্ষা লাগি দ্বিজ যায়
পাও নাহি পরশে ভূমিতে।
যে পথে যেখানে গেল শত গুণ ভিক্ষা পাইল
বস্ত্র নাহি রাখিবে কিসেতে॥

দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যাশী পাইয়া তণ্ডুল রাশি
লাগিলেক স্বপন গণিতে।
তণ্ডুল আড়াই সের অনুমানে পাইল ঢের
এ আনন্দ নারে পাসরিতে॥

ক্ষণেকে হাঁটিয়া যায় ক্ষণেকে খুলিয়া চায়
ক্ষণে নেয় দোকানে মাপিতে।
এইরূপে ভিক্ষা পায় আপন বাড়ীতে যায়
ব্রাহ্মণীকে ডাকিতে ডাকিতে॥
ডাক শুনিয়া ব্রাহ্মণী মুখে নাহি সরে বাণী
লইয়া গেল তণ্ডুল গৃহেতে।
করাইতে রাখিয়া সতী হরিষ অপার অতি
খুলে তণ্ডুল আনি পুলকেতে॥
নিরখি তণ্ডুলচয় ব্রাহ্মণী হাসিয়া কয়
প্রভু আজি যাত্রা সুপ্রভাতে।
ভাগ্যের উদয় এত ভিক্ষা উদরের মত
ঘটাইলা কোন সাহসেতে॥
দ্বিজ বলে ভাগ্যবতি আমি যে তোমার পতি
এতদিন নারিছ বুঝিতে।
ছিল মোর গ্রহ দুষ্ট তে কারণে এত কষ্ট
পাইয়াছ আমার যোগেতে॥
এবে গেল দুরদৃষ্ট আগত দিবস শ্রেষ্ঠ
দেখ কিবা করি খেমতাতে।
তুমিহ হইয়া স্থিরা পূর্ব্ব রীত কর ফিরা
সুনয়ানে চাহিও আমাতে।
হতভাগা না বলিও মুখবেকা না করিও
না গঞ্জিও শয্যাতে আসিতে॥
আজু যে দুখের রাতি পোহাইল পুণ্যবতি
আর দুঃখ না হবে নিশ্চিতে।
আর এক উপদেশ কহি শুন সবিশেষ
পাইয়াছি ঈশ্বর দয়াতে॥

কলিকালে অবতার হরি সত্যময় সার
হৈয়াছেন জীব নিস্তারিতে।
পূজার পায়্যাছি বিধি পাইবা মানস সিদ্ধি
দড় করি মান হৃদয়েতে॥

রাখহ তণ্ডুল অৰ্দ্ধ ডাকিয়া বালক বৃদ্ধ
কল্যি (?) পূজা করিব নিশ্চিতে।
শুনি চমকিয়া বালা অৰ্দ্ধ রাখে ঘটে তোলা
অৰ্দ্ধ নেয় হরিষে রান্ধিতে॥
কচি রম্ভা মূল সিজা তৃণ কাষ্ঠ সেহ ভিজা
তবু দ্বিজ যাইয়া উৎসারতে।
বান্ধে বুকে কর হানি বোলে যদি আগে জানি
প্রভু মোর এমন গুণেতে॥
তবে কিনা হাস্যা ডাকি আরক্ত বদনে থাকি
পানপাত্র না দিয়া মুখেতে।
করি নারায়ণ মত আড়াই সেরেতে এত
দয়া উপজিল হৃদয়েতে॥
না জানি কি লাগে ব্যথা সকলি কবির কথা
দারা সুত বন্ধু সবর্গেতে॥

কিবা করে লীলায় জ হরি লীলায়
পঙ্গু লঙ্ঘে ধরাধর নদী তরে শিলায়॥ ধুয়া॥

প্রভাতে উঠিয়া দ্বিজ যাইয়া ভিক্ষায়।
আনিলে প্রচুর ভিক্ষা পূর্ব্ব অপেক্ষায়॥
বি[illegible] দ্রব্য সব কিনিয়া আনিল।
দৃঢ় ভক্তি করি মনে দয়াল পূজিল॥

পাড়া-প্রতিবাসী ডাকি ভক্তি করি মনে।
হরির প্রসাদ দিল সবার বদনে॥
নৃত্য করি পুলকিয়া ডাকি নিজ জায়া।
বলে লও প্রসাদ হইলে হরিদয়া॥
আমি ভিক্ষুকের জুগা তুমি ছিলা চণ্ডী।
এখন মঙ্গলা হও অমঙ্গলা খণ্ডি॥
এইমত নিত্য দ্বিজে পুজে নারায়ণ।
অপার ঐশ্বর্য্য হইল রাজ্য ধন জন॥
দাস দাসী ধন ধান্য পুত্র ধরা ধর্ম্ম।
দরিদ্র দ্বিজের হইলেক আর জন্ম॥
যে পদে ভুবন ভ্রমি পড়িছিলে রেখা।
কত স্বর্ণ-পাদুকা না পায় তার দেখা॥
যে উদর জন্মে ভরেছিল একবার।
ঈষদুষ্ণ পায়সেতে অরুচ তাহার॥
যে কটীর কপীনেতে না রহিছে ধান্য।
সে কটীতে গরদ বসন নহে গণ্য॥
যে নারী মধুর বাক্য না কহিছে জন্মে।
সে নারী সেবয়ে পদ লাগাইয়া মর্ম্মে॥
তৃণের শয্যায় সুখ ছিল যে নারীর।
কুসুম-শয্যাতে সে রমণী নহে স্থির॥
যে নেত্রেতে সদা ছিল সলিলের ধার।
সে নেত্রে অঞ্জন মলা কণ্টক প্রহার॥
লাবু বীজ ছিলে যে দশন পাণহীনে।
সে মুখে না যায় পাণ কর্পূর বিহীনে॥
ভগ্ন কানি যে বক্ষের ছিল আচ্ছাদক।
সে বক্ষে মণির হার ক্ষেণেকে রুচক॥

নারায়ণ বচনে ভুবনে কিবা নয়।
তৃণ করে পর্ব্বত পর্ব্বত তৃণ হয়॥
একদিন নিশিতে পূজিছে দ্বিজবর।
অতি ভক্তি মনে করি সম্ভাব বিস্তর॥
জথে এক কাঠুরিয়া দরিদ্র অপার।
কাষ্ঠ লইয়া নগরে ভ্রমিলে বার বার॥
নারিকেলের কাষ্ঠ তার তুদৃষ্ট ফলে।
উপনীত সদানন্দ-পুরে সন্ধ্যাকালে॥
ক্ষুধাতে কাতর অতি না সরে বচন।
অতিথি দেখিয়া দ্বিজ দিলেক আসন॥
যতনে বসিতে বলে বচনে তুষিয়া।
বিনয় করিল গুরু অতিথ জানিয়া॥
কাষ্ঠ রাখি মাটীতে বসিল কাঠুরিয়া।
দেখে করে উপহার যতন করিয়া॥
পূজার সম্ভার দেখি জিজ্ঞাসিলে তথা।
সকলে কহিল হবে সত্য-সেব' এথা॥
অপার মহিমা শুনি ভক্তি উপজিল।
নিজ দুঃখ ভাবি মূলে কান্দিতে লাগিল॥
খাইতে আসিতে দিলে তাহা নাহি খায়।
বলে আগে প্রণাম করিব হরি-পায়॥
পূজা করি সবে বলে সত্যনারায়ণ।
ভক্তি উপজিল তার করিয়া দর্শন॥
ভাগ্য অনুসারে তার সাধু সঙ্গী হয়।
সাধু সঙ্গে ভক্তি মুক্তি কারণ নিশ্চয়॥
দৌড়াইয়া তথা যায়্যা করিল প্রণাম।
বলে অনাথেরে হরি না হইও বাম॥

খাইল প্রসাদ মনে কামনা করিয়া।
দুঃখ দূর কর মোর অনাথ জানিয়া॥
দুরন্ত দুস্কর দুঃখ না সহে আমার।
এইরূপে পূজা আমি করিব তোমার॥
এইরূপে স্তুতি করি প্রণাম করিল।
কেবল প্রসাদ খাইয়া রজনী বঞ্চিল॥
প্রভাতে মস্তকে করি কাষ্ঠ নিয়া যায়।
সে কাষ্ঠ চন্দনময় সৌরভে বুঝায়॥
তোলাইয়া আনন্দেতে দেখে কাঠুরিয়া।
রহিছে কাষ্ঠের বোঝা চন্দন হইয়া॥
আনন্দ হইয়া বেচে চন্দনের মূলে।
ঘরে যাইয়া সত্য-সেবা করে কুতূহলে॥
হইল মানসসিদ্ধি বৃদ্ধি হইল তার।
সর্ব্ব দুঃখ দূরে গেল ঐশ্বর্য্য অপার॥
কাঠুরিয়া এক দিন ভাগীরথী-তীরে।
বিস্তর সম্ভার করি সত্য-সেবা করে॥
হেন কালে এক সাধু সদায় হইতে।
আসি নিশিযোগে নৌকা লাগাল্য ঘাটেতে॥
সাত ডিঙ্গা বায়াম্ন জাহাজ সঙ্গে করি।
সুলভ বোতল কত বাঙ্গালা সারি সারি॥
গৌড় রাজ্যে বাস গিয়াছিল মহাচীনে।
বাণিজ্য করিয়া আসিলেক বহুদিনে॥
ধনপতি নাম সত্যবাদী সদাচার।
প্রধান কাণ্ডারী বিশ্বনাথ নাম তার॥
বৈশ্য জাতি নাহিক ধনের পরিমিত।
রাজতুল্য হস্তী রথ অশ্বেতে সেবিত॥

বহুমূল্য নানাদ্রব্য ভরি সব নায়।
কতদেশী কত বস্তু কহা নাহি যায়॥
মুকুতা মাণিক্য আদি রত্ন বহুমূল্য।
ইন্দ্রনীল পদ্মরাগ যার নাহি তুল্য॥
অয়স্কান্ত মরকত হীরা চুনি আর।
প্রবাল প্রবালস্তম্ভ কত ভারে ভার॥
স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র কাংস্য রাঙ্গ রস সীসা।
বিলাতী পুন্দদ (?) কতো যাতে রূপা সীসা
কাশ্মীরের শাল ও বানাত পাটুরাশি।
কর্ণাটী সোলতানি ছিট বিলাতী আরসী॥
সফরের লঙ্গ জাতীফল দারুচিনি।
জৈত্র (?) তেজপত্র সে কাফুর ভীমসেনী॥
এলাচী মরিচ আর ধূপের চাপড়া।
ইরাকী তুরকী আদি বহুমূল্য ঘোড়া॥
পৃথিবীর জিনিষের নাম লব কত।
হস্তিদন্ত চামর চন্দনকাষ্ঠ কত॥
ভারি নৌকা গঙ্গামধ্যে লঙ্গর করিয়া।
ছোট নৌকা আরোহণে তটে ওঠে গিয়া॥
দেখি নানা উপহার লোকারণ্য অতি।
ধীরে ধীরে সেইস্থানে সাধু করে গতি॥
গিয়া দেখে ঘটা বড় করে দেবার্চ্চন।
একমনে বলে সবে সত্যনারায়ণ॥
রাশি রাশি আটা কলা দুগ্ধ আর চিনি।
শ্বেত পুষ্প গন্ধ মাল্য পুঞ্জ পুঞ্জ আনি॥
ব্রাহ্মণ বরণ করি বসাইয়া আসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন বসন ভূষণে॥

নৃত্য গীত বাদ্য বাজাইয়া গুণ গাইয়া।
ষোড়শোপচারে পূজে নারায়ণে দিয়া॥
পূজা করি মনোনীত সাধু মানে বর।
ডাকি এক ভক্তজনে পুছে বৈশ্যবর॥
কোন্ দেব পূজ ভাই কি নাম ইহান।
পূজিলে বা কিবা ফল বলহ বিধান॥
কহিলেক মহিমার সকল কাহিনী।
হরি সত্যনারায়ণ কলিতে আপনি॥
পূজার বিধান যত দেখিলা বিদিত।
মনোরথ পূর্ণ হয় পূজিলে নিশ্চিত॥
নির্ধনীরা লভে ধন অন্ধেতে লোচন।
রোগী রোগমুক্ত পায় অপুত্রা নন্দন॥
করতান সকলে করিলে দড় জ্ঞান।
সকামী সকাম ভোগে নিষ্কামী নির্ব্বাণ।
শুনি ভক্তি উপজিল সাধুর অন্তরে।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম সাধু করে বারে বারে॥
ভাবিল মনেতে এই করিয়া ভকতি।
কোন্ অপরাধে মোর না হৈল সন্ততি॥
রাজ্যভোগ সুখ আর নানা ধনজন।
পুত্র বিনে পৃথিবীতে সব অকারণ॥
নন্দন নন্দিনী কিবা হউক সন্তান।
পূজিব মনের সাধে দেব ভগবান্॥
পুষ্প বান্ধা রাখি সাধু দেশে চলি যায়।
ভাবিয়া প্রভুর পদ রজনী পোহায়॥
প্রভাতে উঠিয়া বৈশ্য আনন্দ অন্তর।
নৌকা খুলিবারে বলে করিয়া সত্বর॥

কবি নারায়ণ বলে ভাবি নারায়ণ।
পাণ্ডতে শুনিতে কৈল নূতন বচন ॥

লঘু ত্রিপদী

বলে সদাগর খুলিতে বহর
খোল খোল রব হৈল।
কাণ্ডারী দাঁড়াইয়া গঙ্গারে বন্দিয়া
মাল্লারে দামামা দিল ॥
করিল গমন পিঠের পবন
শর হেন ছোটে নাও।
দেখিলে বন্দর আরঙ্গ নগর
জিজ্ঞাসে জিনিষ ভাও ॥
যায় এই মতে সদা ভাবে চিতে
সত্যনারায়ণ বন্ধু।
তুমি সে ভরসা পূরাও হে আশা
অনাথ দীনের বন্ধু ॥
গৌড় রাজ্য ধাম ধনপতি নাম
তাহে আসি উত্তরিল।
লাগে নৌকা ঘাটে লোক ওঠে তটে
মহা কোলাহল হৈল ॥
নানা বাদ্যভাণ্ড ভরিয়া ব্রহ্মাণ্ড
ঢাক ঢোল শিঙ্গা কাড়া।
কাঁসী করতাল শুনিতে রসাল
টীকরা সানাই ভেরা ॥

ধাইয়া আইল বালক যুবক
বন্ধু ইষ্ট মিত্র আর।
চাকর নফর করিয়া সত্বর
আইল কত কব তার॥
শুনিয়া এ ধ্বনি সাধুর রমণী
অমনি উঠিল ধাইয়া।
না সম্বরে বাস মুখে কত হাস
দিবা নিশি নাহি চিনে॥
বিগলিত কেশে আলুয়া আবেশে
ঘৃত দীপ জ্বালে দিনে।
না চলে চরণ করিতে গমন
হরিষে হইছে ভোলা॥
স্বর্ণ কুম্ভ কত ধান্য অবিরত
পূর্ণ করি রাখে পথে।
উপরে পল্লব দেখিয়া বল্লভ
সুদৃষ্টি করিবে মোকে॥
এই অবসরে দেখিয়া তাহারে
নারায়ণে ডাকি অতি।
সম্বর অম্বর প্রবেশ মন্দির
দ্বারেতে তোমার পতি॥
আইল সদাগর রসে গরগর
পামর সাগর ধনে।
নিজ সঙ্গী তুষি পুরেতে প্রবেশি
বসিল আঙ্গিনা স্থানে॥

বনিতা আসি বিনয়েতে ভাষি
ভাসাইয়া প্রণাম করে।
কাঁপে কলেবর সুখে থরথর
মুখে কথা নাহি সরে ॥
বিচ্ছেদের দুঃখ স্মরি অধোমুখ
কুচ পানে চাইয়া চাইয়া।
ঝর ঝর ঝর প্রেমে বারিধার
পড়িছে বদন বাইয়া ॥
শিরে বস্ত্র টানি দাঁড়াইয়া ধনী
বস বস বলে পতি।
অধরে মুচকি অন্তরে পুলকি
ভূমে বামে বসে সতী ॥
দাসীরা আসনে যোগায় যতনে
বামা তাথে নাহি বসে।
নানা আভরণ বিচিত্র বসন
ধনপতি দিছে রসে ॥
নিকটে আসিয়া আভরণ দিয়া
নিজ হাতে প্রতি অঙ্গে।
মৃদু পুরঃসর করি ধনেশ্বর
কথা কহে নারী-সঙ্গে ॥
আলাপে প্রলাপে মনসিজ-তাপে
কাঁপে কায় থরথর।
কটাক্ষে বীক্ষণ করি নিরীক্ষণ
দোহে হৈলা জরজর ॥

অধীর অধীরা হৈল লাজহারা
জরিত মদন-শরে।
মুচকি হাসিয়া মদনে তুষিয়া
ঠারে কহে খানি পরে॥
ধৈরজ সখাতে শিখাইয়া নিতে
উঠাইলা করে ধরি।
কি দিবে উপমা ধৈরজ-মহিমা
অঙ্কুশে ফিরিলে করী॥
ওঠে ধনপতি করি হৃষ্টমতি
ভোজনাদি কাজ সারে।
প্রহর রজনী অতীত করিয়া
উত্তরে শয়নাগারে॥
বসিয়া তথায় রমণী মোহিনী
করিয়া বিচিত্র বেশ।
অলকা তিলক সিন্দূর কাজল
পাটিয়া চাঁচর কেশ॥
অগুরু কুঙ্কুমে কুসুমের মালে
সাজিছে বিধান মতে।
রত্ন আভরণ কেয়র কঙ্কণ
শিঁথী কর্ণ ভূশলাতে॥
তাসের কিনারি সাড়া পরিধান
বদন পানেতে পূর্ণ।
দেখিতে তখন ধনপতি মন
মনসিজ হানে তূর্ণ॥

নিকটে বসিতে অঙ্গ পরশিতে
শিহরিলে দুহু অঙ্গ ।

কথোপকথনে চুম-আলিঙ্গনে
রতি মিলে পতিসঙ্গ ॥

সুখোদয় যত কহা যায় কত
পূরিল মনের আশ ।

রস-সরোবরে দুজনে মজিয়া
নিঙ্গড়িছে আর্দ্র বাস ॥

শ্রম জল যত বহিছে প্রচুর
আঁচলে খসিছে তায় ।

ভিজিছে বসন গ্রীষ্ম নিবারণ
করিছে দুজন বায় ॥

মনোমত কার রচন করিয়া
ভাঙ্গিছে রতির খেলা ।

রতি দূরে দেখি হইয়া মনোদুখী
ভাজিল মদনমেলা ॥

ঋতু অবশেষ আছিল বিশেষ
সাধন বসর ভাগে ।

হরির গঠন হইল বটন
ঘটন পতির সাথে ॥

রক্ত ভানূদয় কমলা প্রকাশ
সুখে টল টল ছিল ।

পাইয়া চন্দ্ররস হইয়া অলস
বদন মুদ্রিত হৈল ॥

বিধিরঙ্গ হেতু রক্ষা পাইল ঋতু
গর্ভচিহ্ন দিনে দিনে।
স্বলপ আহারা শয়ন-বিহারা
অরুচ অম্বল বিনে॥
অরুচ শরীর সদা ঢর ঢর
মন্দগতি হৈল মন্দ।
খসায় যতনে যত আভরণে
অঙ্গ দেখি লাগি ধন্দ॥
মৃদু ভাষিণীর মৃদু হৈল বাণী
ভূমাসন অবলম্ব।
সুখ ঋতু অন্ত দেখিয়া ভ্রান্ত
হইয়া ঢলে কদম্ব॥
মেঘের বরণে কাজলে নয়নে
পড়িল সুনয়নার।
নাহি পারে শির কারতে সুস্থির
বদনে উঠয়ে নীর॥
ফাটিয়া যৌবন উরেতে উরেতে
পড়িলেক শ্বেত রেখা।
পয়োধরোপরে বাড়িয়া কালিমা
কাল শির দিল দেখা॥
বিধাতা কনক কলস-কুচেতে
ভরিয়া পীযূষ ক্ষীর।
মৃনাল পাশেতে বান্ধিছে যতনে
লোকে বলে কাল শির॥

রিপুর নয়ন যেন নাহি লাগে
এই সাবধান মনে।
সে নীল বসনে বদন ঢাকিছে
নীল শির পাশ সনে॥
নিত্য নিত্য কত অলস বাড়িয়া
বায়ু বৃদ্ধি পায় অঙ্গে।
হরিষে দিবস করিছে অতীত
ধনপতি মনোরঙ্গে।
কহিছে কবিতে মধুর ভাষাতে
ইতিহাস সুভাষায়।
সাধু পুলকিত করে নানা রীত
অবলা গণয়ে দায়॥
নবম মাসেতে সাধুর রমণী
সাধে খায়ে পোড়া মাটী।
মাটীতে সতত বসন বসন
না রহে কটীতে আঁটি॥
শুভ দিন করি ননদী যা-গণে
সাধে সাধ দিছে সবে।
জরি সাড়ী হেন আভরণ দিয়া
বাদ্য জয়কার রবে॥
সিন্দূর তৈলেতে কেশ-বেশ করি
জিজ্ঞাসে খাবার সাধ।
আনাইয়া কতক বিবিধ বস্তু
সকলে মন উল্লাস॥

ভাজিয়া রোহিত মীনেতে ব্যঞ্জন
করিছে বড়ি মিশালে।
পটোল সহিতে ঈষদ ঝালেতে
যেন পেট নাহি জ্বলে॥
বেগুন সিমেতে শুলফা সম্ভারে
শুক্তানিতে ছিল মন।
মনোমত করি করিল রন্ধন
পরাণ করিয়া পণ॥
কত তরকারী মীন ভাজি সারি
কতেক ব্যঞ্জন আর।
পক্ক তেঁতুলে করিলে অম্বল
আমচূরে তিলে আর॥
যতনে রন্ধন করি রামাগণ
সাধু খাওয়াইছে সুখে।
পায়স পিষ্টক বোল অম্ল কত
নারীর না রোচে মুখে॥
শর্করা সহিত দধিখণ্ড কত
পাথর খুরিতে দিছে।
সন্দেশ দুগ্ধ রম্ভা আদি ফল
নারী না না না বলিছে॥
তিক্ত শাক ঝাল অধিক তাহারা
বুঝিয়া না দিলে তায়।
অলসেতে ধনী ধীর ধীর করি
সাধে সাধে চুকা খায়॥

উঠিল সাধুর রমণী খাইয়া
বিষাদ মনেতে সাধ।
তাম্বূল খাইয়া বন্দে গুরুজন
হাঁটিতে গণে প্রমাদ।
সাধুর রমণী নব গর্ভ-ভয়
সদা চমকিত মন।
পাণ্ডুর বদন নত করি সদা
ভাবে কি হবে কখন।
ধনপতি আসি ভাবনা দেখিয়া
কৌতুক করিছে কত।
বামাজনে বন্ধ্যা কেমনে জানিবে
গর্ভের বেদনা যত॥
এই মতে গত হৈল দশ মাস
উদর দেখিয়া বড়।
মাজার বসন ফেলি ধাত্রীগণ
বলে হবে কন্যা দড়॥
শুভক্ষণে তাহে মোচন হইল
গর্ভ হতে ভাগ্যধরা।
জন্মিল নন্দিনী ভুবন-মোহিনী
কোলাহল ভরে পুরী॥
শুনিয়া সম্বাদ শুনি সদাগর
ঈষদ বিষাদ হয়।
বুঝায় সকলে না ভাবিয় মনে
অপুত্রার এত নয়॥

নাচিল মনেতে তোমার ঘরেতে
এ জন্মে জন্মিবে ইহা।
দশ পুত্র সমা শুনিয়াছি তনয়া
সুপাত্রেতে দিলে বিহা॥
শুনি ধনপতি করি ত্বরা অতি
দুহিতা দেখিতে যায়।
ধান্য দূর্ব্বা রত্ন তাতে করি যত্ন
করিয়া বদন চায়॥
পুলকে পূরিত সদাগর-চিত
দুহিতা দেখিয়া হৈল।
মান তৈল কত ধন অবিরত
দ্বিজবরে দান কৈল॥

পয়ার

এইমতে সদাগর আনন্দিত মনে।
দান ধ্যান উৎসব করিছে দিনে দিনে॥
সাধুর রমণী সূতিকায় অতি ক্ষীণা।
হইল অজ্ঞানে তবু অতিশয় দীনা॥
বৈদ্য আনি ঔষধ প্রয়োগ করে কত।
ঝিণ্টী আদি পাচনেতে অনুপান-যুত॥
এইমত কত কত প্রয়োগ সেবাতে।
রোগে মুক্ত সাধুবধূ হইলা তাহাতে।
পঞ্চ মাসে দুহিতার মুখে অন্ন দিলা।
মনের সাধেতে নাম সুনেত্রা রাখিলা॥

সপ্তম বৎসরে চূড়া করি সমাপন।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে কত দিছে আভরণ॥
শিরে মণি ভালে টীকা মুকুতা-রচিত।
মতিদোলা কর্ণভূষা বেশ সুশোভিত॥
কেশে জাদ তিনথরি মীনাকার করি
দিল গলে গজমুতী মালা দুই সারি॥
রতনে রচিত ডালি চাপ কলি তায়।
মুক্ত পাঁচ লহরীতে আন্ধার পলায়॥
মধ্যে মণি-জড়া জোড়া হাঁসলা তাপরে।
হীরার ধুকধুকি পরে পরে দিলে উরে॥
রত্নতাড় ভুজবন্দ পঁহুছি কঙ্কণ।
মন্দিলার স্বর্ণ বাজু জড়িত রতন॥
কটীতটে কোন রূপে দিয়াছে ছিকল।
ভাঙ্গে ভাঙ্গে বলি সদা জননী বিকল॥
পায়েতে গুজরি বাঁক পঞ্চম নূপুর।

⁂ ⁂ ⁂ ⁂

পঞ্চমের বাজে পঞ্চ স্বর চমকিত।
পদ বিন্যাসেতে কত পণ্ডিত মোহিত॥
মাতা তুল্য কন্যা রূপে গুণে শীলে ধর্ম্মে
পদ্মরাগ আকরেতে কাচ কোথা জন্মে॥
দিনে দিনে সুনেত্রার প্রবৃদ্ধ যৌবন।
গণ্ড বুক বদনের প্রফুল্ল দর্শন।
ক্ষীণ কটী মিস্ট কথা চঞ্চল নয়ন।
হেরি ধনপতি করে বিবাহ ভাবন॥
সুনেত্রার মূর্ত্তি পটে লিখিয়া সুন্দর।
ভাটে দিয়া বিদায় করিলেক সত্বর॥

যোজনা করিতে কাল হইল বিস্তর।
লাবণ্য বসতি কৈল অঙ্গে সুনেত্রার॥
মহীপাল মদনের অমোঘ আজ্ঞায়।
লাবণ্য বসতি কৈল সুনেত্রার কায়॥
প্রবল যৌবন অঙ্গে প্রবল লাবণ্য।
কিরণ জিনিলে জম্বুনদের হিরণ্য।
সুনেত্র শিখিলে তাহা খঞ্জনচাতুরী।
বদনে হরিলে কলানিধির মাধুরী।
সীমন্তে নির্ম্মল হৈল ভুরু শিখে ভঙ্গি।
কটাক্ষে হানা শিখিলে তরঙ্গা॥
পীযূষ মিশাল অতি হইল বচনে।
করীন্দ্রগমন পর লইল গমনে॥
ভুবনমোহন রূপ বর্ণে কার সাধ্য।
তুষ্ট আছে সরস্বতী সদা যার বাধ্য॥
উপমান সকলের উপমা কি দিব।
কবির কবিতা নহে উৎপ্রেক্ষা বলিব॥
যে পারি কিঞ্চিৎ কহি রূপের গরিমা।
পুষ্পদন্ত বাক্যেতে সতী পরিণামা॥

রূপ-বর্ণনা

কুটাল কুন্তলভার বন্ধন শঙ্কায়।
নিতম্বে পড়িয়া পদ ধরিবারে ধায়॥
নীল সরোরুহ আর জিনি নীলোৎপল
সি নয়ন দেখিয়া তারা প্রবেশিল জল

আছিল মদন মদ লইয়া ধনুর্ব্বাণ ।
এ কটাক্ষে ভব ভোলে হরি গিছে মান ।
অঙ্গ লভি অনঙ্গ দেখিত যদি জ্যোতি ।
অবশ্য করিত তবে রতির বিরতি ॥
রতিপতি বিরহেতে কাতি দিত গলে ।
তাপে দগ্ধ হৈল কাম হর কোপানলে ॥
স্থির দীপশিখা যেন তেন নাসা সাজে ।
ওষ্ঠাধর পক্ক বিম্বফল সম রাজে ॥
দন্তাবলী কুন্দকলি করিছে প্রকাশ ।
ঈষদ প্রফুল্ল পদ্ম জিনি সুধা হাস ॥
হাসে নাশ যোগীর তপস্যা হরা করে ।
হাস্যচ্ছলে অধরে কি অনঙ্গ বিহরে ॥
মরিয়া সাধু হিংসা খল নাহি ত্যজে ।
খল খল হাস্যেতে ভুবন মোহে লাজে ॥
লাবণ্যের চিহ্ন প্রতি অঙ্গেতে ব্যাপক ।
উরসে উদিত যুগ কদম্ব কোরক ।
স্বয়ম্ভু উদিত দেখি ভ্রমে রতি ওরে ।
পতি পোড়া ভ্রমে পূজা করিয়াছে শিরে ॥
সে কারণে কুচ পরে পৈল কাল চিহ্ন ।
বৃথা অভিমানে হয় দাড়িম্ব বিদীর্ণ ॥
বাহু যুগ শোভে যেন মৃণাল বলনি ।
কহিবার কথা তাহে কোথা যে লাবণি ॥
যে বাহু পাশের বান্ধ হররিপু চায় ।
আলিঙ্গনে অনঙ্গ পুন না অঙ্গ পায় ।
নবীন পল্লব ছিল করের উপমা ।
কাঁপে শুনি বায়ুমুখে হস্তের মহিমা ॥

অঙ্গুলি চম্পক কলি নখ বিধুবর।
নিরাপদ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক সুন্দর॥
মহেশডমরু কটী ত্রিবলির পাশে।
বান্ধিয়াছে বিধি দৃগ পথ গতি ত্রাসে॥
নাভি কূপে ছিলেরে নবীন ভুজঙ্গিনা।
ঊর্দ্ধে চলিছিলে ইতে পবন ভুঞ্জিনি॥
খগপতি চঞ্চু সম দেখি তার নাসা।
কনক গিরির মাঝে করিলেক বাসা॥
নিতম্ব করীন্দ্র কুম্ভ সুকদলী উরু।
উপমা কি দিব তার মদনেতে গুরু॥
কোকনদ সম্পদ্ সেবিত পদতল।
চরণ রাজিত যেন কমল কোমল॥
সুনখর কিরণে চন্দ্রের কর নিন্দে।
তুমি ক্ষীণ নীতি আমি পূর্ণ মহানন্দে॥
অসম্ভব রূপ দেখি লোক চমকিত
বলে শাপভ্রস্ট কি অপ্সরা উপস্থিত।
স্বর্গ হতে দেবদত্ত বরে ভর করি
আসিয়া হইল ধনপতির কুমারী॥
যে দেখিছে এইরূপ করয়ে সূচনা।
কে বুঝে বিচিত্র চক্রপাণির রচনা॥
ইতিমধ্যে যোজনা করিয়া ভাট আসে।
কহে সদাগরে শুদ্ধ ভাট নিজ ভাষে॥

ভাট-ভাষা

জয়ও জয়ও মঙ্গল তেরা।
ভাট্ট পট্ট নিয়ে আয়া ফেরা॥
ছোন সদাগর বচন হামারি।
কাহাঁ বাখানে ভাগ তোহারি॥
লচমী অংছা কোয়ারিকা তেরা।
পট্ট নিয়ে দূর দূর মে ফেরা॥
ইয়হ রূপ ছমালয়ে পায়া না কাহি।
নজর কিয়া বর জাহি জাহি॥
দেছ বিদেছ অনেক দুঃখ পায়া।
দিয়ছ রয়ণ চল চলত গোঁয়ায়া॥
অও ছাপ্যা কেছে [রহে] ধনেছ।
তব কুছ অওর জানাও ছন্দেছ॥
নগর চম্পকসে সব আয়া।
রতনপতি পর আতেহি পায়া॥
ঠারেহি দ্বারে আহিন জানাও।
কিবত্ত ভাগ বরণ ছোনাও॥
ওয়াকর চন্দমা ভাল কোয়ার।
আচানক দৃষ্টি পরি গেও মার॥
দেখ নয়ন বচনহি বহি।
মোখ এক বাখান মে কত কহি॥
কা বরণ ছব রূপ অপ্রূপ।
অনঙ্গ অঙ্গীকে অঙ্গ ছরূপ॥
গোনা পারাও আর মোকে জেছ পাও
ছোগল নাহি জো বোল ছোনাও॥

রত্নপতি ছঙ্গ বাত চালায়া ।
পুত্রিকা পট্ট কোয়ার দেখায়া ॥
দোরগ দেহনে ভঙ্গি তোমারি ।
বালী অমৃতছি ছোন হামারি ॥
কৌন ঘড়ি পল ছেন হতা ।
বছহি বছ গেয়ে ঠেক কথা ॥
মগন ভয়ে অতি চেত্রকো দেখে ।
মপা রূপকো লছমি লেখে ॥
জেয়েছেহি কুমার আচ্চরজ রূপ ।
তেহে কুমারী যোগ্য ছরূপ ॥
তবহি মঙ্গল বচনা বচে ।
ও পয়াচক ছাগর দুঃখ ছরেছে ॥
পাতি দিয়া বিদা মুজে ফিনে ।
দেখয়ো ওর সধন যো মজে দিনে ॥
ছোচিভ্য করো আব ছোন ধনেছ ।
কত কেবথ কে কুদাতা ধনেছ ॥
হৃদে কোছ হোচ নাহি করে ।
ছোভ হেন কবৌ ছোভ লগ্ন ধরে ॥
কুমারিকা চাট্টিকো লেখকে স্যায়ো ।
দেখো নয়নমে বোল ছো যাও ॥
কা করিহৌ বেধ নবেছ নাহি ।
উখাছ খিগুণ ছিখা না কাহি ॥
গমন মার গতে ওছে স্যাতে ।
অনিরুদ্ধ রূপ তোমে দেখ নাতে ॥
মনহা পুরনথা তব ঘোরা ।
খিরজ ধর যব বি একো হোরা

মহারাজা ধিরহ বাণ কুমারী ;
মনোহ রূপতে পুত্রী তোহারি ॥
বিধি ইহ কারণ রচনা কিয়া ।
মদন নন্দন অমূল্য নিয়া ॥
আপনা প্রভুতাই জেতে বহে ।
তেয়ছে কর যেছে নাম রহে
দোন ছোনা ছোগন্ধ ছমান ।
গন্ধমদন হে ইহ মোঝে দান ॥
কবি নারায়ণ কহবক কহে ।
কেশব পূজন খণ্ড বহে ॥

পয়ার

শুনি ভাটমুখে সাধু অমৃত বচন
প্রসাদ করিলে ভাটে করের রতন ।
বালকের পট্ট দেখে হইয়া হরষিত ।
দেখিল অপূর্ব্ব মূর্ত্তি মনের বাঞ্ছিত ॥
প্রথম বয়স নব যুবক পুরুষ ।
হেরিতে পলায় দুঃখ নয়ন কলুষ ।
ঋতু বিধু বৎসর বয়েস শাস্ত অতি
জানিবে পণ্ডিত সবে অঙ্ক বামা গতি ॥
নব গোঁপ রেখা জিনি ভ্রমরের পাখা ।
শশীতে কলঙ্ক যেন সদা যায় দেখা ॥
তার্কিকে দেখিলে এই অনুমান করে ।
সুধাকর-সুধা লাগি নাগ নাকি চরে ॥

দেখিতে সাক্ষাৎ যেন স্বরূপ মদন ।
কন্যা তুল্য বর কিবা ধাতার ঘটন ॥
সকলের মনেতে যেমন ছিল সাধ ।
তেমতি ঘটিল বর বিধির প্রসাদ ॥
অপার হরিষে সাধু উঠিল ত্বরিতে ।
জরি জোড়া ঘোড়া দান করিয়া ভাটেতে ॥
পুরী মধ্যে বামাগণে শুনি সমাচার ।
আনন্দেতে দিল বহু বহু জয়কার
রত্নপতি পত্রের উত্তর লিখি ত্বরা ।
পাঠাইল পুন লোক দড় কাজ করা ॥
লগ্নপত্র নির্ণয় করিতে পাঁজি দেখে ।
পাইলেক ভাল দিন চব্বিশা বৈশাখে ॥
শুভ লগ্ন কৈল যেন নাহি ঘটে খেদ ।
বর্জ্জিলেক খর্জ্জুরাদি সপ্তশলা ভেদ ॥
জ্যোতিষা করিল লগ্ন শুভক্ষণ চাইয়া ।
কুলের বিচার কৈল ঘটক আনাইয়া ॥
আদান প্রদান নাহি তুল্য দুই ঘর ।
শুনি তুষ্ট পরস্পর দুই সদাগর ॥
কন্যা দেখিবারে আইল তথা হৈতে ধাই ।
কত বস্ত্র কত লোক সঙ্গে সীমা নাই ॥
কন্যারূপ দেখি সবে হইল বিস্ময় ।
পরস্পর হৈলে মন বিহা হৈলে হয় ॥
মূল ভবিতব্য ছিল ঘটনা হইল ।
বিত্তপণ করি দোহে সস্তার করিল ॥
লগ্নকালে উপস্থিত সাধু রত্নপতি ।
বর সঙ্গে করি উপস্থিত হর্ষমতি ॥

জ্ঞাতি ইষ্ট কুটুম্ব বান্ধব বন্ধু যত।
সঙ্গে আর ঘটা বিস্তারিয়া কব কত॥
দুই দিগে তুলা ঘটা সমৃদ্ধি অপার।
কার সাধ্য বর্ণিবারে বিশেষ বিস্তার॥
দুই দিগে নানা বাদ্য কোলাহলময়।
শুনিতে বধির দিবাকরের তনয়॥
ইন্দ্র জাল্যা বহুরূপ বাজাইয়া বাঁশী।
নর্ত্তকী নর্ত্তক কত স্বদেশী বিদেশী॥
বাহিরে বিশেষ ঘটা কহিতে বিস্তার।
অন্তঃপুরে ধর্ম্ম শেষ করে স্ত্রীআচার॥
চতুর্দ্দিকে মহাসভা করি হরষিতে।
শুভক্ষণে বর নিল পুরীর মধ্যেতে॥
রত্নপীঠে বসে রত্নপতির তনয়।
নিরখিতে অঙ্গ হয় অনঙ্গ বিস্ময়।
কুমারীকে আইও সবে সাজাইয়া পরে।
হরীতকী বান্ধি দিলে উত্তরী অম্বরে।
নতশিরা জননীকে প্রণাম করিছে।
চন্দ্রমুখধরি বলি চুম্বিয়া বলিছে।
যার লাগি ছিলা বাছা দেই গো তাহারে।
জনম গোঁয়াইও সুখে শঙ্খ সিন্দূরে॥
নিজ পতির সুদৃষ্টিতে কাটাইও কাল।
শশা হেন শুনুক শাশুড়ী কথা ভাল॥
ননদি যা-গণে যেন প্রাণতুল্য দেখে।
শ্বশুর দেবরে নাহি * * ॥
হে ধর্ম্ম তোমারে আমি সাক্ষী করি কই।
সুনেত্রার ইহা হয় যদি সতী হই॥

এ বলি জননী বহু আশীর্ব্বাদ কৈল।
চারি ভিতে আইও সবে জয়কার দিল॥
বাহিরে আনিয়া কন্যা বরের সাক্ষাতে।
বসাইল সভামধ্যে স্বর্ণ-আসনেতে॥
পুরোহিতে বেদবিধি নানা রীত করে।
দুই সাধু সুখে ভাসে আনন্দ-সাগরে॥
ধনপতি করিলে আপনি কন্যাদান।
জানি বিচক্ষণ মতে বেদের বিধান॥
সবে বলে একত্র দেখিয়া কন্যাবর।
রতি নাকি মদনেতে পুনঃ স্বয়ম্বর॥
কন্যা তুল্য বর বর বর তুল্য কন্যা।
কিবা ঘটিয়াছে বিধি ধন্য ধন্য ধন্যা॥
মুখ-চন্দ্রিকাতে হইল শুভ বিলোকন।
পরস্পর কটাক্ষেতে দোহার দর্শন॥
প্রেমের অঙ্কুর উপজিল দোহার মনে।
ধন্য ধন্য ধন্য প্রেম সুজনে সুজনে॥
সম্প্রদান পাণিগ্রহণের কাল পরে।
গোত্রান্তর করে সাধু হরিষ অন্তরে॥
প্রচুর দক্ষিণা পুরোহিতে দান করি।
প্রতি রোমকূপে উঠে আনন্দ-লহরী॥
আশাওরি (?) শাড়ী পরিধান সুনেত্রার।
আলোকনে দূর হয় মনের আন্ধার॥
সবস্ত্রালঙ্কারে সাধু কন্যাকে অর্চ্চিয়া।
জামাতা মাধব ভাবি দিলে সমর্পিয়া॥
বেদবিধি নীতি অবসান কাল পরে।
লাজহোম সাঙ্গ করি দোহে গেল ঘরে॥

ধনপতি-বধূ তথা জামাতা দেখিয়া।
নিজ ভাগ্য মানি পড়ে আনন্দে খসিয়া॥
স্ত্রীগণে নিজ রীতি করিয়া বিস্তার।
পুনঃ পুনঃ দিলে বহু জয়-জয়কার॥
মিষ্ট অন্ন জলপান করাইয়া বরে।
শয়ন-মহলে নিলে পালঙ্ক উপরে॥
সুভক্ষণে কুমারীকে সখীগণে মিলি।
বর-বামে বসাইল দুর্গা দুর্গা বলি॥
বসিলে নাগর-বামে নাগরী কাঁপিয়া।
আশাওরি শাড়ী-মাঝে শরীর ঝাঁপিয়া॥
সুনেত্রার দেখি শোভা ঘুরাইয়া নয়ন।
হরিষে ধনেশ ঘরে করিল গমন॥
সখী-সঙ্গে অতি শোভা দেখিয়া দোহার।
আপন আপন কর্ম্ম নিন্দে বারে বার॥
ধিক্ লো মেনে মো সবার জীবন যৌবন।
বিধি কেন হেন পতি না কৈল ঘটন॥
পরপতি সঙ্গ হৈলে পাপ অতিশয়।
পুণ্য বাসি মানি যদি ইহার সঙ্গ হয়॥
এই মত অনুতাপ ভাবি সখীগণে।
ঘনশ্বাস ছাড়ি চলে আপন ভুবনে॥
শূন্য ঘরে যুবক যুবতী রাখি চলে।
বর বলে আইল প্রাণ বামা চলে গেলে॥
বিধুমুখী অধোমুখী আঁখি নাহি তোলে।
হিয়া ধক্ ধক্ করে তিতে ঘর্ম্ম-জলে॥

সখীরা দোহারে রাখিয়া চলে।
বরে কয় কথা চাতুরী ছলে॥
ঘরে যাই মোরা সকল সখী।
সাবহিতে শুইও মুদিয়া আঁখি॥
ঠাকুরঝি মোর কাতর ঘুমে।
জাগে বা তোমার আনকা ধুমে॥
ভয়ে ভীতু অতি তুষিয়া রাখ।
যাই মোরা তুমি চকিতে থাক॥
রসিক নাগর সাধুর সুত।
রস জাগে কত সুগুণযুত॥
রস রসনাতে রসের বোল।
হেরিয়া পদ্মিনী-চিত বিভোল॥
মধুর ভাষেতে বলিছে রসে।
থাক না ঠাকুরঝিয়ের পাশে॥
চকিতে রহিতে আঁখি ঘুরায়।
আনে দিতে চকি ঘটিবে দায়॥
এত ভয় জানি কেমন হয়।
বিহা দিতে ছিল ভাঙ্গিয়া ভয়॥
চাতুরী শুনিয়া খল খল খল।
হাসি সখীগণ ঢল ঢলা ঢল॥
ফিরি ফিরি চাহিয়া সখীরা যায়।
বালা মনে গণে বিষম দায়॥
অশেষ রসেতে রসিক ধীর।
দেখিতে রমণী ধীর অধীর॥
ভাবিয়া চরণ বলিছে রসে।
ভাল অবিচার দেখি এদেশে।

চাঁদ পাইয়া দেখি কুমুদী ঢলে।
চাতকিনী রোষে জলদ জলে॥
চকোর-ভয়েতে লুকায় বিধু।
ভ্রমরে নলিনী লুকায়ে মধু॥
কোলে শুইলে গুণ না পায় জানা।
ভাল গুণবতী এ গুণপনা॥
শুনি ভাবি মনে কুমারী মানে।
ঠৈকা গেল ভাল বাচাল সনে॥
লাজে ভয়ে জরজর হইয়া।
আঁটিয়া বসন রহে শুইয়া॥
এত যতনে না হইল কথা।
বর ভাবে হৈল বচন বৃথা॥
না কহিবে কথা সহজে দেখি।
ফিরি কহে কথা অমিয়া মাখি॥
মৌনব্রতে নাহি তোমার মন।
যে কহাবে কথা তার এধন॥
এ বলিয়া ফুলমালা ধরি।
মেলি গারে কত সারি সারি॥
মালা সারি সারি পড়িছে রঙ্গে।
মদনে বসন রতির অঙ্গে॥
ফুল দাম ঘন পড়িছে গায়।
বালা জ্বলি আড় নয়নে চায়॥
উঠিয়া বসিলে যাইতে চলে।
বর ধরি আনে করিয়া কোলে॥
মিনতি করিয়া ধরিয়া করে।
বসাইয়া বর পালঙ্ক উপরে॥

করে ধরি কর কত যতনে।
বালা দেয় বাস টানিয়া বদনে ॥
পতি বলে মুখ দেখিয়া প্রাণ।
আইল তাথে কথা সুধার সমান ॥
কৈলে বাঁচে তব পতি শুনিয়া।
নহে কি করিবে এ রূপ নিয়া ॥
প্রমদা শুনিয়া গণিছে দায়।
দেখি মরে বাঁচে জীয়ে কথায় ॥
অনেক যতনে কোকিল রায়।
বলে এত কিবা ঠেকিছ দায় ॥
সুধায়ে যে সেচিত এতেক ভাষ।
শুনিয়া বরের বদনে হাস ॥
বলে কি বলিলা ফিরিয়া শুনি।
নত শিরে শোনে বসিয়া ধনী ॥
পুন আর কিছু কথা না বলে।
নাগর ঝাঁপিয়া ধরিলে গলে ॥
একি একি বলি রমণী রোষে।
চুপ্ চুপ্ চুপ্ নাগর তোষে ॥
ক্ষেণে কোলে রহে ক্ষেণে ছাড়ায়
বালা পলে পলে চপলা প্রায় ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে কথা কহে মধুর।
শুনি চুম্বে মুখ বর চতুর ॥
উরেতে কনক কাঁচলী খাসা।
কনক কমল কাঁচলী কসা ॥
নাগর জোরেতে ছিঁড়িলে তায়।
নারী কুপি করে ঢাকিতে চায় ॥

স্বপনে যে কুচে কর না জানে।
তাথে পৈলে কর বিষম মানে॥
কবি বলে বধূ ভয়ে কি মরে।
পড়িলে মদন রাজার করে॥
এই রূপে কত রসে বিরসে।
ভ্রমর বকুল কলিতে পশে॥
মরি মরি নারী করিছে রোল।
পতি কানে না শোনে বোল॥
ছল ছল আঁখি বহিছে বারি।
বলে কি পাইবে পরাণে মারি॥
দেখে না নিদয় হৃদয়ে লোক।
মানিছে হরিষ আমার শোক॥
করী রসে পড়ি নলিনী ত্রাসে।
কাঁপি হেলি ঢুলি জলেতে ভাসে
বারণ বারণ হইল মনে।
পূরবে নেহারে রমণী ঘনে॥
বর ছাড়ি রসে পালঙ্কে বসে।
বালা ঢাকে দেহ সারিয়া বাসে॥
অঙ্গে দরদর ঘামের ধার।
নখাঘাতে লাগি জ্বলে অপার॥
দশন নখরে তনু বিদীর্ণ।
হেরি নিজ অঙ্গ অঙ্গনা শীর্ণ॥
বারে বারে দেখে তনু নিরখি।
নবীন ফুটিত পলাশ শাখী॥
প্রবাল হইছে মতির হার।
হেমকুচ রক্ত উৎপলাকার॥

অন্তরেতে রোষ না সরে বাণী।
গুমু গুমু কান্দি ভাবিছে ধনী॥
কি মুখ দেখাব উঠিয়া ভোরে।
জিজ্ঞাসিবে সখী কি কব তারে॥
কবি বলে সখী জানে ইহায়।
বাঘে ছুইলে ঘায় সকল গায়॥
কামিনী এতেক ভাবি বিরস।
রসিক রসের ভাবে অলস॥
এইমতে হৈল রসেতে ভোর।
ছাড়ে সুধাকর রস চকোর॥
চলে কৌমুদী প্রমোদী কমলিনী।
হেরি অরুণ রথেতে দিনমণি॥
হেনকালে তথা আইওরা মিলি।
জয়কার দিয়া কপাট মেলি॥
নিয়মিত যত সারিয়া রীতি।
নেয় ঘরে নারী বাহিরে পতি॥
নারায়ণ রসে রচিছে রস।
বর তোষে বালা রস বিরস॥

পয়ার

হরি ভালরূপে ভুলাইতে সদাগরে।
নানা সুখ বাড়াইল বিবিধ প্রকারে॥
সাধু মহাসুখে বিবাহের তিন দিন।
বৈবাহিক আদি সনে সুখেতে প্রবীণ
ভুলিয়া মানস নারায়ণের মনেতে।
নানামত সুখে ভাসে কন্যা বিবাহতে॥

যাহারে ভাবায় হরি কে রাখিতে পারে।
প্রথমেতে রাখে তারে সুখ পারাবারে॥
সুখে ভুলি যে না ভোলে-হরির স্ফুরণ।
সেই দৃঢ় ভক্ত পাছে আছে নারায়ণ॥
ত্রিলোকের নাথ হরি অনাথের লভ্য।
হেলে ফেলে দূরে কলি মানব অভব্য॥
সূর্য্য-গ্রহণেতে করি কোটী ধেনু দান।
হরিদ্বারে করে নিতি ভাগীরথী-স্নান॥
সুমেরুর তুল্য স্বর্ণ কুরুক্ষেত্রে দানে।
প্রয়াগ তীর্থেতে মাঘ নিবাস করণে॥
হরিনাম ফলের তিলার্দ্ধ ফল নয়।
কলিতে সে হরি সত্যনারায়ণে কয়॥
হেন হরি হেলাতে হারায় ধনপতি।
কহা নাহি যায় কিছু বিদশার গতি॥
নানা উৎসবেতে সুখ সাগরে ভাসিয়া।
আমন্ত্রণ কৈল দেব হরি পাসরিয়া॥
বিস্তারিয়া কহি দিন তিনের সংবাদ।
যে সুখেতে কৈল সাধু সত্যসেবা বাদ॥
সুনেত্রারে আইও সবে নিয়া গেল ঘরে।
হরিষ অপারে বর আইল বাহিরে॥

ভুজঙ্গপ্রয়াত

প্রভাতে উঠিয়া আসিয়া বাহিরে।
করি নিত্যকর্ম্ম হরিষে অপারে॥
ধনেশাত্মজা-নাথ সুপ্রীত চিত্তে।
মনে মত্ততা সুন্দরী রত্ন বিত্তে॥

বসিয়া সুবর্ণের পীঠে হাসিছে।
প্রবালাধরে মন্দ মন্দ ভাষিছে ॥
পুরী পূরিতা সুন্দরী জাল মানে।
বলেগো উঠগো চলগো সকালে ॥
সুনেত্রার বাসি-বিবাহ হইবে।
বিলম্বে কৌতুক কিমতে দেখিবে ॥
শুনি কামিনীবর্গ ধায় লড়াইয়া।
পুন পুর মালা ধরাতে গড়াইয়া ॥
সুমঙ্গল্য দ্রব্য প্রচুরে গণিয়া।
রাখে সাবধানে বিধান জানিয়া ॥
সমস্তে মিলিয়া স্ত্রী-আচার-রীতে।
উলুলু ধ্বনিতে নানা বাদ্য গীতে ॥
বলে চন্দ্রভানে আনরে সাজাইয়া।
ত্বরাতে নানা বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া ॥
শুনি ধাইয়া ভৃত্যবর্গে আনিলে।
কুমুদী-সমাজে শশাঙ্কে রাখিলে ॥
পরে দৃষ্টি লোলাও বস্ত্র সে কালে।
ঘিরিলেক নীলোৎপল চন্দ্র-মালে ॥
সুরম্ভা-দ্রুমাকীর্ণ বেদি পরেতে।
আইওরা সুনেত্রা ধরাইয়া করেতে ॥
রাখি কৌতুকে সারিছে আইও-নীতি।
মহোৎসাহ সর্ব্বে করে নানা বিধি ॥
সরত্ন কিরীট জ্বলে দোহ মাথে।
যেন পুষ্পধন্বা সুনারীর সাথে ॥
হেরে চৌদিগে কামিনী লক্ষ লক্ষে।
সমক্ষে পরোক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে ॥

কতি প্রৌঢ়রূপা ও রূপে মজন্তি।
হসন্তি স্খলন্তি দ্রবন্তি পতন্তি॥
কত চারুবক্ত্রা সুবেশা সুকেশা।
সুনাসা সুহাসা সুবাসা সুভাষা॥
কত ক্ষীণমধ্যা সুভঙ্গা সুযোগ্যা।
রতিজ্ঞা রসজ্ঞা মনোজ্ঞা মদজ্ঞা॥
দেখি চন্দ্রভানে কত চিত্তহারা।
নিকারা বিকারা বিহারা বিভোরা॥
করে দৌড়াদৌড়ি মদমত্ত প্রৌঢ়া।
অনূঢ়া বিমূঢ়া নবোঢ়া নিগূঢ়া॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ডঘৃষ্টা।
প্রহৃষ্টা সচেষ্টা কেহ তুষ্টদৃষ্টা॥
অনঙ্গাস্ত্রবিদ্ধা কত স্বর্ণবর্ণা।
বিকীর্ণা বিদীর্ণা বিশীর্ণা বিবর্ণা॥
কার ব্যস্তবেণী নাহি বাস বক্ষে।
কার হার কুর্পাস বিস্রস্ত কক্ষে॥
গলদভূষণা কেও নাহি বাস অঙ্গে।
গলদরাগিণী কেহ মাতিয়া অনঙ্গে॥
কার বাহুবল্লী কারো স্কন্ধদেশে।
বহিয়া সাধু বাক্যে বক্ত্রে প্রকাশে॥
আগো মঙ্গলা মাধবী চন্দ্ররেখা।
বরে আর কে কে দিতে পার দেখা॥
ডাক কামিনী সুভদ্রা জয়াকে।
ও রাজেশ্বরী চিত্ররেখা দয়াকে॥
তোমরা আর ছুইতে যে যে পারে।
বরস্নান চেষ্টা কর নির্ব্বিকারে॥

শুনি যত্নেতে ষোড়শীবর্গ ধাইয়া।
সুবর্ণের কুম্ভে জল আনে গড়াইয়া॥
সুকক্ষে নিতম্বে উরে হেমকুম্ভ।
এভারে ওভারে হাটিতে বিলম্ব॥
তাহে দোলিতা লাজ ভাবি ভাবেতে।
পড়ে হেলি হেলি অনঙ্গ-জ্বরেতে॥
সুনেত্রাকে কেহ কেহ চন্দ্রভানে।
করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে॥
সুহস্তে ঢালিছে সবে বারি অঙ্গে।
ঝলত ঝল গলগল পড়ে নীর অঙ্গে॥
চলে ব্যস্তবেণী নিতম্ব পরেতে।
গিরিতে ভুজঙ্গী ভুজঙ্গপ্রয়াতে॥
কলানাথ কোবাহিনী সঙ্গে ঘিরি।
যেন দিক্‌বধূরা ঢালে চারু বারি॥
করেতে বরেরে ধরে আঁটি বাসে।
দিবানাথ-সাথে সরোজ প্রকাশে॥
মনোল্লাসেতে কি হইয়া বিনোদী।
নিশানাথ-সাথে খেলিছে কৌমুদী॥
সখী চন্দ্রভানে বলে চাতুরীতে।
এ রত্নের মালা কাকের গলাতে॥
শুনি চাতুরী দম্পতি হেটমাথে।
ঢলাঢল গলাগল সখী সর্ব্ব তাথে॥
অলঙ্কার-বস্ত্রেতে স্নানাবসানে।
ধনেশ আসিয়া দেখি তুনয়ানে॥
মহানন্দে উৎসাহ নানা করিয়া।
নানা বাদ্যভাণ্ডে ধরিত্রী ভরিয়া॥

সঙ্গে করি অম্বিকা-পুরে আনি।
নানা দ্রব্য দিয়া পূজিয়া ভবানী॥
মহা হর্ষে ভাসি আসিয়া পুরেতে।
সুনেত্রার মাতার সনে কৌতুকেতে॥
কত হেম মুক্তা প্রবালাদি রত্ন।
করী বাজী ভূমি করিয়া প্রযত্ন॥
দিলে দাস দাসী কত ভব্য ভব্যা।
পুরান পুরানা কত নব্য নব্যা॥
কব কি দিলে যে যে বিস্তারি তার।
দিলে পুত্রবৎ সর্ব্বসংসার-ভার॥
করিল সুবন্ধান রূপে সমস্ত।
ভুলি সত্যদেবের পূজা মনস্থ॥
কলিতে চাহে বিষ্ণু মায়া অবশ্য।
কে পারে বুঝিতে সে সর্ব্ব রহস্য॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে এ বাসি-বিবাহ।
দ্বিতীয় দিনেতে আনন্দে নির্ব্বাহ॥

পয়ার

দেব প্রতিবন্ধে বৈশ্য হরি মানসিত।
ভুলি কন্যা বিবাহেতে কত হরষিত॥
সুখের অন্তরে দুঃখ দুঃখ সুখ পরে।
নিয়ত শরীরী ভোগ কর্ম্ম অনুসারে॥
সাধু-কর্ম্ম অনুসারে হরি কোপমন।
কতরূপে হয় যেন তার বিড়ম্বন॥

মোহ দিয়া নানারূপে বিষয় আমোদে।
কালক্রমে ঠেকাইবে দারুণ প্রমাদে॥
না ছলিও হরি ভাই পাইয়া ধনরস।
সে নহে আপনা কারো ভক্তে মাত্র বশ॥
হরি চিন্ত হরি ভজ হরি কর সার।
আনন্দে পাইবা তুই কালেতে নিস্তার॥
সুনেত্রার বিহা হৈল সব হরষিত।
সাধু ইষ্টবর্গ দাস দাসী পুলকিত॥
সুনেত্রার মাতা সুখ-সাগরে ভাসিছে।
জামাতা তোষণে কত কল্পনা কল্পিছে॥
দিবা আনন্দেতে গেল উপনীত নিশি।
কালরাত্র বলি জল্পে যতেক রূপসী॥
ভিন্ন ভিন্না বর কন্যা রাখিতে হইবে।
সতর্কে সকল লোক জাগিয়া রহিবে॥
কালরাত্র এ রাত্র সুনেত্রা শোনে ভাল।
না হইবে নবপতি সঙ্গের জঞ্জাল॥
বরের প্রকৃত কাল কন্যার অকাল।
এ চাহে বিলম্ব নিশি ও চাহে সকাল॥
বালাবধূ-প্রায় বর ভাবিত অন্তরে।
কেমনে এ কালনিশি ত্বরা যাবে দূরে॥
রসিক যুবক-প্রায় ভাবিছে কুমারী।
এ অকাল নিশি যেন বৎসরে না তরি॥
কি কহিব কালের চিত্রতা সুরসাল।
বালাবধূ মাগে কালনিশি সদাকাল॥
দোহে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রহিলা শয়নে।
সুনেত্রার সুখে নিদ্রা বর জাগরণে॥

এইরূপে দুজনাতে বঞ্চিয়া যামিনী।
প্রভাতে উঠিল বর হরিষে কামিনী॥
কৌতুকেতে যায় দিবা শুভ নিশি আসে।
পুষ্পশয্যা বলি বলি রূপসীরা ভাষে॥
সদাগর শুনি শুভ নিশি-বিবরণ।
নানা উৎসাহেতে কত করিছে যতন॥
বলিতে সে সব রস পুথি বিস্তারিত।
রসিকে শুনিলে রস নহে বিপরীত॥
কহিব তাহান কথা তাহে ইহা নিয়া।
সাগর-গমন কাম হিমালয় দিয়া॥
*　　*　　নাসিকা প্রবেশ।
বাস জন্যে হইলাম তার অবিশেষ॥
কাব্যশাস্ত্ররসে ধীর কাল বঞ্চে সুখে।
অনন্ত ব্রহ্মের রূপ সর্ব্ব শাস্ত্রে লিখে॥
ব্রহ্ম সনাতন হরি সর্ব্ব রসময়।
আপনি রসিক হৈয়া সেই রস লয়॥
এ দিন জ্যোতিষ মতে পুষ্প-শয্যা নিশি।
যোষিৎ পঞ্চ আইও আর কত শতেক রূপসী॥
গালভরা পান মুখে সুশয্যা সাজায়।
গাহিয়া মঙ্গল নানা বাদ্য বাজনায়॥
গানে যুবতীরা ডাকে পুষ্প-ধনুর্দ্ধারী।
বেজে যেন সর্প আনে মন্ত্র গান করি॥
ফুলশয্যা মূলকথা সকলে না জানে।
কামিনীরা ফুলধনু নিমন্ত্রণে আনে॥
তাহার পূজার সজ্জ শয্যায় সাজাইয়া।
পূজা করি দেয় দোহার মন মজাইয়া॥

যে পূজা-প্রভাবে পূজা নারীর সহায়।
সিদ্ধবিদ্যা জানি শয্যা বালারা রচয়॥
পুষ্পময় পালঙ্কেতে পুষ্পের মশারী।
গন্ধে যার জিয়া ওঠে মহেশের অরি॥
অট্টালিকাময় রচা কুসুমের বাণ।
রচিয়া রাখিলে যাহা হেরিবারে বান॥
মশারীর রজ্জু দণ্ড পুষ্পময় সব।
পুষ্পময় পথ যাহে আসিবে বল্লভ॥
পুষ্প পুষ্পমালা স্বর্ণপাত্রে কত।
বিধানে রাখিছে যত আইও অনুভূত॥
পুষ্পময় যত নারী যত সখীগণ।
যা দেখি তখনি জিয়ে পুষ্প-শরাসন॥
নিভৃতে মলিন মুখে সুনেত্রা বসিছে।
শুভরাত্র কালরাত্র মনেতে গণিছে॥
পদ্মিনী যামিনী হেরি ভীতা অতি মনে।
মনসুখ ঘাটি আসে দিনমণি সনে॥
সখীরা সাজাইয়া কত দিছে দিব্য পান।
রুচিতে না লয় মনে [অতি] অভিমান॥
বামাগণে বলে কি লো এ শুভ নিশিতে।
চন্দ্রমুখী মলিনা কি চকোর ভয়েতে॥
শুনি মনে বোলে বালা কালামুখ তার।
অশুভে শুভের নিশি যে বলে আমার॥
শুভরাত্র হ'তে ছিল কালরাত্র ধন্য।
সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম হইয়া অচৈতন্য॥
কি জানি কি ঘটে দশা সরম কহিতে।
যে শুভ বলিছে যুক্ত তাহার যাইতে॥

সখীসব যত কহে নাহি লয় মনে।
মনেতে কম্পিত অতি মলিন বদনে॥
আইও সবে সাজাইল পুষ্প-অলঙ্কারে।
সিঁথি কর্ণভূষা নথ কঙ্কণ কেয়ূরে॥
কাঞ্চলি মেখলা চাপকলি পুষ্পে করি।
কনকের গুণে বানাইছে ডাক ভরি॥
বান্ধা বেণী মালতীর মালেতে বেষ্টিত।
মধ্যে করবীর যাহে পতি-মতি-প্রীত॥
চন্দ্রভান হরষিতে সাজিয়া বাহিরে।
গন্ধ মাল্য দিব্য বস্ত্র নানা অলঙ্কারে॥
গেল অট্টালিকা পরে অঙ্গ-ভরা রসে।
পুষ্প-শর যেন রতি-সময়ে প্রকাশে॥
ধীরে ধীরে যাইয়া ধীর পালঙ্কে বসিল।
সখীরা কুমারী আনি বামে বসাইল॥
জয়কার দিয়া দোহে রাখিয়া কৌতুকে।
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী একল যৌতুকে॥
নিজ নীতি যাহা ছিল সকল সারিল।
বৈশ্য বরবধূ নেত্র সফল করিল॥
বলে নাগর মোরে আর কি করিবি।
আপনা করিয়া নাকি পরাণে মারিবি॥
মিষ্ট অন্ন জল পান করাইয়া বরে।
আঁটিয়া কপাট সব সখী গেল ঘরে॥
যুবক মধুর বাক্যে কুমারীকে পুছে।
কহ কালি কালনিশি ছিলে কার কাছে
শুনিয়া সুনেত্রা নত বদনে বসিয়া।
ভাবে একি দায় বিধি দিলে ঘটাইয়া॥

না করে উত্তর দেখি নাগর বলিলে।
ভাঙ্গি লাজ পুন নাকি ভাঙ্গিতে হইলে ॥
জাগিয়া না কথা কহ কি বলি তোমায়।
জাগিলে জাগান পুন সে যে বড় দায় ॥
কত চেষ্টা করি চাহে কথা কহাইতে।
কথা কি কহাবে নারে অঙ্গ পরশিতে ॥
না পারি দেখায় ভয় নাগর চতুর।
দূরে বসি কৈয়া কৈয়া বচন মধুর ॥
এত চেষ্টা পাই কথা না কহ এখন।
সুধাইব ভাল মতে এ দুঃখ তখন ॥

অষ্টনায়িকা-বর্ণনা

যখনে কলহ করি কোপে শোবা ভিন্ন।
মদন শরেতে তনু হইবে বিদীর্ণ ॥
সে কলহান্তরিতা ভাবেতে হব সুখী।
কিবা কি কহিব কথা যদি জিয়া থাকি ॥
তোমা শয্যা হতে উঠি যাইয়া অন্য ঘরে।
করিয়া বিবিধ রস দেখা দিব ভোরে ॥
তার ভূষা নখচিহ্ন দেখি মোর গায়।
খণ্ডিতা হইবে যখন সুধাইব তায় ॥
সখী পাঠাইয়া যবে সাধিয়া আমারে।
সঙ্কেতে রহিবা যাইয়া বন-পুষ্পাগারে ॥
সারা রাত্রি বসিয়াহ আমা নাহি পাবা।
বিপ্রলব্ধা ভাবে আপমানী হইয়া রবা ॥

দিব্য শয্যা করি পুষ্প তাম্বূল লইয়া।
পথ নিরখিয়া রবা আমারে ভাবিয়া ॥
হইয়া বাসক-সজ্জা রহিবা সকাম।
তাহাতেহ বিপ্রলব্ধা করি তার নাম ॥
মদন-মাদনে যবে কম্পিতা হইবে।
অধরে সীৎকার তনু রোমাঞ্চিত হবে ॥
উৎকণ্ঠিতা উৎকণ্ঠাতে হইবে যখন।
এ ছার অভিমান কোথা রহিবে তখন ॥
সঙ্কেতে ডাকাব ঘোর গভীর নিশিতে।
* * * নবে অঙ্গ পরশিতে ॥
একাকিনী যাবে পথ বিদ্যুতে চাহিয়া।
সে কালে লুকাব অভিসারিকা দেখিয়া ॥
বিচ্ছেদে ছাড়িয়া যাব অভিমানী করি।
ছাড়িয়া ভূষণ বেশ শোকে আমা স্মরি ॥
* * * রুক্ষ হবে কেশ।
* * * হইয়া করিবা আবেশ ॥
নহে মন দিয়া হও স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা।
রহ চন্দ্র সনে যেন রোহিণী কৃত্তিকা ॥
না জানিব তোমা বিনে অন্য কারো আর।
ধন্য সেই নারীকুলে পতি বশ যার ॥
শুনি ভাবি বলে বালা যে থাকে কপালে।
যে কালে হবার হবে তার কি একালে ॥
এখনে অবলা বালা জ্ঞানহীন মন।
নাহি জানি কভু রস বিরস কেমন ॥

অষ্টরস-বর্ণনা

নববধূ বাক্যরস শুনিয়া শ্রবণে ।
পুলকিত অঙ্গ তাহে মাতিল মদনে ॥
মনোহর বর মনে উল্লাসিত হৈয়া ।
শৃঙ্গারেতে মত্ত হৈয়া প্রিয়া মুখ চায়্যা ॥
বালা মনে ভীতা অতি চাহি চারি ভিতে ।
পতি বিনা সখী কারো না পায় দেখিতে ॥
কাতরা করুণা মনে বলয়ে কুমারী ।
কার হাতে সঁপে গেলি দস্যা সহচরী ॥
এ বলিয়া বালা চাহে যাইতে বাহিরে ।
দর্প করি বলে চন্দ্রভান ধরি করে ॥
* বল হৈতে যাও সহচরী পাশে ।
সকল হাসিবারে এ সময়ে বীররসে ॥
শুনি বীরদর্প কথা বালা বলে একি ।
এত নারী একেলা জিনিবেন একাকী ॥
অদ্ভুত বিস্মিতা হইয়া রমণী ভাবিত ।
বলে * * নিশ্চিত ॥
বর দেখে কোন মতে বশ নহে নারী ।
পদ্মআঁখি রাঙ্গা কৈল ছল ক্রোধ করি ॥
আরক্ত বদনে রহে রৌদ্র মূর্ত্তি হৈয়া ।
চমকিত বধূ পতি-আনন চাহিয়া ॥
পতি-রোষ দেখি নববধূ ভীতা ত্রাসে ।
কম্পিতা শরীর বসি পালঙ্কের পাশে ..
অঙ্গে অঙ্গ লুকাইয়া রহে নম্র মুখে ।
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম বহে পড়ি ভয়ানকে ॥

চন্দ্রভান বলে বশ কোনরূপে নৈলা।
ধর্ম্ম সাক্ষী এবে মোর বলাৎকারে পৈলা ॥
বালা বলে বলাৎকারে বীভৎস হইবে।
গুরুলোক ডাকাডাকি শুনিয়া জাগিবে ॥
কান্ত বলে শান্ত হও যদি ধরি পায়।
বান্ধিল বসন গলে আমিহ কথায় ॥
একথা শুনিয়া ধনী মুচকি হাসিল।
হাস্যা হাস্যা বলে বড় কাজ ঘনাইল ॥
এই মতে হাস্যরসে দুজনে বসিয়া।
ধরাধরি হইতে বাস পড়িল খসিয়া ॥
* * দেখি মনে অবলার ক্রোধ।
অঞ্জলি বান্ধিয়া করে বড় উপরোধ ॥
ক্ষেণে চিত্তবাদ ক্ষেণে দূর করে তাহে।
বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া দম্পতি-কলহে ॥
নারায়ণে বলে নিশি শেষ চন্দ্রভান।
সমুদ্রে কল্লোল শান্তে করিবে কি স্নান ॥
বিফলে যামিনী যায় বৃথা জাগরণে।
নববধূ বশ কোথা হইছে বচনে ॥
শুনিয়া চতুর জানে নিশি অবসান।
কথা ঘোর মুখেতে বিরস লাগে পান ॥
দীবশিখা দিনহ সদৃশ্য জ্যোতিহার।
দ্রবিত কজ্জল শুষ্ক অধর বালার ॥
অলসে নয়নযুগ মুদি মুদি আশে।
হইয়া যায় ক্ষীণ রজনী সন্দ (?) বাসে ॥
এত ভাবি বলে প্রিয়া ত্যজ ভয় দূরে।
এ বলি হেলিলে পুষ্প পালঙ্ক উপরে ॥

অজ্ঞাত যৌবনা নহ নহ পরকীয়া।
মধ্য মধ্য সাতে এ রস যাবে বইয়া॥
মুগ্ধ কালে এ রস অতি শোন রূপধন্যা।
পতি-মন না রাখিয়া হবে কি সামান্যা॥
এ রূপেতে নানা রসে তুষি তুলি কোলে।
করিলে মনের তৃপ্তি ছলে বলে কলে॥
কহিল নায়িকা অষ্ট অষ্ট-রস-সার।
এক দম্পতিতে কর পণ্ডিতে বিচার॥
সুখেতে প্রভাতে নিশি উঠিয়া কুমার।
বাহিরে আসিয়া করে ক্রিয়া আপনার॥
এই মতে নিত্য নিত্য বাড়ে সুখ অতি।
পুত্র তুল্য জামাতাকে মানে ধনপতি॥
জামা[তা]র সুখে সুখী হৈয়া হৃষ্ট মনে।
পাসরিলে ত্রিলোকের নাথ নারায়ণে॥
এই মতে চতুর্থ বৎসর হৈল গত।
নানা মতে নানা সুখ কহা যায় কত॥
বাণিজ্য হইলে হীন চিন্তে সদাগর।
ফুরাইল পূর্ব্বলাভ সদা মনে ডর॥
মূলধনে পৈল হাত কি হবে উপায়।
উদ্যোগী নহিলে লক্ষ্মী ভজয়ে কোথায়॥
করিলে মন্ত্রণা পুনঃ বাণিজ্যে যাইতে।
বিদ্যা শিখাইতে সঙ্গে জামা[তা]কে নিতে॥
সুনেত্রার মাতাকে কহিলে সমাচার।
বাণিজ্যে যাইতে পুনঃ হইল আমার॥
বাপারে সঙ্গেতে নিব বাণিজ্যে বিদেশে।
শুনি সুবদনী রহে বিষাদ হরিষে॥

সুনেত্রা শুনিলে যাবে পতি দূর-দেশে।
চিন্তাকুলা হৈয়া বামা ভাবিয়া অশেষে ॥
শুভক্ষণে যাত্রা করি সাধু ধনপতি।
দিব্য যানে আরোহণে নৌকাঘাটে গতি ॥
মনে মনে আনন্দিত হইয়া অপার।
নানা উপহারে পূজা করিলে নৌকার ॥
বিষম কথা শুনা যায় না কইও না।
শুনি উচাটন মন পরাণে ধরায় না ॥
ভোরে নাথ যাবে ছাড়ি বিরহ অনলে পুড়ি
কারে কব আজি যেন যামিনী পোহায় না ॥ ধুয়া ॥
সুনেত্রাকে সম্বোধিয়া বলে চন্দ্রভান।
বাণিজ্যে বিদেশে যাওয়া হইলে বেহান ॥
নিশ্চয় হইছে ইথে এড়ান না যাবে।
হাস্যা ভাল মনে মোরে বিদায় করিবে ॥
কত কালে আসি জানি দেখা কবে হয়।
মোর মনে লয় মোর প্রাণ মোর নয় ॥
তোমার মনের কথা জানে ভগবান্।
হৃষ্ট মনে কহ যাই দিয়া খিলিপান ॥
সুখে শুইও সুখে রইও সদা নিরাপদে।
না কৈর মলিন বেশ আমার বিচ্ছেদে ॥
কি জানি নারীর মন কহা নাহি যায়।
আমি ভাবি নিয়া যাই ভরিয়া হিয়ায় ॥
রাখি গেলে কিবা হবে রক্ষক কে হবে।
কেমনে বিরহানলে জীবন রহিবে ॥
চন্দ্র দিবাকর সাক্ষী করি বলি বাণী।
রক্ষক তোমার ধর্ম্ম দিবস রজনী ॥

পরপতি পিতাতুল্য মাতাতুল্য নারী।
এই দড় মনে করি রাখিবে সুন্দরী॥
সদা ধর্ম্মকথা দেব-অর্চ্চন করিও।
খল বুড়া নারীর কথায় না ভুলিও॥
হাস্যরস কৌতুক না বাড়াইও অতি।
মন বুঝি মাতৃসেবা কৈর এই রীতি॥
শুন কহি শাস্ত্রে যেবা কহিয়াছে সার।
পতিব্রতা নারীর লক্ষণের বিচার॥
পতিসুখে সুখী পত্নী দুঃখেতে দুঃখিতা।
মিত্রতা পতির মিত্রে শত্রুতে শত্রুতা॥
বিদেশস্থ পতিতে মলিন করে বেশ।
কৃশতনু চিন্তাকুলা শিরে রুক্ষ কেশ॥
চক্ষু কর্ণ সদা পতি-কথা পথপানে।
যেখানে পতির নিন্দা না থাকে সেখানে॥
যাহাতে এ সুলক্ষণ সেই ধন্যা নারী।
বাখানে পণ্ডিতে তারে পতিব্রতা করি॥
আমার যে কথা ছিলে বুঝাইয়া যাই।
পাল নাহি পাল যত জানিবে গোসাঞি॥
শুনি শুনি সুনেত্রার নির্ম্মল অন্তর।
প্রজ্বলিত করিল বিরহ-বৈশ্বানর॥
আছিল হৃদয় অতি সুখ-সরোবর।
আচম্বিতে তাহে ভাসে বিরহ-মকর॥
বজ্রনাদে তরুণ কদলী যেন কাঁপে।
তেমতি কাঁপিলে বালা বিরহ-আলাপে॥
বলে কি বলিলা নাথ আর না বলিও।
অবলার বুকে এ অনল না জ্বালিও॥

বিরহ কেমন নাহি জানে তব নারী।
দগ্ধ করি এ অনলে না যাইও মারি ॥
কহিতে কহিতে বালা কান্দিয়া আকুল।
হে নাথ হানিলা বুকে কি দারুণ শূল ॥
টল স্থনেত্রার নেত্রের জল বুকে।
পতি হারাইয়া সতী অধোমুখে থাকে ॥
মুখ ধরি তুলি পতি চুম্বিছে বদন।
মোছাইয়া আপন বসনেতে নয়ন ॥
বুক মাঝে রাখি কথা-শোক নিবারয়।
তাথে সে আগুন আর দ্বিগুণ জ্বলয় ॥
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম অঙ্গ পড়ে পতিকোলে।
ভাবে রতি মত পতি হর-কোপানলে (?)।
নিশি শেষ যত তত ভীত কলেবর।
পিক রবে রমণী অন্তরে বিন্ধে শর ॥
ঘোরতরা যামিনী অতীত এই মতে।
পূর্ব্বদিক্ রক্ত দিনকর-কিরণেতে ॥
স্থনেত্রার মুখ হেন হইয়া অরুণ।
ঈষদ্ প্রকাশ যাহে রমণী করুণ ॥
আকাশে নক্ষত্রগণ ভাঙ্গি যায় মেলা।
চক্রবাকী প্রবৃত্ত পতির প্রেমখেলা ॥
কুমুদিনী মুদে আঁখি রিপু দেখি ভানু।
নায়ক নায়িকা সঙ্গেতে যায় * ॥
পাখীগণ উড়ি উড়ি নিজ বাস ছাড়ে।
বিরলে ডাকিছে কাক ভূমে নাহি পড়ে ॥
চন্দ্রভান করযুগ ধরি স্থনেত্রার।
যাই বলি বিদায় মাগিছে বারে বার ॥

মনে মনে ভাবে বামা কি দিবে উত্তর ।
বচনে জীবনে বাদ আছিল বিস্তর ॥
অধোমুখে বালা কুচ-কদম্ব নেহারে ।
ধীরে ধীরে কহে তিতি নয়নের নীরে ॥
যাবা যদি যাই যাই না বলিও আর ।
বজ্রের গর্জ্জনে ভয় পতনে নিস্তার ॥
চন্দ্রভান বলে কিবা আনিব সন্দেশ ।
বামা বলে জলাঞ্জলি তীর্থেতে বিশেষ ॥
কেমন সাহসে মুখে বলিবে যাইতে ।
নহি সে যোগ্যের যেবা কহিব রহিতে ॥
লাভে চলিয়াছ শুভ করুন গোসাঞি ।
তোমা হেন পতি যেন জন্মে জন্মে পাই ॥
বিস্তর বচনেতে ব্যাঘাত পাছে হয় ।
পতি-সঙ্গে নারীর যে তুলনা না হয় ॥
কিন্তু এই নিবেদন থাকে যেন মনে ।
না ভুলিও নানা দেশ-বিদেশ-গমনে ॥
এ বলিয়া প্রণাম করিল অধোমুখী ।
মুকুত চিকুরে কান্দে ছলছল আঁখি ॥
আলিঙ্গন করে পতি প্রেমে ধরি তুলি ।
বিরহ-অনলে কামানল অতি জ্বালি ॥
রমণী বলিছে তাহে হইয়া বিকল ।
আর কেন দেও নাথ অনলে অনল ॥
ঊষাকালে যাত্রা করি যায় চন্দ্রভান ।
সজল নয়নে ধনী পাছেতে পয়ান ॥
যতদূরে আঁখি চলে চাহে দাঁড়াইয়া ।
সুধাকর যায় ইন্দিবর ভাঁড়াইয়া ॥

নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল।
রবি আলোকনে মুখ মলিন হইল॥
উত্তরিল চন্দ্রভান যথা সদাগর।
জয় জয় শব্দ করি খুলিল বহর॥
নারায়ণ হরিলীলা করিয়া বিস্তার।
মাগে এ বাণিজ্য ধন পতির নিস্তার॥

ত্রিপদী

প্রথমে গঙ্গায় আসি চলিলে নৌকায় হাসি
প্রকাশিত মন শুভক্ষণে।
তথা হতে খুলি নাও পথে পথে পুছি ভাও
চলিলেক পশ্চিম ভুবনে॥
নদ নদী আদি কত তবে হৈয়া হর্ষযুত
শোণভদ্র গণ্ডকী হইয়া।
সরস্বতী পুণ্য নদী তমসা সরযূ আদি
তরিলেক হর্ষমনা হৈয়া॥
রেবা চন্দ্রভাগা লেখা নর্ম্মদা বাহুলা(?) রেখা
আদি শতদ্রূদা করতোয়া।
বিপাশা প্রতীচীজলে স্নান করি কুতূহলে
শরাবতী পুষ্কর হইয়া॥
তাম্রপর্ণী দিয়া তাথে চলিল দক্ষিণ পথে
আনন্দেতে তরিয়া কাবেরী।
স্থানে স্থানে লাভ করে অপার আনন্দভরে
নষ্ট মাত্র গোবিন্দ পাসরি॥

দিব্য বস্ত্র বঙ্গ হৈতে বেচে নিয়া কর্ণাটেতে
হস্তিনা পুনাদ কামরূপে।
চীন হতে তামা শুভ্র বহুমূল্য নানা দ্রব্য
বেচে নানাদেশে ভেটি ভূপে ॥
* * * লেখা মনে কত বয়
স্বর্ণ রূপা ঢেরা ঢেরি যত।
গজমুক্তা মৃগমদ কুঙ্কুম বারণ বলবদ
বুঝি নানা দেশে বেচে কত ॥
উত্তরিয়া রত্নাকরে ধনপতি সদাগরে
সন্ধানেতে করিয়া যতন।
প্রবাল মুকুতা আদি চুনি মণি বহুবিধি
তুলিলেক কতেক রতন।
এই মতে সদাগরে সয়দা সদায় করে
লাভ হইল পারাবার অতি।
দৈবযোগে * * * * *
পাসরিলে জগতের পতি ॥
বিধি সানুকূল হৈলে ঝড়ে নদী তরে হেলে
অন্ধে পড়ে আগমন পুরাণ।
নীচ জাতি যদি হয় সবে কুলাচার্য্য কয়
পুজা করে বলিয়া প্রধান ॥
হত মূর্খ হৃত করি কিরণ জিনিয়া রবি
অবিরোধে রাজ রাজেশ্বর।
সে যারে মনুষ্য কয় সেই সে মনুষ্য হয়
ইন্দ্রতুল্য ভোগ নিরন্তর ॥

তিনি যারে যবে বাম হতলক্ষ্মী তার নাম
* * সমূহ থাকিলে।
কুলজ হৈয়া হয় চাষা পতিতে ইতর ভাষা
বলে সদা মন-কুতূহলে ॥
বিপরীত বুদ্ধি বাড়ে ঘরে নাহি দৈন্য ছাড়ে
বেড়ে আসি রাশি রাশি রোগে।
দারা সুত দাস দাসী সবে কুবচন ভাষি
তেজে জন্ম ভরি যায় শোকে ॥
কহে ভাবি নারায়ণ দয়া কর নারায়ণ
মন রাখ চরণারবিন্দে।
জগতের সূত্রধার সর্ব্বাধার নিরাধার
সাধারণে পাদপদ্মে বন্দে ॥

সিংহল-[সফর]

পয়ার

পাসরিয়া সদাগর প্রভুর চরণ।
বাণিজ্য বাণিজ্য করি করিল গমন॥
দেশ-পানে মন করি চলে সদাগর।
জামাতা সঙ্গেতে মহা হর্ষেতে সত্বর॥
কন্যা না হইতে পুর্ব্বে মানস আছিল।
বিষয় মদেতে মত্ত হৈয়া পাসরিল॥
না করিল পূজা রোষ প্রভুর মনেতে।
পথে তাথে পাইলেক দারুণ ঝড়েতে॥
বিষম তরঙ্গ দেখি নদীর গভীরে।
ভয় পায়্যা ঘন সাধু ডাকিছে মাঝিরে॥
হইল তরঙ্গ যেন পরশে আকাশ।
মনে গণে ধনপতি আপন-বিনাশ॥
ধূলা উড়ে দেখিয়া মাঝির বদনেতে।
সদাগর কান্দে ধরি জামাতার হাতে॥
দয়াময় ভগবান্ প্রাণে না মারিলে।
বায়ুবেগে সিংহল-দ্বীপেতে ঠেকাইলে॥
ডিঙ্গা আদি ছোট বড় নৌকা ছিলে যত
দিগান্তে নাড়িলে হরি জানি ভ্রমযুত॥
অজ্ঞানেতে জ্ঞান দিয়া পালিবে ভকত।
না করিলে নষ্ট তেই জগত-পালক॥

তথা হইতে ছয় মাস সিংহল যাইতে।
দিবামধ্য নিলে ঝড়ে হরির কোপেতে ॥
রাত্রে যাইয়া সর্ব্ব নৌকা লাগিলে কিনার।
প্রাণ রক্ষা পাইল হেন সাধু কৈল সার ॥
প্রভাতে উঠিয়া সদাগর দাঁড়াইয়া।
পুছে নগরের এক বান্যা ডাকাইয়া ॥
কোন্ দিগ্ দেশ এই কি নাম ইহার।
নরপতি কেবা কোন্ মত ব্যবহার ॥
বিশেষিয়া কহ শুনি দেখি সুখরাশি।
দৈব-প্রতিবন্ধে মোরা আস্যাছি বিদেশী ॥
শুনিয়া বানিয়া হাস্যা হাস্যা কহে সমাচার।
কত বা শুনিবে গুণ বাণিজ্য-বাজার ॥
জান না দক্ষিণে মহাসাগর-অন্তরে।
অপূর্ব্ব সিংহল-দ্বীপ বিখ্যাত সংসারে ॥
নিকট মলয়া গিরি চন্দন-নিলয়।
অবিরত পুষ্প যাথে অধিষ্ঠান হয় ॥
চন্দনের তরু যাথে নানামত হয়।
যেই হেতু গিরি-নাম চন্দন-নিলয় ॥
অবিরত বায়ু যার বহে তিন গুণে।
ষড় ঋতু ভরি পিক কুহরে সঘনে ॥
শিখরে চড়িছে সুখে জলদ সকল।
ভুরঝর রবে ঝরে নির্ঝরের জল ॥
যত রূপে গিরি-শোভা কে পারে কহিতে।
ফল পুষ্প দ্রুম লতা পশুতে পক্ষীতে ॥
ঋষি মুনি বিদ্যাধর কিন্নরে সেবিত।
কত কুঞ্জগৃহ নানা লতাতে বেষ্টিত ॥

তার গন্ধে নিরন্তর প্রমোদিত রাজ্য।
পদ্মিনী রমণী যাথে ঋষি ত্যজে ধৈর্য্য॥
যোদ্ধা অতি অনিবার সমরেতে মত্ত।
সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সব যজ্ঞেতে প্রবৃত্ত॥
তাহার মহেন্দ্র মহীপাল মহাশয়।
চিত্রবীর্য্য নামে রাজা ধর্ম্মের তনয়॥
মহা শৈব সর্ব্ব পরিবারে সদাচার।
আশুতোষ বিনা নাহি জানে দেব আর॥
প্রতি সোমবারের প্রদোষে পূজা করে।
কত বাদ্য গীত আদি নানা উপহারে॥
ভীম কাণ্ড বিনে নিতি নিজ রাজ্য পালে।
ক্ষেত্রিকুলোদ্ভব রিপুজই বাহু বলে॥
যুদ্ধে তার তুল্য কেবা আছয়ে ভুবনে।
ধর্ম্ম-প্রতিমূর্ত্তি সদা দানে শীলে গুণে॥
মহেন্দ্র আখ্যাতি প্রতি পুরুষে রাজার।
রূপেহ মহেন্দ্র কিবা ঘটনা বা যার॥
উৎকল আর মহারাষ্ট্র-কর্ণাট-ঈশ্বর।
দ্বারেতে কম্পিত আছে সদা বদ্ধকর॥
অগ্নিষ্টোম বাজপেয় আদি যাগ যত।
বৎসরে বৎসরে করা এই নিজ রীত॥
তস্করের কথা লোকে শুনে মাত্র কানে।
সুখে শুইয়া রহ পথে রাখিয়া রতনে॥
সুখে বঞ্চে প্রজা নাহি দুঃখের ক্রন্দন।
ঘরে ঘরে করে লোকে চন্দনে রন্ধন॥
রত্নাকব প্রসাদে রতন কেবা গণি।
প্রবাল মুকুতা নীলমণি হীরা চুনি॥

শুনি পুলকিত মহানন্দেতে অন্তর।
উঠিলে নগর দেখিবারে সদাগর॥
দেখি অতি অপূর্ব্ব নগর মনোহর।
রাজধানী লোক নানাবিধ শোভাকর॥
বহিছে প্রচণ্ড নদী লাগিয়া সহরে।
আসে যায় কত নৌকা কত লাগি তীরে॥
সহস্র সহস্র অট্টালিকা দুই পাশে।
পুষ্পবনে নানাবিধ কুসুম প্রকাশে॥
পাকা গল্লী বান্ধা এমারত কোঠাময়।
নানা বাদ্য নানা গীত শুনিতে বিস্ময়॥
লাখে লাখে পদাতি আইসে আর যায়।
হস্তী রথ অশ্ব আদি চতুরঙ্গময়॥
দধি * * লইয়া গলি গলি।
ডাকিছে নাগরী সবে লহ লহ বলি॥
* * * বৈরাগী একান্ত।
অবধূত রামানন্দী নানক মহন্ত॥
নানা ছলে ভিক্ষা করে বাজারে বাজারে।
যূথে যূথে যুবতী নদীতে জল ভরে॥
পারে খাড়া * জীব হাতে করি।
রসিক যুবক কত হাতাহাতি ধরি॥
দেখয়ে ছত্রিশ জাতি নিজ ব্যবসাতে।
কোটালী কাছাড়ী দেখে সমুখ চকেতে॥
প্রচণ্ড সেপাই লাল সম্মুখেতে খাড়া।
মাজায় বসন বান্ধি পিটিতেছে কোড়া॥
লাল সিংহ দরজা উপরে সাদি রাজে।
অস্ত্রধারী পুরীর চৌকিতে নানা সাজে॥

মল্লখানা সম্মুখে প্রচণ্ড মল্লগণ।
* বাক্ পাট করি * * ॥
তিরন্দাজী গোলন্দাজী করে নানা বীরে।
শিলাময় বরুজ কামান থরে থরে ॥
বিকট সহর পালা বিষম চকিতে ।
বাণপুর হেন চতুর্দ্দার হেন নির্ম্মিতে ॥
* * বেবিক আলজ গুনা *।
গল্লী গল্লী ভিক্ষা করি রাখয়ে জীবন ॥
নানা দেশী মহাজন নানা কারবার।
নানা বেপারেতে করে নানা ফেরফার ॥
মুকুতা প্রবাল সুবর্ণের ঢেরি করি।
গলি গলি মহাজন ব'সিছে জহরী ॥
পরিপূর্ণ লক্ষ্মী নাহি অধর্ম্মের কার্য্য।
না শোনে দুখের কথা যেন রামরাজ্য ॥
সহরেতে বিক্রি কিনি ভাও দেখি বড়।
সয়দা করিবে করি মনে কৈল দড ॥
হাবেলী কেরায়া করি করিলেক বাসা।
বিক্রি কিনি হবে ভাল মনে মনে আশা ॥
দশ দিন দুজনাতে ছিলা হরষিতে।
শত রাজপুত দুই শত দিন সাথে ॥
নৌকার জিনিষ কত তুলিয়া বাসাতে।
নৌকা হতে উঠি আসি রহিল চকিতে ॥
কাক-তাল-সংযোগ তথা করিলেন হরি।
আচম্বিতে রাজার মহলে হৈল চুরি ॥
রাণীর গলায় ছিল মণিময় হার।
ভূপতির পাশে ছিলে [খড়্গ তীক্ষ্ণধার] ॥

নিদ্রাযোগে চোরে চুরি করিয়া খাইল।
প্রভাতে উঠিয়া মহীপাল তত্ত্ব পাইল॥
বার দিয়া সিংহাসনে ত্বরিতে বসিয়া।
আদেশ করিল আন কোটাল ডাকিয়া॥
আশাতুল্লা দৌড়াইয়া আনিল কোটাল।
জ্বলিত ভূপতি যেন প্রলয়ের কাল॥
দৃষ্টিমাত্র হুঙ্কার করিল মারিবারে।
শতে শতে হরষিতে এক কালে ধরে॥
প্রাণ-অন্ত হয় দেখি পাত্র আগুয়াইয়া।
করজোড়ে বিবরণ পুছে প্রণমিয়া॥
পাত্রের বচন শুনি জ্বলিল দ্বিগুণ।
হরিষিতে ওঠে যেন কুণ্ডের আগুন॥
ঘূর্ণিত আরক্ত আঁখি চাওয়া নাহি যায়।
শিরে হতে নিরখিয়া পায়ের তলায়॥
বলিলরে শোনত গাধা দামামা-উদরা।
এ পেট নিমক কিবা মৃত্তিকায় ভরা॥
এমতি করিস তত্ত্ব আমার রাজ্যের।
পরিচয় পাইলাম সকল কার্য্যের॥
বেহাইতে দিয়া মন হইয়াছিস মত্ত।
আমার ঘরেতে চুরি না করিস তত্ত্ব॥
লোচ্চা লোকান্দ বজ্জাত পরিবার তোর।
তারের কসি মকসি করিয়া রাজ্য নষ্ট মোর॥
নাহি বলি যত তত যাইস বিগড়িয়া।
এখনি শিখাব নাক ভূমে রগড়িয়া॥
মাথা-কাটা শূলে-চড়া ফাঁস-পরা গলে।
বোলে কে নিবি যদি চোর নাহি মিলে॥

শোন এই ধনুর্ব্বাণ ছুইয়া বলি বাণী।
শোণিতে সমুদ্র আজি বহাব এখনি॥
শুনি নৃপতির বাক্য সভা টলমল।
পাত্র-মুখে ধূলা উড়ে আঁখি ছলছল॥
পাছে হাঁটি আড়ে আসি বসি ভূমাসনে।
মোচলকা লিখাইয়া লইলে কোটালের স্থানে॥
লিখিলেন মুন্সিতে মোচলকাতে আঁটি।
সপ্তাহেতে দিব চোর নহে শির কাটি॥
এ বলিয়া করার করিলে ফেকাইয়া।
দস্তখত করি দিল কাঁপিয়া কাঁপিয়া॥
ধূলা পায় এক হাত বান্ধা উদলা শিরে।
মাটীতে রাখিয়া মাথা কহে ধীরে ধীরে॥
কাট মার মহীপাল আর দ্বার নাই।
প্রাণপণে কাজ করি মোরা পঞ্চ ভাই॥
কখন এমত নাহি হইছে ঘটন।
না জানি কি আছে এবে ললাটে লিখন॥
যে হউক মরি কিবা ধরি দিব চোর।
আজ্ঞা হয় হরকরা তইনাত মোর॥
আর এই নিবেদন করে উল্কা রায়।
বান্ধিবেন সবের লোক আমার কথায়॥
শুনিয়া ঈষদ্ দৃষ্টে নয়ন তুলিল।
হরকরার জমাদারের পালাতে চলিল॥
ইঙ্গিতে জানিলে মধু সিংহ জমাদার।
পাঁচ হাজার হরকরা সঙ্গেতে যাহার॥
কুর্ণিশ করিয়া ধরি উল্কা রায়ের করে।
বেছে লাখ বর্ম করি আইল বাহিরে॥

কোটালের চারি ভাই সঙ্গী সব সনে।
কান্দিতে কান্দিতে আইল মলিন বদনে॥
রক্ত-বমি করি করি উল্কা রায় কয়।
গেল এত দিনে প্রাণ আর নহি রয়॥
তো সভারে সঙ্গে রাখি প্রাণ গেল মোর
এখনি যেখানে পাও ধরি আন চোর॥
দেখ যে হইছে হাল সকল সাক্ষাতে।
গোষ্ঠীহ মরিবে যদি না পাব নিশ্চিতে॥
শুনি মাত্র তুই দল লোক একাইয়া।
দশ দিকে গেল সবে ঊর্দ্ধমুখে ধাইয়া॥
প্রথমে ডাকিয়া কৈল নায়েব কোটালে।
সাবধান কালা রায় কেহ পাছে চলে॥
বসিল আঁটিয়া ঘাট গুজর ফাটক।
পথে ঘাটে যারে পায়ে তখনি আটক॥
মায়্যা হৈয়া হরকরা পশে সব পুরে।
বৈরাগী ফকির হৈয়া ফিরে দ্বারে দ্বারে॥
বিদেশী অতিথ পথী হাজারে হাজারে।
ধরি ধরি আনি সব রাখে কারাগারে॥
কপাট পড়িল সব ভরিয়া সহরে।
ক্ষেণেকেতে হাহাকার হইল নগরে॥
অগ্নি-জল জন্য কেহ বাহিরে না যায়।
অট্টালিকা পরে কেহ না চড়ে শঙ্কায়॥
কোটালের ছোট ভাই আর চারি জন।
অগ্নি রায় পূর্ব্বদ্বারে করিল গমন॥
হাজার সোয়ার সঙ্গে সোয়ার হইল।
সহর প্রধান দ্বারে আগলি বসিল॥

ধূম রায় সুম রায় জুম রায় আর।
এই সাজে ফৌজে রুদ্ধ কৈল আর দ্বার॥
চারি দ্বারে চারি ভাই চারি হাজার ঘোড়া।
পাঁচ পাঁচ হাজার প্যাদা প্রতি দ্বারে খাড়া॥
শালের মুড়াসা বান্ধা চড়ি মিয়ানায়।
থানে থানে দ্বারে দ্বারে ফিরে উল্কা রায়॥
অযুত সোয়ার আর পদাতি বহুল।
পাঁচ বাজনা বাজে সঙ্গে শুনিতে তুমুল॥
কালা রায় নীলা রায় তারা দুই ভাই।
পাঁচশত নৌকা সঙ্গে ফিরায় দোহাই॥
দাঁড়ের জলকরে চড়ি বায়ু-বেগে ফিরে।
দ্রোণীহ রাখিতে কেহ নাহি পারে নীরে॥
হরকরা সবে প্রতি আড়ায় দিলে কাড়া
হাতে হাতে পথে পথে ডাক চকি খাড়া॥
রাজপথ রুদ্ধ কৈল বাহিরে আসিয়া।
কয়েদ করে নানা দেশী কছিদ পাইয়া॥
কার গলে যদি দেখে কুসুমের মাল।
তথাপিএ লোক তার তৎক্ষণেতে কাল॥
তেগা তলোয়ার ছয়েপ দেখে যার করে।
তখনি অমনি নেয় ফাটকের ঘরে॥
দিবা গেল এই মতে রাত্র উপনীত।
উল্কা রায় করে লক্ষ উল্কা প্রজ্বলিত॥
নিশি ভরি চকি দিয়া আছিল আলোতে।
সল্লা করে বসি মধু সিংহের সহিতে॥
প্রভাতে হুকুম কৈল লোক ডাকাইয়া।
ঝাড়া লও নগরের হাবেলী ঘিরিয়া॥

যত মহাজন যত বাঙ্গাল বানিয়া।
খোসবাসী আছে যত আটকাও আনিয়া॥
করিব তজগিরা দেখি আপন-নয়নে।
গাড়া ধরা কি মাল আছে কাহার ভুবনে॥
আজ্ঞা পায়্যা দশ দিকে ধায় আর চর।
পাশ-ছোটা হাতে যেন যমের কিঙ্কর॥
বুধু সাহা সিধু সাহা আদি শত ঘর।
মণে মণে মাপে যারা সোনার মোহর॥
দিনু দাস মনু দাস জরিয়ার সরদার।
তরাজুতে করে যারা রত্ন-কারবার॥
নিত্যব্রহ্ম রামদাস পোদ্দার-প্রধান।
চকেতে প্রধান যার শতেক দোকান॥
হরজীউ গরজীউ খোসবাসী যত।
কাঠঘরে বেড় দিয়া বান্ধি আনে কত॥
শ্রীরামদয়াল নামে খাজাঞ্চি সরকারী।
ঘেরে উল্কা রায়ের চরে এ সকল পুরী॥
লাখে লাখে পুরী আর ঘিরিয়া ঘিরিয়া।
বাড়ীর যাহারে পায় আনয়ে ধরিয়া॥
কত নারী যুবতী কেশরি-মধ্য-ক্ষীণা।
ব্যস্তে ধায় বুকে মুখে বসন-বিহীনা॥
উরু-কুচ-নিতম্ব-ভরেতে হেলি পড়ে।
ছিন্ন হার কঙ্কণ কেয়ূর ভূমে গড়ে॥
ইতিমধ্য ফলিবারে হরির মন্ত্রণা।
যাথে পাবে ধনপতি অশেষ যন্ত্রণা॥
যে দিন রাত্রিতে চুরি রাজার মহলে।
কাক-রবে চোর দ্রব্য বেচিবারে চলে॥

উপনীত আসি সেই পল্লীর সীমায়।
যে পল্লীতে ধনপতি কেরায়া বসায়॥
বাহির হইছে সাধু প্রভাত-ক্রিয়াতে।
ধনীরাম মণিরাম ভাণ্ডারী সহিতে॥
গামছা কাহার হাতে কার হাতে ধুতি।
হেন কালে চোর সঙ্গে হইল সংহতি॥
ভূমিতে প্রণাম করি জোড় করি কর।
চোর বলে প্রভু মোর ভোজপুরে ঘর॥
ছাড়িয়া আপন দেশ হৈয়া একেশ্বর।
চিরকাল এই দেশে রহিছি চাকর॥
মণিপতি নাম মহাসাধু এই দেশে।
জানয়ে সকল লোক অশেষ বিশেষে॥
অতি এতবারে মোরে পুত্রতুল্য চায়।
সপ্তম বৎসর হৈল গিয়াছে সদায়॥
না ফিরিল পুনর্ব্বার না পাই সংবাদ।
এই মনস্তাপে মোরা সকল বিষাদ॥
লক্ষ্মীমতী পতিব্রতা তাহার ঘরণী।
কান্দিয়া করেন ক্ষেপ দিবস-রজনী॥
এহাতে সুসার যত অগোচর কি।
দ্রব্যজাত বিক্রির নির্ভরে সবে জী॥
মণিময় এক হার এক তলোয়ার।
পাঠাইলে মোরে অদ্য বেচিতে বাজার॥
তাহাতে প্রথম দেখা অতি সুপ্রভাতে।
মনে যদি লয় তবে দেখুন সাক্ষাতে॥
মনঃপূত দ্রব্য হৈলে রাখান সরকারে।
নহে ফিরাবেন কি দোষ আহারে বেভারে॥

বস্তু উপযুক্ত হয় এমত সংসারের।
মূল্য হেতু যাবা পাব কাজ দলালের॥
শুনি সদাগর হাসি হাত পসারিল।
হলাহলময় হার হাতে হাতে দিল॥
কাঠী হতে খুলিয়া তলোয়ার রাখে কাছে।
যে তলোয়ারের ছটা জহরেতে ডুব্যা আছে।
দেখি মাত্র ধনপতি হইল বিস্ময়।
এমত অপূর্ব্ব দ্রব্য ভাগ্যেতে ঘটয়॥
না দেখি এমত আর আমার বয়েসে।
কোন ভাগ্যে জানি মিলিল অনায়াসে॥
চোরকে ইসারা কৈল আসিতে অন্দরে।
ধনীরামে কহিল কপাট দেও দ্বারে॥
করিলে জিজ্ঞাসা চোরে কি নাম তোমার।
কহিলেক সত্তারাম নাম অভাগার॥
পুছিলেক কিবা মূল্য হইবে ইহার।
বলিল পছন্দ নাকি হইল এ হার॥
কহিল পছন্দ হৈল মূল্য যদি বলে।
বলিব বনিব সেই যেইরূপে বলে॥
দরে মূলে কিবা কাজ যেখানে আপনি।
লাখেতে মিলিবে তুই ইহা আমি জানি॥
শুনি ধনপতি হেরি জামাতা ডাকিয়া।
বলিল দেখিতে মূল্য হারের আসিয়া॥
রাণীর গলার মণিময়ানন্দ হার।
তিন হারে ছয় লহরে মুক্তা বিশ হাজার॥
বিশ বিশ রত্তি প্রতি মুক্তার ওজন।
তাথে মাণিকের বন্ধ অরুণ-কিরণ॥

পঞ্চবিশ পঞ্চবিশ বন্ধ প্রতি হারে।
দেড়শত হৈল বন্ধ লিখিতে শুমারে॥
বন্ধহ ওজনে বিশ বিশ রত্তি হয়।
মধ্য-হারে ধুক্‌ধুকি সেহ মণিময়॥
লঘুতরা বিশ রত্তি লট্‌কনের মুতি।
অন্ধকারে দীপ-প্রায় প্রকাশিল জ্যোতি
মধ্যেতে জ্বলিছে অতি শ্বেত হীরা খান।
বিশ মাষা আভা পূর্ণচন্দ্রের সমান॥
মাষা যার বিশ হাজার আর জবা যার।
মালার মেরুতে তিন ঘুণ্টিহ মুক্তার॥
সেই তিন বিশ রত্তি হইল ওজনে।
চন্দ্রভান দেখি তাহে আঁকে হর্ষ মনে॥
আঁকিলেন মূল্য সেই হার মনোহরে।
চন্দ্রভান তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজারে॥
দেখাইলে মূল্য-অঙ্ক নয়নে ঠারিয়া।
বিশ হাজার কৈল পণ তলোয়ার ধরিয়া
রতনে জড়াও কব্জা জড়িয়াছে তাথে।
শ্যামবর্ণ চমকিছে জৌহরের সাথে॥
ভাবি ধনপতি তখন বলিল চোরেতে।
দড় বল কিবা পণ লইবা ইহাতে॥
লক্ষ যে কহিছ পণ ইথে হারে হারি।
অর্দ্ধ-পণে যদি ছাড় তবে আমি পারি॥
চোর বলে পর-দ্রব্য সে বলিছে যাহা।
আমি কি করিয়া ঘাটাইতে পারি তাহা॥
না দিও দালালী বরং লক্ষ বিনা আর।
তথাপি তোমার সঙ্গে করিব বেভার॥

বাদাবাদে পঁচাত্তর হাজারে চুকিল
হরিষ অপারে শীঘ্র পণ বুঝাইল ॥
ওজনেতে পণেতে হারেতে বিশ বিশ।
এ সকলে বিশ সদাগরে হৈল বিষ ॥
হাতে করি লৈয়া হার চোর বিদায় দিল।
গাড়ী ভাড়া করি চোর টাকা নিয়া গেল ॥
পরদিন মহাহর্ষে শ্বশুর জামাই।
ঘরেতে ঘটিল লাভ সুখ-সামা নাই ॥
বালাখানায় মছলন্দে বসিয়া সদাগর।
গলে দিয়া সেই রাজ-যোগ্য হারবর ॥
বার দণ্ড বেলা বাজাইছে ঘড়্যালেতে।
হেন কালে উল্কা রায়ের চর হাওলীতে ॥
গল্লি হইতে দেখে তারা উপরে চাহিয়া।
বসিছে দুজন মহা হরিষ হইয়া ॥
গলে চমকিছে রাজ-যোগ্য হার অতি।
দেখি দেহুড়িতে তারা আইল শীঘ্রগতি ॥
অমু সিংহ মমু সিংহ পাঞ্জাবী হরকরা।
সঙ্গে দশ জন উল্কা রায়ের পাহারা ॥
আপোষে করিয়া যুক্তি অমু সিংহ ধাইল।
মধু সিংহ কানে যাইয়া সংবাদ বলিল ॥
নিকট সহরে এক আসিছে তোজার।
শীঘ্র লোক দাও তার পুরী ঘিরিবার ॥
শুনি উল্কা রায় কৈয়া ধাইল পায়দল।
তীব্র-গতি সবে অতি ক্ষিতি টলমল ॥
অমু সিংহে বলে মোর সঙ্গে মহাশয়।
আগে চল লালু জমাদারের কর্ম্ম নয় ॥

দৌড়াদৌড়ি যাইয়া সবে অমনি ঘিরিল।
হার তলোয়ার সঙ্গে অমনি বান্ধিল ॥
গরুড়-মুখেতে যেন পড়িল ভুজঙ্গ।
ক্ষুধিত সাচান যেন দেখিল বিহঙ্গ ॥
মৃগ-শিশু পড়িলেক কেশরীর নখে।
সফরী ফাফর যেন মকরের মুখে ॥
মহাকোলাহল হৈল চোর পৈল ধরা।
সাধু-সাথী সব সনে সেই হার-হরা ॥
দুজনাকে উল্কা রায় আপনে বান্ধিয়া।
প্রচুর মারিয়া পুছে মছনদে বসিয়া ॥
শোন অরে সদাগর চৌর্য্যেতে অভ্যস্ত।
তোর লাগি দুই দিন এ সহর ব্যস্ত ॥
অরে ফণিমণি-হরা চোট্টা অগ্নি-গিলা।
আর কেবা সাথী তোর ত্বরা আনি মিলা ॥
নহে বান্ধি কুঞ্জরের পদেতে এখন।
গলি গলি ফিরি মজা জানিবি কেমন ॥
কড়মড়ি করি দন্ত গালে মারে চড়।
ধনপতি-হিয়া ধক্‌ধক্ ধড়ধড় ॥
আর লোক চারিদিগে লাথি কিল মারে।
সাধু যম-সম দেখে যার পানে হেরে ॥
না সরে বচন দেখি উত্তর কি দিবে।
কিসে কি হইল ইথে কিমত করিবে ॥
বলে ওহে মহাশয় কর তজবিজ।
আমি ত ইহার কিছু নাহি জানি বীজ ॥
মারি ধৈলে (?) মধু সিংহ বলে জানি তোমা।
শুনিয়াছি চোরের না ছিনালের মা ॥

লৈয়া চলে উল্কা রায় দেরি না যুয়ায়।
তোর যম ছিলে এই খায় কালী মায়॥
হাওলীতে চকি রাখি করিলে বাহির ;
শুনি আর চারি ভাই আল্য যেন তীর॥
তারা আসি ধনী মণি বিশাই কাঁড়ারী।
সকল বান্ধিয়া লইল জয়-রব করি॥
এক পাছে শতেক ধাইয়া ধরি আনে।
মহাকোলাহল হৈল ভূপতি-ভুবনে॥
লাখে লাখে লোক যত পাছে পাছে ধায়।
মাটী পরশিতে নারে সবে লৈয়া যায়।

সভা-বর্ণনা

সভা-মধ্যে রত্ন-সিংহাসনে নরপতি।
শিরে শোভে ছত্র সে অরুণ-জিনি ভাতি
ফক্‌ফক্‌ জ্বলে মণি ত্রিপুণ্ড্রক ভালে।
মিস্‌মিস্‌ শুক্তি-মুক্তা ভ্রূমধ্যে জ্বলে॥
জগমগ শিরে চাঁরা রত্ন বান্ধা যাহে।
তর্‌তর্‌ কাঁপে কঙ্কপাখী-পাখা তাহে॥
ঝকমক্‌ জরি জোড়া সাজে কলেবরে।
দপ্‌দপ্‌ জিনিয়া বদন-সুধাকরে॥
চক্‌মক্‌ সুবর্ণ-কবচ-জোড়া পরে।
ধক্‌ধক্‌ হীরাময় হার শোভে উরে॥
টল্‌টল্‌ মুকুতা-কুণ্ডল কানে দোলে।
ঢল্‌ঢল্‌ গজমুক্তি-মালা দোলে গলে॥

কস্‌কস্‌ কসা তাস পটুকা কটীতে।
ঝল্‌ঝল্‌ ঝক্‌মকি স্বর্ণ-ঝালরেতে ॥
ডগমগ সপ্ত কন্যা চামর লইয়া।
ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া ॥
ঝন্‌ঝন্‌ লাগে কানে কঙ্কণের ধ্বনি।
চক্‌মক্‌ চামর-দণ্ডেতে জ্বলে চুনি ॥
গল্‌গল্‌ ভাটে যশ পড়িছে ডাকিয়া।
জয়জয় স্তুতি করে বন্দী বিরচিয়া ॥
টলমল বসুন্ধরা কাঁপিছে প্রতাপে।
থর্‌থর্‌ অমাত্য সকলে হেরি কাঁপে ॥
মিটিমিটি নয়নেতে চাহে যার পানে।
ধক্‌ধক্‌ বুক বাক্য না সরে বদনে ॥
ফিস্‌ফিস্‌ করি কথা সভাসদ কয়।
ঝট্‌ঝট্‌ উঠে যার পানে দৃষ্টি হয় ॥
ছব্‌ছব্‌ জল-যন্ত্র সম্মুখেতে ছোটে।
বিন্দু বিন্দু বিন্দু হৈয়া পড়িছে নিকটে।
ঠন্‌ঠন্‌ বাজে ঘড়ি দেউড়ি পরেতে।
ধুন্‌ ধুন্‌ ধুন্‌ বাদ্য বাজে নহবতে ॥
বসিয়া দক্ষিণে বেদবেত্তা দ্বিজগণ।
রাজনীতি কহে কেহ ব্রহ্ম-নিরূপণ ॥
অদূরেতে দাঁড়াইয়া পাত্র অধোমুখে।
চিত্রমূর্ত্তি-তুল্য জোড়-কর রাখি বুকে ॥
বামে সঙ্কুচিত দিব্য বেশেতে কুমার।
বৃদ্ধ মন্ত্রী সকল বসিয়া বামে তার ॥
অসি-চর্ম্ম-ধরা অঙ্গে মত্ত ক্ষত্রিগণ।
পংক্তি বান্ধি পৃষ্ঠদেশে করিছে আসন ॥

রাজচিহ্ন আছে সব সিংহাসন পরে।
দূরে খাড়া ভৃত্যগণ অসি-চর্ম্ম-করে॥
সম্মুখে আরজবেগ স্তম্ভ গায়ে মিশা।
বার তিথি ঋক্ষ যোগ শুনায় জ্যোতিষা॥
খিলি-দোনা পুষ্প-মাল্য স্বর্ণ-পাত্রে করি।
জড়াও-ডিবিতে কত দ্রব্য সারি সারি॥
দূরেতে প্রণমে লোক বিবিধ বিধান।
নকিবে ডাকিছে সাবধান সাবধান॥
আসোয়ার যুথে যুথে খাড়া আঙ্গিনায়।
দ্রুত দ্রুত আসি নানা সংবাদ জানায়॥
হস্তী রথ অশ্ব আদি চতুরঙ্গ দল।
নিয়ত নিয়ত স্থানে রাখিছে সকল॥
তুষ্ট হৈয়া কার তরে করিছে প্রসাদ।
রুষ্ট মনে কার প্রতি ফলিছে প্রমাদ॥
মহাঠাটে সভা-মধ্যে বসি মহাবীর।
প্রতাপেতে দশানন পুণ্যে যুধিষ্ঠির
এতেক সম্ভারে রক্ত-বদনে বসিয়া।
নতশিরে রদ্ধ(?) চোর ভাবিয়া ভাবিয়া॥
হেনকালে চোর নিয়া আসিছে কোটাল।
কবি ভয়ে কাঁপে কিবা হইবে জঞ্জাল॥
দূর হতে দণ্ডবৎ করে উল্কা রায়।
পাত্র দেখি আরজবেগীর পানে চায়॥
বুঝিয়া আরজবেগী জোড় কর করি।
নিবেদিলে কোটাল আইলে চোর ধরি॥
হার তলোয়ার চোর সকল সহিতে।
সম্মুখেতে খাড়া এবে কি আজ্ঞা ইহাতে॥

ইঙ্গিতে আদেশ হৈল সম্মুখে আসিতে।
আন আন বলি সবে লাগিল ডাকিতে॥
ধীরে ধীরে চোর-সহ নিকটে আসিয়া।
দণ্ডবৎ করি গলে বসন বান্ধিয়া॥
করজোড়ে উল্কা রায় কহিছে বচন।
মৃত্যু নাহি ভাগ্যবলে বাঁচিছে জীবন॥
ধরিয়া আনিছে এই সেই চোর দুষ্টে।
ছিলে কিছু অন্নজল আমার অদৃষ্টে।
নিবেদিল মধু সিংহ জোড় করি কর।
চুরি করি এই বেটা আর ধনেশ্বর॥
বিত্তের নাহিক ওর চুরির প্রসাদে।
চিরকাল পরে এবে ঠেকিছে আপদে॥
ধনপতি চন্দ্রভান ধনী মণি আর।
মাঝি-সাথে কৈল খাড়া সম্মুখে রাজার॥
হারা হার তলোয়ার পাত্র হাতে করি।
মসনদের কাছে নিয়া রাখি দিল ধরি॥
দেখি নরপতি অতি হরিষ অন্তরে।
তথাপি আরক্ত আঁখি বাহ্যে রাষ্ট্র করে॥
অরুণ-বদন ঘোর গভীর রায়েতে।
বলিলে আরজবেগী আয়ত আগেতে॥
পুছত তস্করে আগে গুণ্ডা যাদুগীর।
তক্ষকের মণি কৈল ফুঁয়েতে বাহির॥
কোন্ দেশে বসে আর কি নাম ইহার।
কিরূপে আমার ঘরে চুরি কৈল হার॥
আছে কোন দানাভূত ইহার সহায়।
লুকাঞ্জন খেচরী কি গুটিকা দ্বারায়॥

সে সকলে আসি এবে সহায় হইয়া।
রাখুক আমার হাতে অদ্য বাঁচাইয়া॥
দড়ি দিবে ওরে যবে আমার আজ্ঞায়।
কি করিবে লুকাঞ্জনে ভূত-গুটিকায়॥
তাল বেতাল আসে যদি সহায় হইয়া।
তবু তাথে মোর হাতে না যাবে বাঁচিয়া॥
বল দেখি লইবারে ব্রহ্মার সংসার।
বন্ধুগণে বিদায় মাগুক এ যাত্রার॥
প্রণাম করিয়া আরজবেগী পুছে চোরে।
নৃপতি-আজ্ঞায় কথা ডাকি বারে বারে॥
ধনপতি বলে মোরা চুরি করি নাই।
ভাল মন্দ দোষ গুণ জানেন গোসাঞি॥
সাঁচা করি বলি প্রভু হরি নাই হার।
নহে কর যাহা ইচ্ছা ধর্ম্ম-অবতার॥
আঁখি কোণে চোর পানে নিরখয় রায়।
দেখে মহাজনী ঠাট গঠনে বুঝায়॥
রূপেতে শ্রীমন্ত যাহা না সম্ভবে চোরে।
দীর্ঘ বাহু দীর্ঘ নাশা পীন স্কন্ধ উরে॥
সিধা সাদা কথা অতি তুন্দিল উদর।
প্রত্যেক অঙ্গেতে পড়ে রাজার নজর॥
মূল দয়াময় ভক্তে প্রাণে না মারিবে।
সেই হেতু কিছুকাল হাপসে রাখিবে॥
আজ্ঞা কৈল কোটালের পানেতে তর্জ্জিয়া।
রাখ নিয়া বাপ তোর হাপাসে ফেলিয়া॥
উল্কা রায় হটিল ধরিয়া চোর-করে।
প্রণাম না করে পুনঃ দাঁড়াইয়া ডরে॥

মধু সিংহ সাবধানে আসি সম্মুখেতে।
ধনপতি-ধনের তজগিরা দিল হাতে ॥
হেরি হাসি নরপতি পাত্রে সমর্পিলে।
ত্বরিতে ভাণ্ডারে আন ইঙ্গিতে বলিলে ॥
মধু সিংহে পান দিয়া উঠিল রাজন্।
হরষিতে হাতে করি সে হার রতন ॥
ছত্রপটে কি হৃষ্ট মনে নৃপতি উঠিল।
ভবানী সহায় বলি নকিবে ডাকিল ॥
রাণীর সুকণ্ঠ বিরাজিত সেই হার।
আনন্দে আপনি নিলে সহিতে তলোয়ার ॥
রাখি রাণী কাছে কহে কৌতুক করিয়া।
নিছিল যে চোর হার বুক বিচারিয়া ॥
আনিয়াছি দেখ সেই হার চোর-সনে।
পুছ তাহে নিন্দে সিন্দ মারিলে কেমনে ॥
রাণী বলে চোর পাল জান চুরি-মর্ম্ম।
চোর-সনে কথা কহা নহে নারী-ধর্ম্ম ॥
এইরূপে দুজনাতে চাতুরী করিয়া।
তুষিলে রাণীকে রাজা হার গলে দিয়া ॥
নারায়ণ করি চোর সাধুরে সিংহলে।
কোপমনে ধনপতি-দুঃখ-হেতু চলে ॥
কোটাল সাধুরে চক-মধ্যে বেড়ী দিয়া।
মহাকষ্টে কারাগারে ফেলিল আঁটিয়া ॥
ডাকিয়া কহিয়া দিল শক্ত নিগাবানে।
সাবধান দিবানিশি রাখিবা নয়নে ॥
নাইয়া আদি যত লোক রাখিল আটকে।
নারায়ণ সাধুকে ফেলিল ঠকঠকে ॥

কোপে অকরুণ-মন হৈলা নারায়ণ।
সিংহলে রহিলা সাধু নিগড়-বন্ধন ॥
চান্দের যে দশা না পূজিয়া পদ্মাবতী।
অজ্ঞান সাধুকে তাহা কৈল রমাপতি ॥
গত হৈল বহুকাল এই কঠোরেতে।
দৈন্য-দেব অবতীর্ণ সাধুর পুরেতে ॥
আয় শূন্য ব্যয় গাঢ় এই কুলক্ষণে।
হাহাকার রব হৈল সাধুর ভুবনে ॥
প্রভুর হইলে কোপ কে রাখিতে পারে।
দাস দাসী যত ছিল গেল দেশান্তরে ॥
অগ্নিদেব কৈল লোভ সমুদয় পুরী।
সাধুর রমণী ভ্রমি ফেরে বাড়ী বাড়ী ॥
[কি হৈল কি করিবে ভাবে মনে মনে।
নল-হানা দময়ন্তী যেমন বিপিনে ॥]

বিরহ-বর্ণন

নিরন্তর নয়নেতে শোক-ধারা কত।
রাজরাণী-তুল্য হৈয়া কপালেতে এত।
তৈল বিনা সুকেশীর জটা কেশ-ভার
মলিন এখন সেই শরীর সোনার ॥
তবু রূপে নিন্দা করে বিদ্যুৎ-গরিমা।
ধূলি-ধূসরিত যেন কাঞ্চন-প্রতিমা ॥
এই মত নানা কষ্ট পাইয়া দুজনে।
ভিক্ষায় উদর পূরি রহিছে জীবনে ॥

দিদি মাসি বলি আসি যায় ঘরে ঘরে।
দেখাইয়া নিজ নিজ সীমন্ত-সিন্দূরে॥
তারা সবে দেখি তাথে সুলক্ষণ পাই।
বলে আইলো তোর ত আয়ত ঘুচে নাই॥
শুনি ভাবি কান্দে বামা বিষাদ-অন্তরে।
হায়রে নিঠুর নাথ সঁপি গেলা কারে॥
কি দোষে ত্যজিলা মনে ভাবিয়া না পাই।
নহে এথা এ যে ব্যথা কহিয়া পাঠাই॥
মনে ভাবি পড়ে মাত্র এই দোষ মনে।
শুয়্যাছিলাম পুষ্প-শয্যা নিশিতে যখনে॥
করিলা যতন যত রস মনে স্মরি।
না মানিয়া ছিল তখন অভাগিনী নারী॥
পতি-ধন কেমন কেমন কোন্ রস।
নাহি ছিল জ্ঞান মাত্র নিদ্রায় অলস॥
তাথে কহিছিলা অতি কোপ করি মনে।
দিবা তার প্রতিফল বিদেশ-গমনে॥
বিচ্ছেদে ছাড়িয়া যাবা বিরহিণী করি।
ছাড়িব ভূষণ বেশ শোকে তোমা স্মরি॥
পাণ্ডুরিত হবে গণ্ড রুক্ষ হবে কেশ।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা হৈয়া করিব আবেশ॥
বুঝি প্রাণনাথ মোরে তেমতি করিলা।
অকালের অপরাধে অবলা ছলিলা॥
পাই সেই সাজা আসি দেখহ নয়নে।
হীনতনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে॥
হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড রুক্ষ কেশ অতি।
ঘরে আসি দেখ মোর এ সব দুর্গতি॥

রহিয়াছি চির-বিরহিণী দীন মনে।
অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথ-পানে ॥
নয়নে সতত নীর অন্তর কাতর।
এবে রোষ ত্যজি ঘরে আসহ সত্বর ॥
সকল ফলিছে কথা বলিছ যেমন।
ঘরে আসি দেখ নারী হয়েছে কেমন ॥
বস্ত্র বুকে না রাখিছে বিচ্ছেদ লাগিয়া।
এখনে কেমন আছ মনে পাসরিয়া ॥
গেলা যেন দু' নখেতে তৃণ ছিঁড়ি যায়।
এত পুঞ্জ পুঞ্জ প্রেম ফেলিলা কোথায় ॥
যত শোক উঠে মনে কহিতে দুষ্কর।
মূকের স্বপন তেন হয়েছে অন্তর ॥
না সহে এ দারুণের বিরহ আগুনি।
ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী ॥
শুষ্ক অঙ্গে ছাই মাখি জটা করি কেশে।
প্রাণনাথ ভিক্ষা করি ফিরি দেশে দেশে
যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে ॥
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বান্ধিছ আপনি।
তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী ॥
শীত-ভয়ে যে বুকেতে লুকাইছ নাথ।
বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত ॥
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্টমনে।
সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কানে ॥
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা-পাত্র করি।
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী ॥

তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি।
নাহি চিনে পাপ প্রাণ সংযমনী-পুরী ॥
আর তব স্থাপ্য ধন বিষম যৌবন।
লুকাইয়া লৈয়া ফিরি দরিদ্র যেমন ॥
কতেক বৈরীর হাতে রাখি লুকাইয়া।
তোমা শোকে সেহ নিতি যাইছে বহিয়া ॥
এইরূপে বিলাপ রমণী করে নানা।
কবি বলে বিরত [কি] জানি যায় জানা ॥

সাধুর প্রতি হরির দয়া

এক দিন তুহে ভিক্ষা করিতে গেছিল।
দ্বিজে পূজে সত্যদেব তথায় দেখিল ॥
সকলে কামনা করি বর মাগি লয়ে।
দেখি উপজিল ভক্তি তুহার হৃদয়ে ॥
মায়ে ঝিয়ে প্রসাদ খাইয়া মাগে বর।
ভগবান্-পদ ভাবি কান্দিয়া বিস্তর ॥
সাধু মোর সদায়েতে গিয়াছে বিদেশ।
আছে নাহি না পাইল তাহার উদ্দেশ ॥
জামাতার সঙ্গে সাধু আসুক ত্বরিত।
তবে নারায়ণ-সেবা করিব নিশ্চিত ॥
এ বলিয়া বিস্তর করুণা দোহে করে।
দয়া উপজিল দয়াময়ের অন্তরে ॥
তাঁরে সবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নানা ভাবে।
তাঁহারে সকলে সম ভাব ঠিক ভাবে ॥

বর মাগি ঘরে আসি অমনি রহিল।
সত্যদেব সুনেত্রারে স্বপন কহিল॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরি নারায়ণ।
সুনেত্রার কানেতে কহিল বিবরণ॥
কি কারণ চলিয়াছ পাবা চন্দ্রভান।
বিয়োগিনী কুমুদিনী লভিবে পরাণ॥
নিশিশেষে সুস্বপন সুনেত্রা দেখিল।
প্রভাতে উঠিয়া বৃত্ত মায়েতে কহিল॥
স্বপ্ন শুনি সাধু-বধ স্মরে ঘনে ঘন।
চকোর চামার চন্দ্র চম্পক চন্দন॥
দঢ় ভক্তি করি দোহে প্রভুর চরণে।
নিত্য ভিক্ষা করি পূজে সত্যনারায়ণে॥
পূজা করি কৈল ঋণী ত্রিলোক-ঈশ্বর।
কামনা মনেতে পতি-আগমন ঘর॥
ঋণী হৈল লক্ষগুণে শোধে গুণনিধি।
শাক খাইয়া যুধিষ্ঠিরে ভক্ষ নানাবিধি।
ক্ষুদ খাইয়া দ্বিজে দিল ঐশ্বর্য্য একান্ত
রাখিতে দ্রৌপদী-লাজ বসন অনন্ত॥
গণিকার অর্দ্ধভুক্ত বদরী খাইয়া।
দয়াল পরম পদে নিলে তরাইয়া॥
এমত দয়াল হরি ভক্তেতে ভজয়।
করুণা জন্মিলে দয়াময়ের হৃদয়॥
ভকত-অধীন হরি অনাথের বল।
নির্দ্ধনীর ধন প্রভু নির্ব্বলী-সম্বল॥
পরকাল একালের বন্ধু নাহি আর।
বিচারি করিও নারায়ণের উদ্ধার॥

হেন প্রভু সুনেত্রা পূজয়ে দিনে দিনে ।
দয়াময় দয়া করি চলিলা দক্ষিণে ॥
কারাগারে ধনপতি অতি বিদশায় ।
অর্দ্ধ-রাত্রে সাধু কাছে গেল স্বপ্ন-প্রায় ॥
শীতল করেতে মুখ মাজিয়া সাধুর ।
কহিল সঙ্ক্ষেপে বাণী অতি সুমধুর ॥
চিন্তা নাহি গেল দুঃখ হও হরষিত ।
সত্যদেব নাম মোর সুনেত্রা-প্রসিত ॥
যাহাকে পূজিয়া পাইলা সুনেত্রা নন্দিনী ।
পুনঃ পূজা পাসরিলা সুখে তেঁ এমনি ॥
চক্ষু মেলি বৈশ্য দেখে আর কেহ নাই ।
সুগন্ধে ভরিছে ঘর হর্ষে সীমা নাই ॥
অন্ধকার ঘরে তেজঃপুঞ্জ শূন্যভরা ।
না জাগে প্রহরী কেহ সব নিদ্রামরা ॥
দেব-বয়ৎকার সব হৃদয়ে জানিল ।
নিতান্ত ভক্তির প্রেমে কান্দিতে লাগিল ॥
উঠি বসি কার অতি দড় ভক্তিমনে ।
করিল উত্তম স্তব ভাবি শ্রীচরণে ॥
অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশ অক্ষরে ।
উচ্চরায় স্তব করে যুক্ত যুগ করে ॥

পঞ্চাশদ্বর্ণ-স্তুতি

অধম অনাথ অন্ধ অশেষ অজ্ঞানে
অকাল অভাব হর অঞ্জনবরণে ॥

আসি আজু আপনে আনিব আর কারে।
আদিনাথ আসি হও আদিত্য আন্ধারে॥
ইন্দিবর-রূপ ইভ-মোচন ইচ্ছাতে।
ইন্দ্রজাল কাট ঈষৎ ঈক্ষণ-ইঙ্গিতে॥
ঈশ্বর ঈকার-পতি ঈষদে নাচাও।
ঈশানার্দ্ধ দয়া করি ঈপ্সু(?) বাঁচাও॥
উপদ্রবে উৎপাতেতে উৎকণ্ঠা অপার।
উত্তাপে উদ্বেগী মাঙ্গি উত্তরে উদ্ধার॥
উচ্চৈঃস্বরে ঊর্মিতলে ঊষরে খেপিলা
ঊরুজ-সেবকে ঊর্দ্ধে আর না তুলিলা॥
ঋষি-আরাধিত ঋতু ক প্রপূজিত।
রিপুদাস ডাকে ঋণী হওসি ত্বরিত॥
ঋষ্যণতা ছায়াপ্রায় ধন নিলা হরি।
রিজ্ঞ নাহি সংসারেতে তার আশা করি।
ঌকার দেবের মাতা তুমি মাতাহীন।
ঌকারস্বরূপ ব্রহ্ম রাখ দাস দীন॥
ঌকার প্রেমেতে যশোদার পূর্ণ কাম।
ৠকারস্বরূপ তুমি চিদানন্দ ধাম॥
একাকী এদেশে নাকি মরিব এবার।
একান্ত একল এবে যে কর এহার॥
ঐহিক ঐশ্বর্য্য ঐন্দ্র পদে কাজ নাই।
ঐ ঐন্দব লাখবার ঐ পদ ধিয়াই॥
ওজস্‌স্বরূপ তব চরণ-কিরণে।
ওকসেতে নিয়া রাখ ও কীর্ত্তি ভুবনে॥
ঔদহাস্য না করিও ঔৎপাতিকে অতি।
ঔৎকটে ঔরস সম রাখ ঔরপতি॥

অংকারে পরম ব্রহ্ম অংশুময় রূপে।
অংশ মোর নষ্ট হয় রাখ অংঘ-কূপে ॥
অঃকারে অভেদ দয়া পাসরি বসিছ।
অঃ অঃ অঃ কঠোর হৃয়ে না শুনিছ ॥
কৃপাময় কৃপা করি করুণা কিঙ্করে।
কাতরে কৃতার্থ কর কৃতাণ্ডের করে ॥
খলে খল পালা করি আইলে হে লয়ে।
খগপতি খণ্ড কর খেটক খেলায়ে ॥
গেল গুরু গর্ব্ব আর গোত্র জ্ঞাতিগণ।
গৌরবে গৃহেতে নেও গরুড়বাহন ॥
ঘনশ্যাম ঘন ঘোর ঘর্ঘর ঘোষণে।
ঘেরা হতে ঘরে নেও ঘূর্ণ্যমান জনে ॥
ঙবর্ণে বিময় বিষয়-বিষ দিলা।
ঙরূপ ভৈরব রাজাতে সমর্পিলা।
চতুর্ভুজ চক্রপাণি চক্ষু মেলি চাও।
চক্রে চোর কৈলা চরিতার্থে চেষ্টা পাও।
ছলে ছিন্ন ভিন্ন হৈল ছায়া-বাজি যেন।
ছার বলি ছলি ছাওলের ছল কেন ॥
জয় জয় জগবন্ধু জগত-জনক।
জোরে যায় জীবাহব জগত-পালক ॥
ঝাঁপিত ঝড়েতে ফেলি ঝটিতে আনিলা।
ঝালে ভয়যুত জন ঝাঁপানে খেলিলা ॥
ঞবর্ণে গান বেদ গান নিরন্তর।
ঞতে ঘর্ঘরধ্বনি শুনি লাগে ডর ॥
টেটনামী নাহি জানি এথা টানি আনি।
টালিয়াছ টল টল যেন পদ্ম-পত্রে পানি ॥

ঠেকাইলে ঠগ করি ঠাকুর আমারে।
ঠিকানা করিবে কি ঠাঁইতে নিবে ঠায়ে॥
ডাঙ্গর ডাকেতে ডাকি ডুবিয়া ডরেতে।
ডাঙ্গ ডঙ্ক ডরি ডর ডাঙ্গহ ডস্তকাতে॥
ঢুলু ঢুলু আঁখি কান্দি রহিছি ঢলিয়া।
ঢোল পৈলে চোর বলি ঢাল ধরসিয়া॥
ণবর্ণেতে জ্ঞানময় অজ্ঞান-অঞ্জন।
ণবর্ণে নির্ণয় কর নিগড়-বন্ধন॥
তারক ত্রৈলোক্য-তাপ-তমের তপন।
তবাশ্বস্ত তনু কর তা করে তাড়ন॥
থর থর কাঁপে তনু দুই হয় যায়।
থাকিব কতেক আর স্থাবরের প্রায়॥
দীননাথ দীন দেখি দুঃখ কর দূর।
দুষ্টেরে দমন কর দয়াল ঠাকুর॥
ধরাধর ধর মোরে ধুমধামে ধরি।
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ কৈলা ধর্ম্ম হরি॥
নারায়ণ নরসিংহ নরকে নিস্তার।
নরপতি নেয় প্রাণ নয়নে নেহার॥
পরিত্রাণ কর প্রভু যাই পাপপথে।
পতিতে প্রহার কৈলা প্রলাপীর হাতে॥
ফিরাও নয়ন ফিরি পুজি ফলফুলে।
ফেলাইলে ফেরেতে ফণীন্দ্র-ফণা-তলে॥
বাসুদেব বিশ্বনাথ বিপদ্-বিয়োগে।
বিদেশেতে বিড়ম্বিল বলি বায়ুবেগে॥
ভীম ভবে ভক্ত ভকতের ভরাভরি।
ভ্রমে ভরা ভর্ৎস দেও ভ্রুভঙ্গী করি॥

মহাবিপত্তির মধুসূদন মোচন।
মহামোহযুক্তে মোরে মারে অকারণ॥
যশোদানন্দন যমুনায় কেলি কর।
যম-যন্ত্রণাতে যাই রাখ যদুবর॥
রমাপতি রাখ রতি রাঙ্গা পাদপদ্মে।
রামরূপ স্মরি রাখ রাক্ষসের বন্ধে॥
লক্ষ্মীনাথ লক্ষ্মী নিলা লীলায়ে লুঠিয়া।
ললাট-লিপিতে লিপ্ত লোভের লাগিয়া॥
বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠ বরজ-বিহারী।
বাড়ী নেও বারিনাথ বিদেশে না মরি॥
শনি খলা শিলাময় থাক শিশু-শিরে।
শেষ হই শান্ত কর শশাঙ্ক-নখরে॥
ষড়্‌দর্শনে নাহি জানে সর্ষপ প্রমাণে।
ষড় রাগে দেব ষড়ানন পিতা-গানে॥
সংসার সকল ভাব সাধিছ নিঠুর।
সুনেত্রার সীমন্তের রাখিও সিন্দূর॥
হরি হরি হরেকৃষ্ণ রাখহ হেরিয়া।
হায় হায় হত হই হার না হরিয়া॥
ক্ষেমঙ্কর ক্ষীণ দেখি ক্ষীরোদ-নিবাসী।
ক্ষান্ত হও ক্ষুব্ধ হেরি ক্ষেপা-স্বরে হাসি॥
মহাস্তুতি একমনে ধনপতি করে।
প্রসন্ন ত্রিলোকনাথ হরিষ অন্তরে॥
তখনি রাজার পুরে অধিষ্ঠান করি।
রাজ-শিরে আবির্ভাব দয়াময় হরি॥
স্বপনে সঙ্কট দেখাইলেন রাজারে।
অবিচারে অই সাধু কেন কারাগারে॥

মুক্ত কর যুক্তি এই বিত্ত দেও তার।
নহে বাছা স্ববংশেতে হইবা সংহার ॥

সদাগরের কারামোচন

স্বপ্নে অতি চমৎকার পাইয়া রাজন্।
প্রভাতে উঠিয়া বসি রাজ-সিংহাসন ॥
পাত্রমিত্র সভাসদ্ করিয়া মিলন।
শাণ্ডিল্য সম্বোধ করি কহিলে স্বপন ॥
চমকিত সভাসদ্ শুনি বিবরণ।
ত্বরিতে সাধুরে আন বলিল রাজন্ ॥
আদেশ করিল ভাল বিবেচক লোকে।
দুরবস্থা দূর করি আনহ সম্মুখে ॥
ভূপতির আদেশেতে তখনি লোক যায়।
মহাকষ্টে ধনপতি আছয়ে যথায় ॥
চুল দাড়ী নখ যত বাড়িছিল অতি।
কাল বস্ত্র বেড়ী পায় মন্দ মন্দ গতি ॥
কারাগার হতে মুক্ত করিয়া তখন।
যতন করিয়া দিল বসন ভূষণ ॥
ত্বরিতে লইয়া আইল রাজার সাক্ষাতে।
করেতে ইশারা করি কহিলা বসিতে ॥
সচাকিত মনে ভাবি দেব-চমৎকার।
ধীরে ধীরে পুছিতে লাগিল সমাচার ॥
কি নাম তোমার ঘর হয় কোন্ দেশ।
কি মতে পাইলে তার কহ সবিশেষ ॥

প্রণমিয়া কহে বৈশ্য জোড় করি কর।
ধর্ম্মরাজ গৌড়রাজ্যে অনাথের ঘর॥
ধনপতি নাম মোর শুন গুণধাম।
সহিতে জামাতা হয় চন্দ্রভান নাম॥
বৈশ্য জাতি প্রতি বর্ষে বাণিজ্য করিয়া।
পালি পরিজন লোক ভুবন ভ্রমিয়া॥
হস্তিনা কর্ণাট বঙ্গ কলিঙ্গ উৎকল।
বারাণসী মহারাষ্ট্র কাশ্মীর সকল॥
পঞ্চাল কম্বোজ ভোজ সৌরাষ্ট্র জয়ন্তী।
দ্রাবিড় নেপাল কাঞ্চী অযোধ্যা অবন্তী॥
মথুরা কাম্পিল্য মায়াপুরী দ্বারাবতী।
চীন মহাচীন কামরূপে করি গতি॥
এসব প্রসিদ্ধ আর নানা দেশে যাই।
সমাদর পাই সব মহারাজ-ঠাঁই॥
যে দেশে যা নাহি ঘটে দেই উপাদান।
পাইয়া ভূপালগণে করয়ে সম্মান॥
গুণের পরীক্ষা করি করয়ে আদর।
ভাসায় আদরে যেন দ্বিতীয় সোদর॥
নানা মতে চিনি দ্রব্য কে কৈলে জিজ্ঞাসা।
দৃষ্টিমাত্র আজ্ঞা হৈল ফাটকেতে বাসা॥
করস্থ হইতে মাত্র চিনি নানা মণি।
সে আকর চিনি যথা জন্মে চিন্তামণি॥
যে রত্নের মধ্যে তন্তুময় কীট থাকে।
হাতে না করিয়া মহারাজ চিনি তাকে॥
মাষা রত্তি যার যেবা নিয়ত ওজন।
হাতে করি বলি দেই করি দড়পন॥

কৃষ্ণ-তালু গজ-আদি অশ্ব নানামতে।
নক্ষত্র-ললাট চিনি নাগিনী যাহাতে॥
না চিনিয়া যা রাখিলে রাজার সংসারে।
লক্ষ্মীর প্রভাব বৎসরেতে নষ্ট করে॥
দেখিতে তলোয়ার চিনি নানা দেশী ঘাট।
তাহাতে কি করি বিধি করিলে বিভ্রাট॥
সমভাবে উঠি বসি জানি রাজনীত।
সঙ্গেতে না রাখি লোক কভু দুশ্চরিত॥
তাতে দৈব প্রতিবন্ধ আমি এ সহরে।
শুনিল রাজার কীর্ত্তি লোকে গান করে॥
হাওলী কেরায়া করি জামাতার সঙ্গে।
আজি কালি রাজাকে ভেটিব মনোরঙ্গে॥
একদিন বিদশার নিশির প্রভাতে।
তস্করের সনে দেখা আপন দ্বারেতে॥
নাম দিল মণিপতি সাধুর চাকর।
সাধু নাহি ঘরে তেঁই নারী একেশ্বর॥
দ্রব্য বিক্রি করি করি দিবস যাপয়।
রাখ হার তলোয়ার যদি মনে লয়॥
এ কহিয়া দুই দ্রব্য সম্মুখে রাখিল।
দেখি মহারাজ মুই বিস্ময় হইল॥
দৈবের অঞ্জনে লেপা গেছিল নয়ন।
নিতান্ত রাখিব ইহা দড় কৈল মন॥
পণ লাগি বাদ-অনুবাদ কত করে।
পঁচাত্তর হাজারে এ বিষ নিলাম ঘরে॥
ভোগা দিলাম তারে হেন ভাবিলাম মনে।
না জানি যে ভোগা মোরে দিবে নারায়ণে॥

ধন্য ধর্ম্ম-অবতার কলিতে রাজন্‌।
হেন অপরাধ তবু রাখিছ জীবন ॥
ধর্ম্ম সাক্ষী করি এই কহিল বৃত্তান্ত।
বোঝ এবে সন্ধানেতে যে হয় নিতান্ত ॥
কবি কহে নারায়ণ জগতের পতি।
চোর হৈতে সাধু পুন কৈল ধনপতি ॥
শুনি সদাগরের কথার পরিপাটী।
অধোমুখে রহে রাজা দন্তে জিহ্বা কাটি ॥
ধনপতি বাক্যে রাজা হরষিত মনে।
ধীরে ধীরে তুষিলেক মধুর বচনে ॥
না কহিও আর কিছু সাধু সাধু-সুত।
বুঝেছি সকল গেছে বিনাবাতে ভূত ॥
অপূর্ব্ব সংবাদ এবে পড়িলেক মনে।
শুনিয়াছি পিতামহ রাজার কথনে ॥
আর এক ধনপতি গৌড়রাজ্য হতে।
আসিছিল বাণিজ্যেতে সিংহল দিগেতে ॥
পথেতে আসিতে অতি দেখিল আশ্চর্য্য।
সমুদ্রেতে পদ্মবন গন্ধে মোহে রাজ্য ॥
তাথে এক পদ্ম-দলে বসিয়া কামিনী।
করি ধরি গিলে পুনঃ উগারে আপনি ॥
গজ গিলে পদ্মিনী বসিয়া পদ্ম-দলে।
অভেদ অরুণ পদ্ম-দলে পদ-তলে ॥
নয়ন-ভঙ্গিতে শোভে খঞ্জরীট-খেলা।
একাকিনী করিয়াছে জলধি উজ্জ্বলা ॥
সাধু এই চমৎকার দেখিল নয়নে।
আসি মাত্র এই বৃত্ত কহিল রাজনে ॥

অসম্ভব শুনি রাজা প্রত্যয় না করি।
প্রতিজ্ঞা করিল দেখাইবেক সুন্দরী॥
নৌকা আরোহণে রাজাকে তথা নিয়া।
না পারি দেখাইতে মহামায়া-মায়া॥
সাধুর দুর্দ্দশা-দিন আগমন জানি।
লুকাইল তথা হতে গজলীলা রমণী॥
কোথা পাই পদ্ম-বন সমুদ্রে চাহিয়া।
গিয়াছে সে বিশ্বনাথ-মোহিনী মোহিয়া॥
ধনপতি দ্বাদশ বৎসর কারাগারে
আছিল এদেশে সেই রাজ-অঙ্গিকারে॥
পরে তার পুত্র মহাশক্তি ভক্তমতি।
পিতার উদ্দেশে আসি ভেটিয়া নৃপতি॥
পণ করি সেই স্থানে রাজাকে লইয়া।
জগন্মাতা ত্রিলোকতারিণী দেখাইয়া॥
মুক্ত করি পিতা লৈয়া নিজদেশে গেল।
এ- দৈব চমৎকার তেমতি হইল॥
পাত্র সব বলে মহারাজ দড় এই।
দুষ্ট নহে এই সাধু অনুভব সেই॥
সাধু বলে পূর্ব্বে যদি এ সংবাদ পাই।
তবে নাকি ভূপ এ দেশের জল খাই॥
মন স্থির করিলাম হইল ভরসা।
সিংহলেতে ধনপতি নামে এই দশা॥
হাসি রাজা সাধু-তরে করিল প্রসাদ।
খেলাত আর সেই হার তলোয়ার পুণ্যদ (?)
আদেশ হইল তখন বক্‌শীর তরে।
জিনিষের ফর্দ্দ আনি দেও সদাগরে॥

পূর্ব্ব-দ্রব্য সব পূর্ব্ব-নৌকায় ভরিল।
বিনয় করিয়া রাজা বিদায় করিল॥
বিদায় পাইয়া সাধু বাহিরে আসিল।
নৌকা-ঘাটে বিশ্বনাথ-সঙ্গে দেখা হৈল॥
গলাগলি ধরি সবে আলিঙ্গন করি।
পরস্পর প্রণাম করিয়া বলে হরি॥
যমালয় হৈতে যেন পাইয়াছে ত্রাণ।
হর্ষযুক্ত ধনপতি সঙ্গে চন্দ্রভান॥
ত্বরিতে নৌকায় উঠি সবে হর্ষমতি।
ভাবি নিজ-দেশ প্রতি করিলেক গতি॥
কবি নারায়ণ কহে প্রভুর চরণে।
আপনি হইয়া সর্প ঔষধ আপনে॥

সদাগরের স্বদেশ-গমন

বন্ধনেতে মুক্ত হৈয়া নিজদেশ উদ্দেশিয়া
সদাগর বহর খুলিয়া।
জামাতা করিয়া সঙ্গে অতিশয় মনোরঙ্গে
দিন মাস পলক গণিয়া॥
সুখের দিন পাইয়া॥
ছাড়াইয়া পর-দেশ স্বদেশে আসিয়া শেষ
উত্তরিল দীর্ঘকাল পরে।
সুখে পুলকিত কায় না সরে বচন তায়
অলসে আনন্দ পুঞ্জভরে॥
নিজদেশ দেখিয়া॥

আসিয়া নদীর তটে লাগাইয়া নৌকা ঘাটে
শুনি কোলাহল হৈল অতি।
সবে মিলি ধাইয়া গেল তথায় সংবাদ দিল
যথায় বসিয়া সাধু-সতী ॥
ধনপতি দেখিয়া ॥

জননী নন্দিনী ধনী মাগিয়া যাচিয়া আনি
আটা কলা দুগ্ধ আর চিনি।
ভাবি সত্যনারায়ণ দুহে হৈয়া একমন
পূজে রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥
মনে সাধ করিয়া ॥

হেন কালে বৃত্ত শুনি সাধুর রমণী ধনী
নন্দিনী সহিতে দাঁড়াইল।
দোঁহে হর্ষে পূর্ণ হৈয়া মৃতদেহে জীব পাইয়া
নৌকা-ঘাটে অমনি ধাইল ॥
পতি আইল শুনিয়া ॥

মায়ে ঝিয়ে মুক্তকেশে দীন ক্ষীণ ব্যস্ত বেশে
অশেষ আবেশে শেষ হৈয়া।
উপনীত নদী-তীরে নৌকা বাইয়া চাইয়া ফেরে
ধীরে ধীরে মায়ের আগে যাইয়া ॥
সাধুর নৌকা তাকিয়া ॥

দুহে দূর হতে অতি দেখি খাড়া ধনপতি
ধাইয়া আসি পড়িল চরণে।
নয়নে নীরের ধার বহে যেন পারাবার
বাক্য নাহি সরিছে বদনে ॥
গত ভাব ভাবিয়া ॥

প্রভুর প্রসাদ পাইয়া সুনেত্রা করেতে লৈয়া
বসিছিল এমত সময় ।
পতি আগমন শুনি সম্বহারা হৈয়া ধনী
জননীকে লইয়া ধাওয়ায় ॥
হরিষে ভুলাইয়া ॥

প্রসাদ কোথায় পৈল তাহা নাহি মনে রৈল
হৈয়াছিল পাপ অতিশয় ।
পুনঃ মহাপ্রভু রোষ করিলা পাইয়া দোষ
তোষ করা বড়হি সংশয় ॥
কহিছে কবি ভাবিয়া ॥

নৌকা-পরে চন্দ্রভানে বসেছিলা হৃষ্টমনে
তটপানে চাহি ঘন ঘন ।
আচম্বিতে মহা ঝড় মেঘ ডাকে গুড় গুড়
হৈল জোর দারুণ পবন ॥
ধূলা উড়াইয়া ॥

মেঘের গভীর নাদ শুনি অতি পরমাদ
বিজলী সঞ্চরে পলে পলে ।
আঁখি নাহি মেলা যায় ধনপতি সাধু তায়
কি হৈল কি হৈল বোল বলে ॥
বিপরীত দেখিয়া ॥

আকাশে পরশে ধূলা বিমানের পাখীগুলা
আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমে ।
নানা বৃক্ষ লতা যত মূল হতে হৈয়া হত
পড়ে কত পবনের ধুমে ॥
না পারি সব কহিয়া ॥

তরঙ্গ গগন ধরা শিলা বর্ষে প্রাণ-হারা
কাঁপে ধরা বজ্রের গর্জ্জনে।
তাল শাল বৃক্ষগুলা ভাঙ্গি ওড়ে যেন তুলা
পাখিকুল না রহে তর্জ্জনে॥
স্থান না পাইয়া॥
দশ দিক্ অন্ধকার লোকে করে হাহাকার
ঘর দ্বার ফেলে গ্রামান্তরে।
ক্ষিতি-পরে জল ভাসে জলে বৃক্ষ লতা ভাসে
তাতে কত লোক ভাসি ফিরে॥
প্রাণ বাঁচাইয়া॥
ত্রিলোকনাথের লীলা নায় চন্দ্রভান ছিলা
ডুবিলা নদীতে আচম্বিতে।
কে জানে প্রভুর গুণ সকরুণ নিকরুণ
জন্ম গেল ভাবিতে ভাবিতে॥
লীলা না বুঝিয়া॥

পয়ার

জামাতা ডুবিল দেখি সাধু ধনপতি।
হাহাকার করি কান্দে লোটাইয়া ক্ষিতি
কপালেতে ঘন ঘন হানি করদ্বয়।
ঝাঁপ দিতে ক্ষণে ক্ষণে নদীতে ধাওয়॥
তরণী ডুবিল তটে তরুণী দেখিয়া।
অমনি মোহিল দোহে ধরণী ধরিয়া॥

বায়ু হতে কদলীর বৃক্ষ ভূমে যেন।
জননী নন্দিনী ভূমে লোটাইল তেন ॥
উচ্চ রায় হায় হায় ঝিয়ে মায়ে কয়।
নিরাধার পারাবার গলদ্ধার বয় ॥
পতি সাগরেতে শোক-সাগরে রমণী।
ডুবিল জননী-গলা ধরিয়া অমনি ॥
চির-বিরহিণী চির-দুঃখীনি তাপিনী।
চির-পিপাসিনী শুষ্ক-কণ্ঠ চাতকিনী ॥
চিরদিনে নীরদ-বিন্দুর আশা করি।
ঊর্দ্ধমুখী ঘন পানে একমনে হেরি ॥
নব নব বারিদ করিয়া বিলোকন।
তৃপ্ত-হেতু চক্ষু পসারিয়া ক্ষণে ক্ষণ ॥
পিব পিব রব করি পুলকিত মনে।
পাখ-ছাট দিয়া নৃত্য করয়ে বিপিনে ॥
দারুণ পবন আসি কৈল বিপরীত।
দূরে গেল চাতকীর যত মনোহিত ॥
জলদ উড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তে ক্ষেপিল।
তৃষিত চাতকীর মনোরথ না পূরিল ॥
অদর্শন হতে পুনঃ তাপ শতগুণ।
না নিভিল বিয়োগীর মনের আগুন ॥
অম্বুদ-বিচ্ছেদ যেন চাতকী-জীবন।
তেমতি হইয়া বালা করিছে ক্রন্দন ॥
কপালেতে করাঘাত পুনঃ পুনঃ হানি।
গলিত কুন্তলে কান্দে লোটায়া ধরণী ॥
বিরহ-বহ্নির কুণ্ড হৃদয়ে আছিল।
পুনঃ বিচ্ছেদের ঘৃতে সিক্ত করি দিল ॥

বিচ্ছেদ-স্বরূপ কেহ না পারে বর্ণিতে।
কবি বলে যে ভুগিছে সে পারে বলিতে॥
[বিষম বিরহ-দুঃখ বিদরয়ে বুক।
বাষ্প-চক্ষু মুখ হেট অতিশয় শোক॥]

রোদতি নব-বয় নারী হারি করম-বিপাকে।
বিষম বিরহ-দুঃখ ভাবি বিদরয় বুক
মুখ হেট অতিশয় শোকে॥

শোকে কাতর বালা জ্বালা সহিবে কতেক।
ক্ষণে শোকে ধাবিত পতিত ক্ষণে কম্পিত
লম্বিত চিকুর যতেক॥

যতেক অশেষ শোক জানি হাসি ঘন নিজ উরে।
নিরখি নিরখি ঘন পতিহীন পুনঃ পুনঃ
সুভানন গমন বিদূরে॥

দূরে ধায় অশেষ বিশেষ না হয় কোনরূপে।
যেন মণিহীন ফণী তেমন দুঃখিনী ধনী
আপনি মজিল শোক-কূপে॥

কূপে মজিয়া মোহিত ভীত কলেবর।
বিগলিত চিকুর বসন হইল দূর
ভূষণ পোষণ জ্বলিত অন্তর॥

অন্তর জরজর তাপে কাঁপে না সহিয়া শোকে।
কি হইল কি হইল বলি পলে পলে পড়ে হেলি
শুনি মুরছিত সব লোকে॥

শোক-ছান্দে কান্দে [ক]ত রূপ সুলোক।
লতা লুটাইয়া পড়ে বকুল ঝরিয়া পড়ে
অশোকের উপজিল শোক॥

শোক সমূহ অতিশয় ভয়ে লাজে ক্ষেপিয়া অঞ্জলি।
দুহিতা জননী গলে এহ জ্বলি শোকানলে
তিলে তিলে মূরছিত ভুলি॥
ভুলি জীবন-আশ বাস নাহি সম্বরে বালা।
বলে ধনী পুনঃ পুনঃ পতি-হীন তিল ক্ষণ
বঞ্চন নাহি যায় জ্বালা॥
জ্বালা কুলবতী জানে আনে কহিয়া কি ফল।
জনমি রমণী-কুলে ধবহীন বিধি কৈলে
মজাইলে এ সব সকল॥

ত্রিপদী

পড়ি শোক-সাগরে না দেখিয়া নাগরে
ফিরে যেন পাগলে ডাক ছাড়ি।
ক্ষণে হইয়া মোহিতা ধনপতি-দুহিতা
জননী সহিতা ভূমে গিড়॥
হইয়া জীব-শেষা বিগলিত-কেশা
লটপট-বেশা ভূমি ধরি।
শোকে হৈয়া বিমনা যম-পুরে গমনা
মনে এই ভাবনা স্থির করি॥
নাথ নাথ বলিয়া কান্দি পড়ে ঢলিয়া
কোথা গেলা ছলি নাথ মোরে।
উঠি ফিরি ভাসিয়া কথা কহ হাসিয়া
মোর শোক নাশিয়া আইস ঘরে॥

ভাবি কি করিব হরি পরে মরিব
সহিতে নারিব নারী হৈয়া।
মরণারে গণি না যম-পুর চিনি না
কার মুখে শুনি না তত্ত্ব লইয়া॥
এ দারুণ বিরহে তনু মোর না রহে
প্রাণে আর না সহে শোক-জ্বালা।
ঝাঁপ দেই সলিলে হরি মোরে ছলিলে
যাবে দুঃখ মরিলে মুগ্ধ বালা॥
যায় প্রাণ দহিয়া না পারি সহিয়া
কি করি কহিয়া কার কাছে।
হরি দয়া করিয়া নিজ-গুণ স্মরিয়া
যদি তোলে ধরিয়া প্রাণ বাঁচে॥
কহিব কারে আর কে লবে মোর ভার
ভবে কে করে পার তুমি বিনে।
পতি ডুবে জলেতে কোন্ কর্ম্ম-ফলেতে
কেন এত ছলেতে মার দীনে॥
শশধর-বদনে জল বহে রোদনে
না দেখিয়া মদনে যেন রতি।
সুতরুণ কপোলে পয়োধর বিপুলে
ধোয়ে আঁখি-সলিলে কুলবর্তী॥
ঢাকিছে চিকুরে বদন মুকুরে
চাঁদে কি চকোরে ছন্ন কৈল।
হেমময় তনুতে ধূসরিত রেণুতে
যেন নব ভানুতে মেঘ পৈল॥

মদন-সুকুম্ভে কনক-নিতম্বে
পুরিল দম্ভে দৈন্য পাইল।
বহু দুঃখ জড়িতে বিধাতার ছড়িতে
ভূমিতে গড়িতে ভঙ্গ হৈল॥

হীন পতি-সঙ্গ দূরে গেল রঙ্গ
হৈল স্বরভঙ্গ কান্দি ভারি।
জল নাহি রসনে হীন তনু বসনে
ঘন ঘন দশনে ওষ্ঠ দারি॥

শোকে ভেদে মজ্জা দূরে গেল লজ্জা
করি ভূমিশয্যা পদ্মমুখী।
বলে হায় বিধিরে জ্বলি যায় হৃদিরে
হরি নিলা নিধিরে হেন দেখি॥

কেন প্রাণ যায় না প্রিয়-পাছে ধায় না
বুঝি পথ পায় না নিসংরিতে।
কে করে প্রতীক্ষা করিবারে ভিক্ষা
না হইলে শিক্ষা এই মতে॥

এ ঘরেতে রহিয়া অনাথিনী হইয়া
এত জ্বালা সহিয়া কে রহিবে।
যাবে পরাণ ছাড়ি নতুন দেখি বাড়ী
আমারে আদ্বলা সারি কে কহিবে॥

সজল সুনেত্রা কেশাবৃত গাত্রা
অবশেষ যাত্রা প্রাণবলে।
এই মত শোকেতে হানি কর বুকেতে
মুখ ঢাকি লোকেতে ভূমিতলে॥

নারায়ণ কহিছে অপরাধ হয়েছে
হরি না সহিছে মত্ত-মতি।
ত্রিভঙ্গ কালারে ডাকিয়া বালারে
দূর করি জ্বালারে লও পতি ॥

শোকেতে অবশ হৈয়া ভূমিতলে ছিল শুয়্যা
মূর্চ্ছা পাইয়া সুনেত্রা সুন্দরী।
মেদিনী শোভন করি ঘন ঘন স্মরি হরি
মূরছিত আপনা পাসরি ॥

অনাথে করুণা হৈল স্বপনে উপায় কৈল
দয়াময় আপনে তখনে।
তেজিয়াছ পরসাদ তে কারণে পরমাদ
এবে কেন বিষাদ বদনে ॥

ব্রহ্মা-আরাধিত যাহা তুমি তুচ্ছ কৈলা তাহা
দেবরাজ না পায় যতনে।
মুখের প্রসাদ ভ্রষ্ট সকল দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ
নির্দ্দিষ্ট করিয়া মান মনে ॥

উঠ করি নিদ্রাভঙ্গ ছাড়হ এ সব রঙ্গ
দৌড়াইয়া যাও পুনঃ ঘরে।
যেখানে প্রসাদ পাও ত্বরিতে তুলিয়া খাও
তবে যাবে তব শোক দূরে ॥

স্বপ্ন দেখি শিহরিয়া হৃদয়ে আনন্দ পাইয়া
উঠি ধায় আপন-মন্দিরে।
পতিত প্রসাদ পাইয়া মহাভক্তি করি লইয়া
তুলি দিল মুখ-সুধাকরে ॥

আনন্দে চলিয়া যায় মঙ্গল দেখিতে পায়
বামে ধায় হরিণী হেরিয়া।
মৃগ গো দক্ষিণে যায় পুলকে শরীর তায়
জয়-রব ভুবন ভরিয়া॥
বৃষ গজ অশ্ব তম্বী দক্ষিণে আবর্ত্ত বহ্নি
দধি শুক্ল ধান্য পুষ্প-মালা।
হেরিয়া বিমনা মনঃ সুমনা হইয়া পুনঃ
পুলকে পূরিত ভেল বালা॥
ভূপতি পতাকা আর সদ্য মাংস ঘৃত ভার
বামে শব শিবা পূর্ণ-কুম্ভ।
তেজঃপুঞ্জ দ্বিজ যত বেশ্যা-সনে মধু কত
রজত-কাঞ্চনময় স্তম্ভ॥
শুক সনে শারী পাখী স্পন্দে ঘন বাম আঁখি
হেরি নারী কার্য্য-সিদ্ধি মানে।
কবি রায় লীলা গায় মঙ্গলে মঙ্গল তায়
মঙ্গল রাগেতে ভাল ভণে॥

দেখি সতী হৃষ্টমন নারায়ণ স্মরি ঘন
নদী-তীরে করিল গমন।
ঝড় জল গেল দূরে চন্দ্রভান নৌকা-পরে
ভাসি উঠে ভাসিল ভুবন॥
দেখি মাত্র সব লোক দূর করি সব শোক
জয় জয় রব করে অতি।
লাগিল সুনেত্রা-কানে জয়-রব হৃষ্ট মনে
লড়ে চলে গতি গজ-পতি॥

লড়ে লড়ে লড়ে ধায় হাঁটিতে পাছাড় খায়
হালি ঢুলি নিকটে আসিয়া।
নৌকা-পরে দেখি পুনঃ নিজ-পতি-আরোহণ
হেরি পড়ে আনন্দে খসিয়া॥
কহে কবি নারায়ণ দয়া কৈল নারায়ণ
চন্দ্রভান ভাসিয়া উঠিল।
রাঙ্গা পদে ভক্তি পাইয়া নানা রসে গুণ গাইয়া
হরিলীলা-পুস্তক রচিল॥

তরণী আসিয়া লাগিল কুল।
বাড়িল আনন্দ কি দিব তুল।
বিপদ্ বিষাদ সব অমূল।
আসন্ন মিলন ভাবিতে॥

কাটিয়া হৃদির তিমির ঘোর।
নব চন্দ্রভান করিয়া জোর।
উঠিল তটেতে হইল শোর।
নাগর হাসিতে হাসিতে॥

বিরহ-রজনী প্রভাত-প্রায়।
ফুটিল নবীন নলিনী তায়।
কবি কহে দেখি অরুণ রায়।
উদিত যোষিৎ রাশিতে॥

হরি হরি নিলে মায়ার জাল।
পতি দেখি সতী অতি রসাল।
সঙ্গ ভঙ্গ দিল বিরহ কাল।
অবলার শোক নাশিতে॥

আগত দয়িত সহিতে দেখা।
খণ্ডিল বিধির বিরহ-লেখা।
প্রকাশিলে চাঁদ সদয় সখা।
কুমুদিনীকুল প্রকাশিতে॥

মহেশে মারিয়া বাঁচিয়া কাম।
করিয়া অবলা-হৃদয়ে ধাম।
জাগাইতে পুনঃ আপনা নাম।
লাগিলে স্বদেশ শাসিতে॥

হরি করি দিল বন্ধুর মেলা।
অতি দূরে গেল অশেষ জ্বালা।
সুস্থির হইল হৃদয়ে বালা।
যেন ভূমি-ভার কাশীতে॥

যেমন জলেতে ডুবিছিল চন্দ্রভান।
তেমনি উঠিল ভাসি হরির সন্ধান॥
অপরূপ নারায়ণ রক্ষা-হেতু দাসে।
পুত্র-তুল্য করি রাখিছিল নিজ-পাশে॥
নায়ে নহে জল-বিন্দু আর্দ্র নহে বাস।
সে নৌকার লোকের হৃদয়ে নাহি ত্রাস॥
উদিত হইল চন্দ্রভান জলাকাশে।
উর্দ্ধ হতে দেখি কুমুদিনী পরকাশে॥
কি কহিবে ধীর সবে বলিবে অত্যুক্তি।
না মানিবে নৈয়ায়িকে না থাকিলে যুক্তি॥
বিনা দেবাসুরের মন্থনে পরস্পর।
সমুদ্রের মধ্য হৈতে উঠে সুধাকর॥

বিপরীত উপমাতে কে করে বিশ্বাস।
জলে চন্দ্র দেখি উর্দ্ধে নলিনী-উল্লাস॥
নব নব সব দ্রব্য জগতে বাখান।
কত গুণে জন্মিল নবীন চন্দ্রভান॥
সে শশাঙ্কে কলঙ্ক এ কলঙ্ক রহিত।
তাথে মৃত পদ্মিনী ইহাতে পুলকিত॥
তাহাতে তাপিনী বিরহিণী ইথে তুষ্ট।
গরল-সহ জন্মায় কত তৈল শ্রেষ্ঠ॥
দেবাসুরে দ্বন্দ্ব তাথে ইথে দ্বন্দ্বহীন।
সব গুণ ঢাকা তার হৃদয়ে মলিন॥
একযোগে দিবাকর নিশাকর দেখি।
পদ্মিনী হাসিল ইন্দিবর মেলে আঁখি॥
ফুটিলেক রবি শশী দেখি একত্তর।
নয়নেতে ইন্দিবর বদনে পুষ্কর॥
জীত পতি দেখি অতি যোষিৎ তোষিত।
কবি বলে কিছু দান করিতে উচিত॥
শুনি মাত্র রসবতী ঈষৎ হাসিয়া।
তখনি সারিলে সব চাতুরী করিয়া॥
নিজ-কান্ত পাইয়া কান্তা শান্ত করি মন
নিজ অঙ্গে দান করে বসন ভূষণ॥
শিরে উরে অম্বর দিলেক অবিলম্বে।
জঘনে নিতম্বে আর উরু জিত-রম্ভে॥
করেতে কঙ্কণ দান কর্ণেতে কুণ্ডল।
নাশাতে বেশর দান লোচনে কাজল॥
হৃদয়ে অভয় দান শোকে দান শান্তি।
বিরহে কি দায় দান ভ্রমে দান ভ্রান্তি॥

শোকে কৈল শোক দান জীবনে আশ্বাস।
মনোমতে লোভ দান প্রভুতে বিশ্বাস॥
পাত্র বুঝি বুঝি দান কৈল লক্ষ্মী-অংশা।
প্রচুর করিলে দান কবিতে প্রশংসা॥
পুনঃ কহে কবি তবে করিয়া বাখান।
এ পুথি পড়াইয়া পূজিবে ভগবান্॥
সাধু মোর সর্ব্ব দেশে রাজা সম্ভাষিতে।
পাঠাব দক্ষিণে পুথি তাহার সহিতে॥
শুনিয়াছি দক্ষিণ দেশেতে যারা কবি।
তুচ্ছ করে সকলে মুরারি ভারবি॥
সে সব কবির ঠাঁই পুছিব দপটে।
ভাষা কেহ শুনিয়াছ এমত সঙ্কটে॥
কর্ণাটে পাঠাব পুথি সাধুরে কহিয়া।
এ রস শিখাবে সব যুবতী ডাকিয়া॥
এই এক সদায়ের হইল কারণ।
শুনিয়া দিবেক তারা বহুমূল্য ধন॥
এই মত প্রচুর বাখানে বার বার।
নানা মতে কবিরে করিলে পুরস্কার॥
আপনি আসিয়া নৌকা লাগিলেক ঘাটে।
দৌড়াইয়া ধনপতি আইল নিকটে॥
গলা ধরি কহে মুখ-চুম্বন করিয়া।
কহ বাপু এ অদ্ভুত রস বিশেষিয়া॥
বহু পুণ্যে প্রাণ বুঝি জীলে সকলের।
বস্ত্র নাহি আর্দ্র এক থাকি কৌশলের॥
শুনি চন্দ্রভান বলে জানে ভগবান্।
যে সুখে ছিলাম জলে না যায় কথন॥

পুণ্য-ফলে কথা নহে দৈবী চিত্র-গতি।
ভাব চিত্তে ইথে কিছু রহিবে বিস্মৃতি॥
শুনি জামাতার হাত ধরিয়া উঠাল।
তটে আসি সুনেত্রায় জামাতা পুছিল॥
তারা সবে বিস্তারিয়া কহে বিবরণ।
যেরূপে পূজিল হরি দিল দরশন॥
যেরূপেতে প্রসাদ ফেলিয়া আসিছিল।
যেরূপেতে ধাইয়া পুনঃ পুনঃ মুখে দিল
শুনিয়া সাধুর মনে তখনি পড়িল।
হায় সত্যময় প্রভু দৈবেতে ভুলিল॥
ভূমেতে পড়িয়া সাধু সকরুণ মন।
বলে অধমের দোষ ক্ষম নারায়ণ॥
নানা দোষ দিয়া প্রভু সৃজিছ শরীর।
ক্ষণে মার ক্ষণে তার ক্ষোভেতে অস্থির
ক্ষণে ত্যক্ত ক্ষণে মত্ত ক্ষণে পদাশ্রয়।
ইথে রত হৈয়া প্রভু ভুলিছি তোমায়॥
হায়রে দয়ার হরি ভুলিয়া তোমারে।
কাচ করিয়াছি কোলে চিন্তামণি দূরে॥
কে পারে কহিতে লীলা বেদে অগোচর
অন্ধে চক্ষু-দান দিলা জগদ্‌-ঈশ্বর॥
এই মতে ধনপতি প্রণতি করিয়া।
কান্দিল বিস্তর ভূমে গড়াগড়ি দিয়া॥
নৌকা হতে চন্দ্রভান তটেতে উঠিল।
জয় জয় হরি-রবে ভুবন ভরিল॥
মিলন করিল সবে হর্ষে গরগর।
নাগর-আগরী রসে নাগর-আগর॥

গুণের সাগর সাগরেতে পরিত্রাণ।
দেখি রসবতী কত করে দান ধ্যান॥
গিরিধারী হরির পদেতে করি মন।
ধনপতি নিজ-ধামে করিল গমন॥
প্রবেশিয়া নিজালয় অতি হরষিতে।
ইষ্ট-সঙ্গে নানা দুঃখ কহিতে কহিতে॥
নানা বাদ্য কোলাহল কল কল রব।
শত শত শত নারী পাইল নিজ-ধব॥
কত দান ধ্যান যাগ ব্রাহ্মণ-ভোজন।
দেবার্চ্চন কত মতে ইষ্টের তোষণ॥
পূর্ব্ব মানসিক পূজা কন্যা জনমিতে।
ভুলিছিল মন হৈতে দুরন্ত দৈবেতে॥
সে পূজা মনেতে করি সাধু ধনপতি।
ডাকি আনি সব লোক কৈল অনুমতি॥
না যাব পুরেতে পুনঃ পূজা না করিয়া।
যত্নেতে সম্ভার কত ত্বরিত হইয়া॥
কুল-পুরোহিত আইল সহিত বাঞ্ছিত।
ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশারদ কলাপে পণ্ডিত॥
বেদান্ত ন্যায় মীমাংসা সাংখ্য পাতঞ্জল।
বৈশেষিক আদি অলঙ্কারে মহাবল॥
ব্রহ্মজ্ঞানী শৈব অতি সুস্থির হৃদয়।
সত্যবাদী বেদমাতা সদায় সদয়॥

পঞ্চ-চামর

কহে কবিবরে প্রভু পদারবিন্দ ভাবিয়া।
বিদেশ-দুঃখ বঞ্চিয়া গৃহে ধনেশ আসিয়া॥

সুতার জন্ম-কারণে ছিল হরির চরণে।
অশেষ বঞ্চনা দুঃখ পাইল পাসরিয়া মনে
কহিল ডাকিয়া সবে কর পূজার মন্ত্রণা।
ভুলিয়া যে পূজা হৈল কঠোর কোটী যন্ত্রণা॥
সহস্র অষ্ট ভোগ আন মোর চিত্ত লক্ষিয়া।
প্রধান কল্প কল্পিয়া সমস্ত শুনি রক্ষিয়া॥
শুনি ধনেশ-বাক্যেতে অমাত্য সর্ব্ব ধাইয়া।
করে বিধান পূজনে বিবিধ বস্তু আনিয়া॥
রচি রুচির মণ্ডপে বিতান চন্দ্রমা নিভে।
সরম্ভ তোরণারোপি সুমঙ্গল দিনে শোভে॥
চিনি পয় আটা সোয়া সোয়া মণ মতে আনি।
সপাদাধিক শত কলা প্রতিভোগে দিয়া গণি॥
প্রচুর শ্বেত মাল্য পুষ্প গন্ধ কন্ধরে করি।
আনে কুমুদ পঙ্কজে সুবর্ণ-ভাজনে ভরি॥
আনে অশোক মল্লিকা কদম্ব জাতি যূথিকা।
বকুল মালতী অতি পলাশ কৃষ্ণকলিকা॥
আনে অগুরু কুঙ্কুমে সুগন্ধ শ্বেতচন্দনে।
আনে কেশর কস্তুরী স্মরি হরির চরণে॥
সুবর্ণ-রত্ন-নির্ম্মিত বহু বিধান ভূষণে।
সুপীত বাস বিস্তরে দিয়া সুবর্ণ-আসনে॥
রচে বিচিত্র কেতনে সুচিত্র বাস নির্ম্মিতে।
আনি পুরোহিতে বরি নিয়োজে নাথ পুজিতে॥
পূজে পুরোহিতে ভাবি সুরক্ত পাদপঙ্কজে।
নিমগ্ন ভক্তি-সাগরে করি মন-মতঙ্গজে॥
দ্রমিক দ্রমিক ঘন ঘন মৃদঙ্গ বাজিছে।
ঝনৎ ঝনৎকারে সু- বাদ্য বিবিধ বাজিছে॥

রবাব তম্বুরা বীণা মৃচঙ্গ মেল মন্দিরা।
সুতান গান রাখি মান ডাকি নাথ ইন্দিরা॥
বসিয়া আসনে পূরি সমীরণে নাসা-দ্বারে।
মনে মনে পুরোহিত ভাবি রূপ মনোহরে॥
দ্বিভুজ মুরলী করে নবীন নীরদাবলি।
সমানরূপ রূপেতে সুপীত-পট্ট বিজলী॥
ঈষৎ প্রফুল্ল পঙ্কজে বিনিন্দ রক্ত-মণ্ডলে।
সুহাস্য লাস্য বক্ত্রেতে সুগণ্ড মণ্ডি কুণ্ডলে॥
সুশ্বেত বেশ ভূষণে পূজে ভাবি ভাবি মনে।
তড়িৎ যেন নবঘনে শোভিছে শ্রীমতী-সনে।
পূজা করে পুরোহিত ধনপতি আসি তথা।
নাচি নাচি করে স্তুতি ভূমিতে রাখিয়া মাথা॥
ভ্রমি ভ্রমি চতুর্দ্দিকে ভূমে গড়াগড়ি দিয়া।
সজল নয়নে কান্দে গলে বসন বান্ধিয়া॥
হরে হরে হের হের দয়াল দীন দাসেতে।
মরি মরি বাঁচিয়াছি দয়াতে সর্ব্বনাশেতে॥
তুমি জগৎপতি ক্ষিতিপতি রাধাপতি রমাপতি
দিবাপতি নিশাপতি খগপতি পতি গতি
কর কর কর কৃপা কাতর কীট-কিঙ্করে।
ধর ধর ধর হাতে ভবার্ণব ভয়ঙ্করে॥
অশেষ পাপ অর্জ্জিয়া ভুলি তব পদ মদে।
মাতিয়া হৈয়াছি অন্ধ পড়িছি এ ভব-হ্রদে॥
তরাও তারক যদি তরি তায় এ সাগরে।
যমে জিনি জয়ী হই ভাবি গোকুল-নাগরে॥
কে পারে করিতে স্তুতি তোমার মহিমা গণি।
বিরিঞ্চি বাসব আদি ভ্রমে তত্ত্ব নাহি জানি

নাচি করতালি দিয়া আঁখি মুঁদি করে স্তুতি
গদ্‌গদ বাক্যে ডাকে প্রণমিয়া পড়ি ক্ষিতি ॥
পূজা-অবসানে সাধু জামাতা সহিতে করি।
পুনঃ পুনঃ ভূমে পড়ে গত দুঃখ স্মরি স্মরি ॥
স্বগোষ্ঠী বান্ধব-সহ পাইয়া প্রসাদ সুখে।
হরিষে বিষাদ করি উঠে জনমের দুঃখে ॥
সুবর্ণ দক্ষিণা পুরো- হিতে দিয়া ধনপতি।
সবে প্রণমিয়া কৈল অন্তঃপুরেতে গতি ॥
মধুর-কমল-পদে সুপক্ক-চামর-ছন্দে।
ভণে নারায়ণে ভাবি নারায়ণ-নখ-চান্দে ॥

পয়ার

মহানন্দে ধনপতি আসিল পুরেতে।
করে মুখে মনে হরি জপিতে জপিতে ॥
পুরবাসী আসি বহু করিল মঙ্গল।
প্রণাম করিয়া নারী আলাপে কুশল ॥
চিরদিনে দেখা লেখা আনন্দিত কত।
জামাতা শ্বশুর নারী কন্যা পুলকিত ॥
কহিতে দয়িতে দুঃখ দয়িত নারীতে।
আলাপ বিলাপ কত করিছে দুহেতে ॥
বিদেশের বিদশার বিশেষ শুনিয়া।
ধনী বুকে কর হানে অঙ্গ শিহরিয়া ॥
তিতিল বসন দুহার হর্ষানন্দ-জলে।
কবি কহে হের দিনমণি অস্তে চলে ॥

বিষময় সেই হার রত্ন-হার আনি।
সুধাময় রাখে তুষি সুনেত্রা-জননী ॥
স্বর্ণথাল সমুখে ধনেশ আনি থুইল।
হেরি ধনী হরষিতা সুভাকে ডাকিল ॥
সুনেত্রাও হার হেরি হৈল হরষিতা।
আনন্দে আনন্দ-হার তাকে দিলা পিতা ॥
হরিণাক্ষি গলেতে সুহার বিরাজিত।
হেরি পিতা মাতা মন কত পুলকিত ॥
সাধু-বধূ সতী অতি হরষিত মনে।
চুম্বন করিলা ধনী দুহিতা-বদনে ॥
ধন্য ধনপতি ধন-বুদ্ধির সাগর।
বুঝি কিবা গলে দিলে হার মনোহর ॥
যে গলে হেরিয়া হার হুতাশ রতির।
কান্দি বলে সে মন আর পাব কি পতির ॥
ত্রিলহর হইয়া হার বক্ষে বিরাজিত।
ত্রি-পথগা তিনধারে সুমেরু-বেষ্টিত ॥
শশী সূর্য্য আদি হতে যে বুকে সরম।
তাহে জড়াহার একি পাষাণে কর্দ্দম ॥
বিষতুল্য হার পিতা মনেতে তখনে।
পীযূষ-লহরী হেন দেখয়ে নয়নে ॥
এ সকল রস হরি-লীলার কৌশল।
গরলে অশুভ হরে অমৃতে গরল ॥
এইমত নানা রসে দিবা অবসান।
কান্ত-শোকে কমলিনী মলিন-বয়ান ॥
অস্ত গেল দিনমণি রজনী প্রকাশ।
করি আবশ্যক ক্রিয়া সুখে অভিলাষ ॥

সুনেত্রার সখী সবে সেবিয়া কালিকা।
বিবিধ শয্যায় সাজাইল অট্টালিকা॥
সুগন্ধ কুসুম নানা গন্ধে প্রচারিত।
দুগ্ধফেন করি শয্যা করিয়া ললিত॥
গজ-দন্ত-নির্ম্মিত পালঙ্কি পরে রাখি।
হাতে শ্বেত চামর দাঁড়াইয়া কত সখী॥
বিচিত্র ব্যজন কত স্বর্ণ-পানদান।
লাল সেপায়াতে পালঙ্কের বিদ্যমান॥
রজত-দণ্ডেতে জরকসির মশারি।
যন্ত্র-নিকটেতে ধরা মৃদঙ্গ ঝাঝরী॥
সুনেত্রা জড়াও-আভরণেতে জড়িত।
পালঙ্ক-লামাতে বসি শুনে সখী-গীত॥
কাফরী তাম্বুল বিড়া কাফুর মিশাল।
ধীরে ধীরে দেয় মুখে রসেতে রসাল॥
ক্ষণে খসে কটী-বাস মৃদু হাস তায়।
চমকে পুলকে তনু মলয়জ বায়॥
নায়িকা-বাসক-শয্যা ধীরে বলে এই।
বিধানেতে স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা হয় সেই॥
ভাবিত যোষিৎ অতি পথ নিরখিয়া।
বিলম্বে বিচ্ছেদ-শর শরে সন্ধানিয়া॥
শূন্য ঘরে রসবতী হেরিয়া আকাশ।
আচম্বিতে অবিলম্বে চন্দ্রের প্রকাশ॥
হেরিয়া নলিনী আগে হৈল অধোমুখী।
দিনমণি বলিয়া প্রবোধ করে সখী॥
দড় চন্দ্র নহে কেন অধ সরোজিনী।
দিনকর বলি মুখ তোল লো পদ্মিনি॥

কে শুনে সখীর বাক্য হর্ষ-ধারা বয়।
পতি-সম্বোধিয়া কত রসেতে তোষয়॥
নানা দুঃখ ভাবি মনে নলিনী মলিন।
পতি বলে মধ্যক্ষীণা মান কর ক্ষীণ॥
রঙ্গভরে অনঙ্গ অপাঙ্গে বিরাজিত।
যশঃ-রবে ভুবনে মহেশ জিতাজিত॥
হর্ষ-বাষ্পে বদ্ধ কণ্ঠ সুকণ্ঠ কি কবে।
কবি কহে কহ কথা মান নাহি রবে॥

কবির বচন শুনিয়া ধনীর
পূর্ব্ব প'ড়িল বা মনে।
মৃদু মৃদু ভাষি অমিয়া বাণী
প্রচার চাঁদ-বদনে॥
নিজ-ঘরে আসি সুখেতে বসিছ
তাহে আর কিবা কায।
কথা না কহিতে বিরোধ যে করে
তাহার নাহিক লাজ॥
ভ্রমর-ভরম পুরুষের মন
কোন ক্ষেপা কথা কয়।
পদ্মিনী ত্যজিয়া কুমুদী যুটিলে
যার মনে নাহি রয়॥
বিদেশে অশেষ বিশেষ রসেতে
মজি রহে ভাল মন।
স্বপনেতে কভু না লয় মনেতে
এথায় কার কেমন॥

আঁখির নিকটে রহো যত কাল
মুখে বহে মধু-ধারা।
পলটালে আঁখি আর মুখ দেখি
এ সকল বোল সারা॥
নহিলে না হয় তে-কারণে আসি
নিশি-শেষে পরকাশ।
ভুলানের দায় অবোধ বালায়
মুখে আসে কত হাস॥
যেখানে যেমন সেখানে ভাবন
দোষ খণ্ডাইতে আমি।
না কহিও আর করিয়াছি সার
যেমন বান্ধব তুমি॥
অতিথির প্রায় রজনীর শেষে
আসি উড়ুউড়ু অতি।
ইথে নিধি-লাভ হেন মনে মানি
ধিক্ অবলার মতি॥
যত যত মতে দিয়াছ বেদনা
মন দেও আগে কই।
তবে যাহা বল সকলি করিব
নহে কি এখানে রই॥
চন্দ্রভান কয় শুনিব শুনিব
আছে যত দুঃখ মনে।
প্রতিজ্ঞা করিল তোমাতে সুন্দরি
ক্ষমা কর আজু মেনে॥

সুনেত্রা বলিছে অবশ্য শুনিবা
যবে কহি এক মনে।
পাছে না ভুলিও সময় টালিয়া
আপনার এই পণে ॥

তথাস্তু বলিয়া অঙ্গেতে ঢলিয়া
চন্দ্রভান রস করে।
বিরহের দুঃখ উঠিছে মনেতে
নারী তা সাধিতে নারে ॥

আঁচলে ধরিয়া টানিছে নাগর
টানিয়া ছাড়ায় নারী।
মান ভঙ্গ করি সম্মুখে আনিল
নাগর কোলেতে করি ॥

সোনার নাগরী নাগর লুব্ধ
হেরিয়া করিল রঙ্গ।
স্বত্ব ত্যাগেতে করিলেক দান
আপনার বর-অঙ্গ ॥

কানে মুখ রাখি কহিছে নাগর
হইল নাকি মান-ভঙ্গ।
অবসর করি করিতে বিচার
এ কালে তোমার সঙ্গ ॥

উত্তর কি দিব তোমার বচনে
ধর পর ফুল-মাল।
নারীর হৃদয় স্বভাব কুটিল
স্মরিতে যেমন ব্যাল ॥

কালিন্দী যেমন মলিনী তেমন
মলিন নারীর মন।
অঙ্গারের প্রায় কালিমা না যায়
ধৌত যদি শত হন॥

যে হউ সকলি পারিবা কহিতে
আগে মন দেয়া হয়।
ধর্ম্ম-শাস্ত্র এই দিলা মান-দান
দক্ষিণা না দিলে নয়॥

কান্তা বলে কিবা করিয়াছি দান
তার বা দক্ষিণা কি।
নারায়ণে কয় না দিলে কি হয়
শোন আমি বল্যা দি॥

শক্তি অনুরূপ দক্ষিণা লিখিত
হেম আদি ফল মূল।
পাত্র ভাল বটে আপনেই দাতা
নারায়ণ-প্রীতি মূল॥

ফল হেম খণ্ড বন্ধূক কুসুম
অদি শক্তি যাহা আছে।
যে পতি ভাবনা সেই সে দক্ষিণা
আনি সব রাখ কাছে॥

নাগর-তরেতে কহিছে নাগরী
আমি দুঃখে কাটি কাল।
চাতুরী বাণিজ্য করিতে গেছিলা
বেপার হয়্যাছে ভাল॥

নানা দেশে নানা কূটালী শিখিয়া
বাড়াইছ বড় ঠাট।
কোন্ অধ্যাপকে বিরলে পাইয়া
পড়াইলে এত পাঠ॥
নারায়ণ রচে হইল দৃঢ় যে
বাক্য-জাল ছিল যার।
মদন আসিয়া যাচিয়া লইল
দুজনার ফেরফার॥

রসময় রসবতী রুচির রসিক পতি
রতি-রস রচহ রুচির।
কাঁপাইয়া থর থর অধর অমিয়া-ধর
জর জর হিয়া ধীরাধীর॥
গলিত ললিত ঘন দুকূল নিরাকুল
ব্যাকুল মঙ্গল রস-পানে।
কুসুম বিষম কত খর শর সন্ধানিয়া
মনসিজ নিজ-করে হানে॥
ঘন ঘন রাজিত কত কত অবিরত
* ষেক শ্রম-ঘামে।
থর থর কলেবর ভঙ্গ রঙ্গ সব
বিহরতি নিজ-কামে॥
শিহরি শিহরি পুনঃ পুনঃ বহু বিলোকন
দয়িত-বদন অভিলাষে।
হেরই হিমকর কুমুদিনী চরচর
চির-সঞ্চিত শোক নাশে॥

আহা ভাল বিড়ম্বন পীন পয়োধর জিনি
হেম-ঘট-পট হাতে।
পতি তরুণীর কিল- কিঞ্চিতে মোহিত
লোহিত কুচ নখ-ঘাতে ॥

তাহে অদ্ভুত কিবা শোভিত রোমাঞ্চনে
ললিত মালতীময় অঙ্গে।
মানহু মত্ত ভ্রমর বকুল ফুল ভ্রমে
তনু পরে পড়ি পড়ি রঙ্গে ॥

হানি রসনা অবশে ই রণ-জয় আশে
রস-ভরে ভোলেতে না পারি।
মরমে বেদনা পায়্যা রসনা ভাঙ্গিয়া থুয়্যা
উঠিছে ভুবনে সারি সারি ॥

ভেঞি হয়ে চঞ্চল নীবি গুহা অঞ্চল
* * কামকে সিন্ধু।
সে চক্ষুর রন্ধ্রে কত কত রস অবিরত
বহত হইয়া জলবিন্দু ॥

পলকে পলকের সাগর মন্থন তাহে
মুখশশী পরকাশে।
কিবা তার শোভাকর রসের চকোর বর
উপরে কি কর পরয়াসে ॥

বিমলে অমল ভাল আলো শশী মঙ্গল
হেট রাজে উপরে চকোর।
একি অদ্ভুত রস মজে উনমত্ত হয়্যা
নাহি চিনে নিশিভোর ॥

গলিত ভূষণ কত কাজর
চন্দকে সবে সব সঙ্গে।
দুহু বাহু উরু কত
ধন্দসে অঙ্গ বিভঙ্গ ॥
ঝন ঝন কঙ্কণ নূপুর ঘন ঘন
পট্ট পট্ট ছোটে মোতি-মালা।
বহুত বহুত ফেরি বর কর বন্দনে
সন্ধান জোড় কাতর বালা ॥
ভাসলু নারায়ণ করলু নিবারণ
শোনহ কারণ নিজ-হিত।
নানাদল কুসুম অতি শুন ধূমপতি
হিতহেতু কর বিপরীত ॥

পয়ার

ব্যস্তভাবে কবি ভাবে হরষিত মনে।
মনোরথ পূর্ণ করি বসিলা দুজনে ॥
দুহে অঙ্গ শান্ত করে অঞ্চলের বায়।
হেরি হাসি সখীরা চামর করে বায় ॥
ধীরে ধীরে একে একে মিলে আসি সখী।
তাম্বুল সম্মুখে রাখে শুষ্ক মুখ দেখি ॥
তাল ধরি গায় কেহ কেহ মৃদু হাস।
কোন সখী নিশি-শেষে আলাপে বিভাষ ॥
শুনি ধনী মনে গণে বন্ধু-সঙ্গ-ভঙ্গ।
কুমুদিনী দূরে গেলে সুধাকর-সঙ্গ ॥

লোচনে রহিছে ঘোর ঘুমের আলিস।
অরুণে অরুণ আঁখি হেরিয়া বালিস॥
ভ্রূভঙ্গে কটাক্ষ রামা ছাড়য়ে সম্মুখ।
গুণচ্ছেদ হৈলে যেন কামের কার্ম্মুক॥
দিবাকর হেরি চলি চন্দ্রভান যায়।
ক্ষীণা কুমুদিনী দেখি আঁখি মুদে তায়॥
হরিষ বিষাদ মনে পালঙ্গে বসিল।
ফির‍্যা চায়্যা চায়্যা রায় বাহিরে চলিল॥
সখী-সনে রজনী-সংবাদ কহে ধনী।
ভ্রষ্ট ওষ্ঠাধর-রাগ আলুয়াইছে বেণী॥
এদিগ সেদিগ মোতি-মাল-জাল ছিঁড়া।
ছিন্ন সিন্দূরের বিন্দু চন্দনেতে বেড়া॥
স্ববক্তে্র আরক্ত দৃশ্য টানি সুনয়িনী।
সদায় পতির গুণ কহিছে বাখানি॥
নাগর বাহিরে আসি ভেটি বন্ধুগণ।
বিবিধ বিধানে করি ইষ্ট আলাপন॥
নানাবিধি করে কত বিধিবৎ দান।
নানা রস করি সুখে পুজে ভগবান্॥
এইরূপ নানা রসে প্রত্যহ বিহার।
মনোনীত নিতি করে সাধুর কুমার॥
ভগবান্ রাজতুল্য করিছে ভুবনে।
বিধিবৎ বঞ্চে সুখ যত লয় মনে॥
নিয়মিত নিত্যসেবা করে নারায়ণে।
দ্বিতীয় কুবের-সম ধনের প্রমাণে॥
রাজ-যোগ্য হস্তী রথ চতুরঙ্গ-বল।
ধনপতি-ভক্তে হরি দিয়াছে সকল॥

সহস্র সহস্র চাকরেতে করে কায।
নানা দেশী ব্যাপারে আপনি মহারাজ ॥
এক রাত্রে চন্দ্রভান সুনেত্রার সঙ্গে।
মহানন্দে চন্দ্র যেন রোহিণীতে রঙ্গে ॥
বসি অট্টালিকা পরে অঙ্গ হরষিতে।
সুশ্বেত শয্যাতে সুখে হাসিতে হাসিতে ॥
শ্বেত মছলন্দেতে হেলি বসি করে গান।
সুনেত্রা কমল-করে জোগাইছে পান ॥
উদিত বসন্ত-শশী সুকোমল করে।
যে করে সংযোগী জীয়ে বিয়োগিনী মরে ॥
যা দেখিয়া সবল্লভা বিয়োগিনী-বাদ।
এ বলে সুধার খণ্ড ও বলে প্রমাদ ॥
এ বলে এ শীতকর ও বলে তপন।
অদ্যাপি সন্দেহ যার নহিল ভঞ্জন ॥
সুনেত্রা যে চাঁদে পূর্ব্বে মুদিছে নয়ন।
এখনে সে শশী হেরি প্রসন্ন-বদন ॥
ভুবন কুসুমাকীর্ণ তাহে পিক মাতি।
ডালে ডালে উড়ি ডাকে তাহে মোহে সতী ॥
রতির সন্তাপ শুনি মধুকরগণ।
পুষ্প-বন দেখি করে আনন্দ-কীর্ত্তন ॥
পূর্ব্বে যে কুসুম ছিল কণ্টক-সমান।
ছিল যে কোকিল-নাদে বজ্রপাত-জ্ঞান ॥
এবে সে সকলে পরমোল্লসিত মন।
আর শুনি শুনি হেন মনের জল্পন ॥
মহেশ আঁখির জ্বালে মদন জ্বালিয়া।
ভ্রময়ে সকল দেশ অস্থির হইয়া ॥

যে দিকে ফিরায় আঁখি তাহাতে অনঙ্গ।
বিচারিয়া ফিরে রতি বায়ু-সখা-সঙ্গ ॥
উড়ে নবপল্লব-পতাকা দশ দিশে।
পুনঃ পঞ্চসায়ক কি সাজিছে মহেশে ॥
রসাল রথেতে নব পতাকা বান্ধিয়া।
সাজিছে প্রচুর বাণ ফুলে বানাইয়া ॥
বিষম সারথি তাহে আপনি বসন্ত।
জুড়িছে চঞ্চল অশ্ব পবন দুরন্ত ॥
মহাভয় হয় রূপ হেরিয়া ভুবনে।
বাণে হানে যার পানে পড়য়ে নয়নে ॥
সচন্দ্রিকাময় নিশি রসের বর্দ্ধক।
রসময় দম্পতির তাপ-বিমর্দ্দক ॥
নির্ম্মল আকাশ যেন রসিক-হৃদয়।
বিরল নক্ষত্র তাহে রস-বাক্যময় ॥
দেখিতে আনন্দ অতি বাড়ে পলে পলে।
প্রেম-পুঞ্জ চাঁদ যাহে ঝলমল জ্বলে ॥
হেন নিশি হেরি শশি-মুখী হাসি হাসি।
পতি সম্বোধিয়া কহে ঘনাইয়া বসি ॥
হের হে প্রাণের প্রভু কর অবধান।
আজু যে সুখের নিশি না যায় বাখান ॥
কিন্তু যে সকল গুণে বাখানি নিশিরে।
বিষবৎ ছিল পূর্ব্বে আমার শরীরে ॥
তোমা কাছে যে সকলে করে এবে হিত।
এ সকলি পূর্ব্বে মোর ছিল বিপরীত ॥
তাপকর যাহা ছিল এবে শীতকর।
বজ্র-রব আছিল যে সে মধুর স্বর ॥

প্রলয় করিছে যারা তারা হৈল সখা।
সংসার হইল মিত্র পায়্যা তব দেখা॥
যে করিছে সবে তাহা না যায় কহন।
বুঝি প্রভু বিগুণেতে হল্যত বিগুণ॥
মন দিয়া শুন যদি কহি দুখের কথা।
তোমার বিরহে যত যে দিয়াছে ব্যথা॥
নারীর দুঃখের কথা থাকে যেবা মনে।
দূর হয় যদি পতি মন দিয়া শুনে॥
শুনিয়া সুনেত্রা-বাণী হাসি চন্দ্রভান।
আলিঙ্গন করি পুছে চুম্বিয়া বয়ান॥
সে দিবস বাগ্‌দান করিছি তোমাতে।
আজ তাহা শুনি মুক্ত হব প্রতিজ্ঞাতে॥
কহ কে দিয়াছে তাপ তোমার হৃদয়।
বিশেষিয়া শুনিতে আমার মনে লয়॥
অবশ্য কহিবা কিছু না রাখিয়া মনে।
পাই চেষ্টা বিশেষ সেই তাপ-নিবারণে॥

বারমাসি

রসিক পতির রসে রমণী পুলকী।
সুকোমলমুখী ভালে কস্তুরীতিলকী॥
মনের দুঃখের কথা বিরহ স্মরিয়া।
কহে বারমাস-পীড়া অঙ্গ শিহরিয়া॥
শুন নাথ কহি মোর বিরহ-কাহিনী।
যেরূপে কাটিছি দিবা সকল যামিনী॥

এখন কহিতে উঠে মনের অনল ।
তবে যে কহিছি পায়্যা সুধার মণ্ডল ॥
বৈশাখে বিদেশে গেলা বিরহ সঞ্চারি ।
অন্তরে অনল কারে কহিতে না পারি ॥
মন্দ বায় মল্লিকার গন্ধ-মাধুরীতে ।
অঙ্গে লাগি পোড়ে পোড়া কামের পীড়াতে
জ্যৈষ্ঠে দিবা দীর্ঘ অতি অতি দুঃসময় ।
যমালয় রৌদ্র দেখি প্রাণ স্থির নয় ॥
ব্যাকুল হৃদয় স্থির নহে কোন পাকে ।
নিদ্রা কি নয়নে ছিল চন্দনাভিষেকে ॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘ পরমাদ-নাদ ।
শুনি চমকিত চিত কত উঠে সাধ ॥
কানে হাত দিয়া থাকি দুআঁখি মুদিয়া ।
চাতকিনী পিয়া ডাকে প্রমাদ গুণিয়া ॥
ঝরঝরি শাওনে জলের বরিষণ ।
তোমার বিরহে মোর নয়ন যেমন ॥
তাহে মত্ত হৈয়া ডাকে ময়ূর-ময়ূরী ।
রজনী প্রভাত করি দুর্গামাত্র স্মরি ॥
ভাদরে বাদর ঘোর বরিষা প্রবর্ত্ত ।
জলে ভরে নদনদী বিল গড় গর্ত্ত ॥
জলের তরঙ্গে উঠে শোকের তরঙ্গ ।
আসিবা কিরূপে লঙ্ঘিয়ে নদী দুর্ল্লঙ্ঘ ॥
আশ্বিন মাসেতে ঋতু অপূর্ব্ব শরৎ ।
কত ভাগ্যবতী বা পূরায় মনোরথ ॥
আমি যদি ভ্রমে হেরি চন্দ্রের কিরণ ।
কলঙ্কী যে কুলে রাখে ভাগ্যের ভাজন ॥

প্রাণনাথ শোন কার্ত্তিকের যে রহস্য।
বায়ু ঝড় বড় নাহি আসিবা অবশ্য॥
সারাদিন তোমা ভাবি নিরখি স্বপনে।
নিদ্রাভঙ্গে অঙ্গ কাঁপে অনঙ্গ-দহনে॥
আগনে ঈষদ্ শীত সুখে বঞ্চে লোক।
নব নব ভক্ষ্য দেখি কত উঠে শোক॥
বুঝাইয়া যেরূপে রাখিছি এ প্রাণ।
নিশি-শয্যা সাক্ষ্য দেয় তবে যদি মান॥
পৌষেতে নিমিখ দিবা কোনরূপে টালি।
দীর্ঘ রাত্র নিদাভঙ্গে আঁখি যদি মেলি॥
শূন্যশয্যা হেরি নিশি পোহাই কান্দিয়া।
হাতে রাখি পান-খিলি মুখে নাহি দিয়া॥
বুক চাপি ধর তবে কহি মাঘের কথা।
হিয়া কাঁপে এখনে কহিতে হিম-কথা॥
কত বস্ত্রে অঙ্গ চাপি একাকী শুইয়া।
উঠিয়াছি থাকি থাকি কাঁপিয়া কাঁপিয়া॥
ফাল্গুনের যে যে কথা গুণমণি শোন।
নব পল্লবেতে আম্র-মুকুল-দর্শন॥
চমকি চমকি উঠি কোকিলার ডাকে।
বলেছি ডাকরে যথা প্রাণনাথ থাকে॥
চৈত্রেতে বৎসর পূর্ণ ভাবিয়া ব্যাকুল।
ব্যস্ত হয়ে দিছি কত কাকেরে তণ্ডুল॥
চন্দনে চন্দ্রের কর বসন্তের বায়।
মোরে যা করিছে মোর প্রাণে জানে তায়॥
কহিলাম নাথ বারমাসের বেদন।
এত জ্বালা-মধ্যে ভাগ্যে রহিছে জীবন॥

নাথ গিয়াছিলে যত রিপুতে সঁপিয়া।
বাঁচি আছি নাথ-মন্ত্র মনেতে জপিয়া॥
নহে কি হইত যাহা কহিত কাহারে।
সঙ্গের অনল যাইত জ্বলিয়া অন্তরে॥
ভাগ্যে দেখা হৈল দুঃখ কহিল সকল।
নহে কি হৈত কোন ঘাটে খাইতে জল॥
সঙ্গে করি নিয়াছিলা সম্পদ্ সুখের।
মোরে সঁপি দিয়াছিলা এ ঘর দুঃখের॥
প্রত্যয় হইবে কি এ সব বিবরণ।
নানা রসে জানিছ কি বিরহ কেমন॥
নানা দেশে বিক্রি কিনি নানা ফেরফার।
আমার আমলে কত জনার ব্যাপার॥
না চায় নে সহে রস রসবতী শোন।
লাভে মূলে লেখা করি লও নিজ-ধন॥
চন্দ্রভানে বারমাসি সুনেত্রা কহিল।
তদবধি বারমাসি ভুবনে হইল॥
শুনিয়া রমণীর নিতান্ত প্রেম-বাণী।
ঝাঁপ দিয়া গলে ধরি কোলে টানি আনি॥
বলে প্রেমময় প্রিয়া বসি মোর কোলে।
ডাক দিয়া আহ্বান করহ সে সকলে॥
এখনে আসিয়া বিগুণতা কেনে নাহি করে
বিপরীতে পূর্ব্ব-ভাব ফিরাব সভারে॥
ভাগ্যে এত শাসনেতে ছিলা প্রাণে জীয়া।
আইস মোর হৃদি পরে রিপু বিমর্দ্দিয়া॥
চুম্বনেতে জীল চন্দ্র মর্দ্দনে মদন।
বিলাসেতে বায়ু কণ্ঠ-শব্দে পিকগণ॥

কঙ্কণ-ঝঙ্কারে জয় করে অলিকুলে।
আকাশ-মণ্ডল জিনি আলুয়াইয়া চুলে ॥
জিনিবা ইহাতে রিপু মনে দড় মান।
রামা বলে কি কহিলাম কিসে কি বাখান
গেল দুঃখ দূরে মোর ঠাটে কায নাই।
তাহাতে বিলাস ভাল নিতি যাহা পাই ॥
নাগর বলিছে এ সকল কথা ত্যজি।
ত্বরা উঠ মোর হৃদে রিপু ছয় সাজি ॥
পতি-অনুমতি বুঝি সতী রসময়ী।
লাজ ত্যজি লীলায় হইলা রিপু-জয়ী ॥
এইমত করি দুহে রজনী বঞ্চিল।
মনোরথ পূর্ণ হইল নারীর যা ছিল ॥
অতি আনন্দেতে উঠে সুনেত্রা প্রভাতে।
মনস্কাম সিদ্ধি হইল হরির দয়াতে ॥
দয়াময় প্রতি ভক্তি করি অতি মনে।
করিল মানস পূজিবারে শ্রীচরণে ॥
একদিন সংযমে থাকি আগত নিশিতে।
মনঃসাধে করে পূজা অতি হরষিতে ॥
বিধিমতে বিজ্ঞাপন করি আপনার।
করিলে মহতী পূজা মহৎ সম্ভার ॥
পূজা শেষে ধনপাত হইয়া যোড় করে।
প্রণতিতে করে স্তুতি সুমধুর স্বরে ॥

স্তব—ত্রিপদী

হরি নিজ-গুণ স্মরি অনাথে করুণা করি
যশ ভুবনেতে ভরি থুইলা।
ওহে প্রভু গুণ-ধাম লইয়া তোমার নাম
করিল যে মনস্কাম কৈলা ॥
বলে গলা বান্ধি ছলে প্রভু তব পদতলে
পতি পুনঃ জলে জীয়ে মোর।
ভুবনে রাখিলা মান কারাগারে পিতা-প্রাণ
ছেদ কৈলা চোরগণে ডোর ॥
ভ্রমি বাড়ী বাড়ী করি তাহে ধর্ম্ম রক্ষা করি
রাখিলা দয়ার হরি দেশে।
ভাবি তব পদতলে আমি কন্যা পিতা-কোলে
ভুলিলাম দুঃখ পাইল শেষে ॥
বামা জাতি মতি ক্ষীণ বেদ-শাস্ত্র-চক্ষুহীন
ভক্তি-ভাবে অতি দীন জন।
না জানি করিতে স্তুতি অবলা অলপ মতি
জানি মাত্র তুমি গতি ধন ॥
অষ্টাঙ্গে পড়িয়া ক্ষিতি কান্দি বলে ধনপতি
হে নাথ ত্রিলোক-পতি সার।
এভাবে যে পুজে পায় মোর মত করি তায়
হইব পাপ যে যে দয়া পার ॥
ছিল মনে বড় খেদ বলি করিয়াছি খেদ
জগতে জানিল ভেদ-নীতি।
কলিযুগে পূজাবিধি প্রকাশিয়া গুণ-নিধি
দিলে দাগ * * ॥

চন্দ্রভান যোড় করে একমনে স্তুতি করে
দুনয়নে জল ঝরে ভাবে।
বলে প্রভু পুনঃ প্রাণ দাসের করিলে দান
ভুবনে এ যশোগান রবে॥

সুনেত্রার মাতা আসি নয়ন-জলেতে ভাসি
হরি বলি মুক্তকেশে ডাকে।
কেশ ছিঁড়ি ভূমে দিয়া ঘট প্রদক্ষিণ হৈয়া
ভূমেতে মস্তক থুয়্যা থাকে॥

বলে নাহি ছিল মনে প্রভু জামাতার সনে
ফিরি পুনঃ এ ভবনে আর।
দেখিব নয়ন ভরি তাহাতে দয়ার হরি
কৈলা দীনে দয়া করি সার॥

গলেতে বসন বান্ধি ভক্তি-ভাবে কান্দি কান্দি
অমাত্য সকলে বন্দি কয়।
কৃপাময় ঘোর কালে লীলায় প্রকাশ কৈলে
দিলে বহু দূরে গেল ভয়॥

বিশাই আসিয়া কাছে ধিয়া ধিয়া বলি নাচে
ধনী মণি পাছে পাছে তার।
সহস্র কাণ্ডারী সবে নাচি নাচি হরি-রবে
বলে কি এদিন হবে আর॥

অবশেষে পুরোহিত স্তুতি করে নিজ-রীত
প্রভু হে তোমার প্রতি যাহা।
ধনপতি কৈল ভবে লইয়া বান্ধব সবে
তুমি সব পূরাইবা তাহা॥

ভক্তিভাবে স্নেহ ভরি নারায়ণ বলে হরি
লীলা বিস্তারিত করি যাই।
না ছিল করিল যত এ লীলার বিস্তারিত
অন্তে দিও মনোমত ঠাঁই॥

মানরূপ

হরিলীলা প্রকাশিলা কি না দিলা কারে।
পুত্রবান্ চন্দ্রভান ভগবান্-বরে॥
ধনপতি হর্ষমতি সে সন্ততি দেখি।
শোনে সুখে তার মুখে কথা শুকপাখী॥
করি কেলি তাহে বলি জলাঞ্জলি আশা।
ধরি মুখ পাইয়া সুখ বলে দুঃখনাশা॥
হরি-বরে এ সংসারে পাইয়া তোরে মুই।
হরি হরি মনে করি বুকে ভরি থুই॥
প্রণিপাতে যোড় হাতে জগন্নাথে কয়।
কৃপাময় ভাবি জয় কবে হবে নয়॥
হরি যারে দয়া করে কেবা তারে আঁটে।
চমৎকার অনিবার রিপু তার ঘাঁটে॥
যেবা নাম গুণধাম ঘনশ্যাম জানে।
দয়াযুক্ত অনুরক্ত ভগবান্ তানে॥
ছাড়ি গৌড় করি দৌড় নানা বৌত করি।
তাথে প্রাণ দিলা দান দয়াময় হরি॥
নানা তাপে অনুতাপে বিপাকেতে পড়ি।
বিদশায় রাজা তায় দিলে পায় বেড়ী॥

লীলা তোর হইল চোর পৈল সোর তথা।
কার হার তলোয়ার কেবা কার কোথা॥
কোতয়াল শরজাল করি কালপ্রায়।
কৈল যত তুমি তত অনুভব তায়॥
কারাগারে হাহাকারে চমৎকারে মরি।
তাথে মাত্র সুচরিত্র ছিলা মাত্র হরি॥
যে বিদশা তাথে আসা কবে আশা ছিল।
ভগবান্ কৈলা দান ধন প্রাণ রৈল॥
তোমা বিনে কে ভুবনে করে দীনে দয়া।
দয়া করি দীনে হরি দিলা হরি ছায়া॥
আসি দেশে নানা রসে সুখ শেষে দিলা।
ভাঙ্গি ভয় অতিশয় দয়াময় হৈলা॥
তাহে ঝড়ে নৌকা পড়ে পরে খাড়া আমি।
এ জামাতা প্রাণদাতা হৈলা ধাতা তুমি॥
ভুলি মদে তব পদে এ বিপদে ডুবি।
হৈলা তাথে রহি সাথে কমলেতে রবি॥
ছিল ভুল তুমি মূল অনুকূল হৈলা।
দুঃখশূল সমতুল সুপ্রতুল কৈলা॥
এইমত মুখে যত করে কত স্তুতি।
ভক্তিভাবে ভাবি ধবে নেত্রে ঝরে অতি॥
ধনেশের হরিষের বরিষের ধারা।
যায় বৈয়া বুক বায়্যা ভাবে হৈয়া ভোরা॥
নারায়ণ বিরচন শ্রীচরণ-বলে।
সুনেত্রার সুকুমার রাখ তার কোলে॥

পয়ার

এইরূপে চিরকাল হরির কৃপায়।
নানা সুখ করিল পুজিয়া রাঙ্গা পায়॥
বনিতার সঙ্গে সাধু নিষ্ঠ করি মন।
দিবানিশি মনে ভাবে প্রভুর চরণ॥
নারায়ণ দিল তাহে হিত উপদেশ।
ধনপতি শোনে সে সকলের বিশেষ॥
আশা-সাগরেতে বান্ধি ক্ষমারূপ সেতু।
শান্তি করে ধরি বল তরিবার হেতু॥
পাইবা এ ঘোরতর জলধির পার।
ওহে বৈশ্য নিজ-মনে কর এই সার॥
ছিলে কোথা আইলে কোথা কর কোন্ কর্ম্ম।
তাহা বিস্মরিয়া কাহে বাড়াইলা মর্ম্ম॥
মায়া-জায়া-প্রেমে ঠেকি যত ঠগ মনে।
কামলোভা অহঙ্কারা ধনা বেটার পণে॥
তারা যেই যুক্তি করে তাহে হিত মানি।
যমভয় না করিলা হইলা অজ্ঞানী॥
তেমতি জন্মিলে মতি হইবে যেমন।
হইল তেমতি সাধ্য ব্যবসা তেমন॥
এখনে পড়িবে যবে কৃতান্তের করে।
সে সকল সঙ্গী বল পাবা কোথাকারে॥
বন্ধু যত ছিল সে সকল হইল ভিন।
অস্ত গেল দেখ নানা সুখময় দিন॥
কলি-বিমোহিত লোক চাহ ভাবি মনে।
কেশ-আড়ে পাচতলা দেখহ নয়নে॥

যে আনন্দময় হরি যোগেন্দ্র না পায় ।
সে হরি কলিতে তুষ্ট কদলী আটায় ॥
সুগম করিছে নাথ জীবে দয়া করি ।
তবু যেন এই লক্ষে সুখের লহরী ।
তাহে হেলে নাহি বলে কি লোক পামর ।
যে নামে মানব-দেহ হইবে অমর ॥
নারায়ণ ডাকে উচ্চ রায় মনোমতে ।
পুরাইও আশা বুঝি আছে যে যে চিতে ॥
এত শুনি বৈশ্যবর হইয়া নিষ্কাম ।
আশ্রাইল মনে মাত্র ব্রহ্মময়-নাম ॥
ভুবনেতে নিজ-কীর্ত্তি চন্দ্রভান থুইয়া ।
নিত্যানন্দময় হৈল নির্ব্বাণ পাইয়া ॥
হরি গুণ স্মরিয়া পুস্তক হরিলীলা ।
পুরাণ-প্রসঙ্গ-ভাবে ভাবিয়া রচিলা ॥
কৌতুকে রসিক সব সঙ্গীর কথায় ।
রচিল বিস্তর নহে আপন ইচ্ছায় ॥
নিবেদয়ে নারায়ণ প্রভুর চরণে ।
নাশিও তাহার দুঃখ যে পড়ে যে শুনে ॥
কলিতে এ বিধানেতে যে করে সেবন ।
তারে নবভাবে সুখী করে নারায়ণ ॥
এই পুথি পড়ে যেন জ্ঞানবান্-হাতে ।
যে জানে বিশেষ রস তোমার দয়াতে
শুনি দেখি ক্ষম দোষ বিচার করিয়া ।
প্রকাশিবে ভাল রস বিশেষ জানিয়া ॥
অত্রিপুত্র-হরনেত্র-ষড়াননানন ।
বসুমতী শাকে পুথি হৈল সমাপন ॥

নারায়ণ প্রভু-পদে করি দড় মন।
ষোড়শ চৈরানৈ শাকে পুস্তক-লিখন

সমাপ্ত

শ্রীজয়নারায়ণ-বিরচিতং সমাপ্তম্। শ্রীহরিমোহন সেনগুপ্ত-স্বাক্ষর-পুস্তক-সমাপ্তি। লিখ্যাতে ১২৬০ সন ৬ শ্রাবণ লেখা সম্পূর্ণ করা গেল।

শব্দ-সূচী

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

ঋ

ঌ

এ

ঐ

ও

ক

ন

নকিবে (আ° নকীব্) ... ৯৪
নজর কিয়া (দেখিয়াছি। আ° নজর্) ... ৪৪
নয়েছ ৪৫
নহবতে (আ° নওবৎ অর্থে কাল) ৯৩
নাইয়া (নাবিক) ... ৯৭
নাও (নৌকা) ... ৭৪
নিগাবান (প্রহরী ; রক্ষী। ফা° নিগাহ্, দৃষ্টি ও বান) ৯৭
নিমক (ফা° নমক্) ... ৮২
নেহার (মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া) ১০৬
নৈলা (না হইলে) ... ৬৮
ন্যাতে ৪৫
ন্যায়ো ৪৫

প

পছন্দ (ফা° পসন্দ্) ... ৮৮
পঞ্চম (পদভূষণ) ... ৪০
পটু (পট্ট) ১৫
পটুকা (কটিবন্ধ) ... ৯৩
পট্ট (পট, চিত্র) ...৪৪, ৪৫
পণ (মূল্য) ৮৯
পন্থী (পান্থ) ৮৪
পলটালে (ফিরাইলে) ... ১৩৬
পশে (প্রা° পইসই, প্রবিশতি) ৮৪
পঁচাত্তর ৯০
পঁয়ুছি (করভূষণ) ... ৪০
পাখ-ছাট ১১৭
পাচতলা ১৫৪
পাছাড় ১২৪
পাটু-(পট্ট) ২৮
পাণ্ডুরীত (রক্তহীন) ... ৯৯
পাতি (পত্র) ... ৪৫
পায়দল (হি° পয়্দল্) ... ৯০
পায়া (পাইলাম) ... ৪৪
পালা (পল্লী) ... ৮১
পাশ-ছোটা (বন্ধন-রজ্জু) ... ৮৬
পিব পিব (ধ্বন্যাত্মক শব্দ) ১১৭
পুণ্যাদ (?) ... ২৮
পুরনথা ৪৫
পুষ্কর পদ্ম) ... ১২৬
পৈল (পড়িল) ... ৬৯
পৈলা (পড়িলে) ... ৬৮
পোদ্দার (ফা°) ... ৮৬
প্যাদা (ফা পিয়াদহ্) ... ৮৫

ফ

ফকির (আ° ফক্র্) ... ৮৪
ফর্দ্দ (ফা° ফর্দ্) ... ১১২
ফাটক (বহির্দ্বার। হি°) ... ৮৪
ফাফর (বিমূঢ়। হি° ফেফরী) ৯১
ফিনে ৪৫
ফেরা (ফিরিয়া) ... ৪৪
ফৌজ (আ°) ... ৮৫

ব

বক্শীর (ফা° বখ্শী) ... ১১২
বছছি বছ ... ৪৫
বটন ৭৪
বনাত (হি°) ... ২৮
বনিব (দেনা-পাওনা বা দরে মিল হইবে) ৮৮
বন্দর (ফা°) ... ৩০
বরণ (ভাব) ... ৪৪
বরুজ (আ° বুর্জ্ ... ৮১

ভ

ম

সংশোধন ও সংযোজন

[সংখ্যাদ্বয়ের প্রথমটি পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয়টি পংক্তির সূচক]

২-১ কল্পতরু'র পূর্ব্বে অরে' হইবে ; ৪-৭ হৈয়া জনার্দ্দন ; ৮-৯ দুষ্টমতি ; ১৩-৮ সরে' স্থানে বনে' ; ১৯-২৫ ঝাঁপ ; ২০-৫ মুখবৈকা ; ২৩-২১ মুখবৈকা ; ২৯-৩ মানে' স্থানে মাগে' ; ৪৪-৭ ছমালয়ে' স্থানে ছমান যে' ; ১৭ চন্দ্রমা ভাল' স্থানে চন্দ্রভান' ; ৪৫-১২ পয়াছক' স্থানে পয়া ছক' ; ২০ নয়েছ ; ৪৭-৯ রত্নপতি-পত্রের ; ১০ কাজ-করা ; ২৪ বিজ্ঞপন ; ৪৮-২২ শর্ম্মা' স্থানে স্বসা' ; ৫৮-১১ গণ্ডজুষ্টা ; ১৬ কূর্পাস ; ৬৩-১২ জীয়ে ; ৬৫-১৫ জীয়া ; ৭৫-১৩ সদায় সদায় ; ৮১-১৬ সদায় ; ৮২-২২ তারের কসি মকসি' স্থানে তারে রকসি মকসি' ; ৮৯-৯ আর জবা যার' স্থানে আরজ না যার' ; ৯০-২১ তোজার' স্থানে তাজির' হইবে বোধ হয় ; ৯৯-১৯ পাণ্ডুরীত ; ১০৪-১১ ঋতু ক্ষ' স্থানে ঋভুক্ষ' ; ১৩ ঋষ্যনতা ; ১৮ রিজ্ঞা ; ২৬ ঔরপতি' স্থানে ঔর্ব্বপতি' ; ১০৫-৬ কৃতাণ্ডের' স্থানে কৃতান্তের' ; ২২ খেলিলা' স্থানে ফেলিলা' ; ১০৬-৯ তারক ত্রৈলোক্য-তাপ তমের তপন ; ১১৫-৬ গজলীলা' স্থানে গজ-গিলা' ; ১০ রাজ-অঙ্গীকার ; ১১৭-৭ চিরদুঃখিনী ; ১১৮-১১ হাসি' স্থানে হানি' ; ১১৯-১৬ গিড়' স্থানে গড়ি' হইবে।